বিজ্ঞাপন।

গরীবের গান গীত হইল। গরীব গাইতেও জানেনা, গান রচিতেও জানেনা; তবে কি করিয়া এ গানগুলি গীত হইল তাহা গরীব কিছুই বলিতে পারে না। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি গানগুলি গরীবের প্রাণের তানে গীত।

যিনি মূককে বাক্য বলান, সেই বাক্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান ভাবরূপে গরীবের প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া যখন যেমন গাওয়াইয়াছেন গরীব তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছে। গানগুলির অধিকাংশই গরীবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার উচ্ছ্বাস, কেবল কথার কথা নয়, অবস্থার পেষণে পেষিত হইয়া গরীবের কঠোর প্রাণ হইতে যেন গানগুলি আপনা হইতে নিগড়াইয়া বাহির হইয়াছে।

অতএব গানগুলিতে যদি গুণপণা কিছু থাকে তাহা গরীবের নহে, গরীবের মা বাপ যিনি তাঁর; আর যদি কাহারও থাকে তাহা সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দের, যাঁর অনুগামী হইবার জন্য গরীবের প্রাণ নিত্য ব্যাকুল; ও একটু একটু সেই কেশব-প্রাণ সঙ্গীতাচার্য্যেরও, যাঁর তন্ত্রীর সুর গরীবের প্রাণে লাগিয়া হৃদয়ের ভাবগুলিকে গানের আকারে পরিণত করিয়াছে।

এক্ষণে, সাধকগণ যদি গরীবের গানগুলি সমুদায় একবার পড়িয়াও দেখেন গরীব কৃতার্থ হইবে, কোন গান যদি কাহারও প্রাণে কিছুমাত্র ভাব সঞ্চার করে এ গরীবের আর আনন্দের সীমা থাকিবে না।

গানগুলি যাহাতে সর্ব্বসাধারণে সুর করিতে পারেন, তাহার জন্য পরিচিত সঙ্গীতের সুর অধিকাংশ গানেই সংযুক্ত করা হইয়াছে। এবিষয়ে অমরাগড়ীর শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও সুগায়ক শ্রীমান্ সত্যভূষণ গুপ্ত গরীবকে সাহায্য দানে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী।

(সঙ্গীত)

[উদ্বোধন]

ক্ষুধার অন্ন যেমন, পিপাসার জল যেমন, আত্মো-ন্নতির পক্ষেও ঈশ্বরের উপাসনা তেমন; অন্ন বিনা যেমন শরীর রক্ষা হয় না, উপাসনা না করিলে তেমনি আত্মাও বাঁচে না। তাই হে আত্মন্, ঈশ্বরের উপাসনা করি, তিনি সম্মুখে বর্ত্তমান জানিয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করি।

(সঙ্গীত)

[আরাধনা]

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি
শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

তুমি সত্য-স্বরূপ নিত্য-বিদ্যমান। তুমি আছ তাই আমরা বাঁচিয়া আছি, তুমি সকল বস্তুর প্রাণ সর্ব্ব ঘটনায় বিদ্যমান, আমাদের প্রাণের প্রাণ তুমি।

তুমি নিরাকার চৈতন্যময় দেবতা, তোমাকে আমরা কেহ চক্ষে দেখিতে পাই না, কিন্তু তুমি সকলই দেখিতেছ ও জানিতেছ এবং সকল মঙ্গল ঘটনাই ঘটাইতেছ।

অনন্ত তুমি, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না; সামান্য মানবীয় জ্ঞানে তোমাকে ধারণা করা যায় না, ভূমা মহান্ অগম্য অপার তুমি।

তবে দীনাত্মাকে তুমি দেখা দাও। প্রেমময় দেবতা, তুমি নিজ প্রেমগুণে আমাদের সকল অভাব মোচন কর। এই বিশ্ব সংসারের যাবতীয় বস্তু, যত কিছু ঘটনা সকলই তোমার প্রেমের পরিচয় দিতেছে; তাই সকলে তোমারই জয় ঘোষণা করে।

তুমি বই জগতের গতি আর কেহ নাই, তুমিই আমাদের পরম স্বামী, তুমিই আমাদের হৃদয়ের ঈশ্বরী, আমাদের পিতা মাতা, এক অদ্বিতীয় দেবতা তুমি।

পাপীর একমাত্র তুমিই পরিত্রাতা, পুণ্যময় তেজোময় দেবতা, ধর্ম্মরাজ পতিতপাবন অধমতারণ তুমি, পাপীর উদ্ধারের জন্য তুমি কত ঘটনাই সংঘটন কর; তোমার সহবাসেই কেবল পাপ যায়, জীবন পবিত্র হয়; শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক তুমি।

পাপের অবসানই দুঃখ কষ্টের অবসান; তুমি যেমন নিজ পবিত্রতা-বলে পাপীর পাপ হরণ কর, তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণাও নিবারণ কর, তাহাতেই তাহার মন আনন্দ শান্তিতে পূর্ণ হয়; তাই বলি শান্তিময়, সুধাময়, অমৃতময় তুমি।

তুমিই আমাদের গতি মুক্তি ভরসা। অতএব

আমরা তোমারই শরণাপন্ন হই, একান্ত মনে তোমারই উপর নির্ভর করি, ভক্তিভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকেই বারবার প্রণাম করি।

[ধ্যান।]

তুমি অন্তরের অন্তরতম স্থানে প্রকাশিত হও, তোমাকে ক্ষণকাল ধ্যান করি, দর্শন করি, ও তোমার জীবন্ত সহবাস সম্ভোগ করি।

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ধ্যান।)

[সাধারণ প্রার্থনা।]

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও।
অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।
মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।
হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।
দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা

আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। [তোমারই ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ কর। *]

শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

(বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বচন ও নাম পাঠ; সঙ্গীত বা কীর্ত্তন)

[প্রার্থনা।]

হে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা তুমি আমার দুরবস্থা সকলই দেখিতেছ, আমার মনের ও আত্মার যত কিছু অভাব সকলই তুমি জানিতেছ, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তুমি আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের মাতা, তুমি বই আমাদের অভাব সকল কে মোচন করিবে? তাই কাতরপ্রাণে করযোড়ে এই মিনতি করি, তুমি দয়া ক'রে আমার সকল দুঃখ দারিদ্র্য দূর কর, আমার আমিত্ব হরণ কর, ও আমার

---

* প্রার্থনার পূর্ণাঙ্গ সাধনের জন্য "তোমারই ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ কর" এই প্রার্থনাটী নূতন যোগ করা হইয়াছে।

দুর্ম্মতি দুর্ব্বুদ্ধি এবং পাপাশক্তি বিনাশ করিয়া যাহাতে আমার জীবন তোমারই ইচ্ছার অনুরূপ হয় তাহা কর। আমাদিগের সকলকে তোমারই সন্তানের উপযুক্ত কর। এই তব সন্নিধানে আমার বিনীত প্রার্থনা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

(সঙ্গীত)

[প্রণাম।]

উপাসনান্তে, দয়াময়ি জননি! তুমি জীবন্ত জাগ্রতরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের উপাসনা প্রার্থনা শ্রবণ করিলে; তুমি আমাদের ব্যক্ত অব্যক্ত প্রার্থনা পূর্ণ কর। সভক্ত তোমাকে আমরা বারবার প্রণাম করি এবং আমাদের পিতা মাতা, গুরুজন, শিশু সন্তান এবং ইহলোক পরলোকস্থ সকল নরনারী ও শত্রু মিত্রকেও প্রণাম করি। শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

(বন্দনা) *

---

* ২০ পৃষ্ঠা দেখ। "জয় মাতঃ জয় মাতঃ নিখিল জগত প্রসবিনী"—সুরে।

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

গরীবের গান।

———o———

সিন্ধুখাম্বাজ—পোস্তা।

(হরিহে আপনি নাচ—সুর।)

এস মা করি পূজা,
করাও পূজা তুমি আমায়,
কেশব চন্দ্র যেমন করে
পূজিতেন মা গো তোমায়।

স্বয়ং বলাও পূজার মন্ত্র,
গাওয়াও গুণ মাহাত্ম্য,
দেখাও রূপ অনন্ত,
মিলাও ইচ্ছায় ইচ্ছায়।

পূজিতে পূজিতে তোমায়,
তব ভাব নেহারি আমায়,
আমিত্ব করিয়ে ক্ষয়
ব্রহ্মানন্দে কর মা লয়। ১।

মূলতান।—কাওয়ালী।

(এই কি তুমি মম প্রাণাধার—স্থর।)

এই যে আছ তুমি মা আমার,
দেখি দেখি আবার দেখি
প্রাণভরে একটী বার।

এইত তুমি সম্মুখেতে,
এইত তুমি পশ্চাতেতে,
এইত দক্ষিণ বামেতে
কে বলে নাই তুমি আবার ?

বাহিরে আছ মা যেমন,
অন্তরের অন্তরে তেমন,
প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন
হয়ে আছ যে মা আমার।

শুনেছি কেশবের মুখে,
"এইত" বলে যে তোমাকে,
না দিয়ে কি দেখা তাকে
থাকিতে পার মা আর?

তাইত বলি "এইত" তুমি,
তোমায় আমি আমায় তুমি,
কেশব-জীবন হয়ে আমি
হেরি তন্ময় সংসার। ২।

কীর্ত্তন।

(নাম রসে না মজিলে—সুর।)

(আমার) আমিত্ব না ঘুচিলে
ব্রহ্মানন্দে না মজিলে
(আমার) ত্রাণত কিছুতেই হবে না রে।
(আমার "আমি" না মরিলে।)
আমি দেখিলাম চেষ্টা ক'রে
মন যে আমার ফির্‌লো না রে।
আমার কিছুতেই কিছু হলোনারে।
(আমার আমির তরে রে)

(দশ কুশি) বুঝেছি বুঝেছি এবার,
ব্রহ্মকৃপাহি কেবল সার;
তাই যাচি ব্রহ্মকৃপা ধন।
(ব্রহ্মকৃপা বিনা গতি আর নাই রে।)

স্বয়ং যদি কৃপা করি,

লন আমার আমিত্ব হরি,

সঞ্চারি শ্রী কেশব-জীবন।

(তবেই আমি হই সফল জীবন)

(তবেই ত হয় তাঁর ইচ্ছা পূরণ)

(এ জীবনে আমার)

(নতুবা আর অন্য উপায় নাই)

(আমার পরিত্রাণের—কেশব-জীবন বিনা) ৩।

বাউল।

(মন পাখি চল যাই ঘরে—সুর।)

(আম য়) দে মা সেই কেশব-জীবন,

আমার আমিত্ব ক'রে হরণ।

"আমি নাই," "আমি পাপী" সদাই বলে যার মন,

কল্লেন স্বয়ং নববিধান হয়ে সর্ব্বধর্ম্মের সম্মিলন।

যে জীবনের মূলমন্ত্র ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণ,
(ওরে এমন জীবন দেখিনাই রে।)
ও যাঁর সর্ব্বকর্ম্মে আদর্শ সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অর্থ স্বার্থ তুচ্ছ যাঁর উচ্চ আশা ব্রহ্মধন,
(ওযে আরত কিছু চাহে নারে।)
(হয়) যাতে ইহলোকেই পরলোকের ব্রহ্মানন্দ দরশন।

ঈশা মুসা শাক্য মোহম্মদ আদি মহাজন,
(ঐ একাকারে সবার মিলন।)
করেন জীবন্তে যে জীবনের রক্তমাংসে বিচরণ।

যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান মিলাইয়ে যে জীবন,
দেখান হিন্দু বুদ্ধ খৃষ্ট মোহম্মদীয়ানের নিদর্শন।

যে জীবনই বেদ বাইবল কোরাণ পুরাণের মিলন
(দেমা) সেই জীবন পেয়ে (এ) মৃত্যুথেকে অমৃতে
করি গমন। ৪।

বাউল।

(পাঠায়ে নববিধি গুণনিধি—সুরে।)

কেশব-জননী পূজে,
কেশব-সাজে,
কেশব-জীবন
লাভ করিব।—
আমার আমিত্ব যাহা,　ঘুচ্‌বে তাহা
কেশবের আমি হইব।

কেশবের নয়ন মনে,　ধ্যানে জ্ঞানে
নিত্যব্রহ্ম নিরখিব ;—
কেশবের বিবেক কাণে,　নিশি দিনে
ব্রহ্মের বাণী শুনিব।

কেশবের রক্ত মাংসে,　ভক্ত বংশে
রক্ত মাংস মিলাইব ;—

কেশবের পরিবারে, এসংসারে
কেশব-দাস হয়ে রহিব।

কেশবকে আমায় দিয়ে, কেশব পেয়ে
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হব ;—
কেশব-মায় মা ব'লে, কেশব-বলে
ব্রহ্ম-লোকে চলে যাব। ৫।

ঝিঁঝিঁট—পোস্তা।

(হরি কাণ্ডারী যেমন—সুর।)

ধর্‌না মা ধর্‌না মোরে,
দোহাই তোর, দিস্‌নে ছেড়ে,
ছাড়্‌লেই যে যাই গো প'ড়ে,
ডুবে মরি পাপ সাগরে।

যখন তুই রাখিস্ ধ'রে,
পাপ কি আমায় ছুঁতে পারে?
বল্ পেয়ে তোর জোরে
দূর্ বলে তায় দি দূর্ করে।

কেশব তোয় মা যেমন ধরে,
চল্‌তেন জীবনপথে ফিরে,
তেম্‌নি দে তোর হাতটী ধ'রে
বেড়াই আমি ঘুরে ফিরে। ৬।

মল্লার—যৎ।
(দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়—সুরে।)
দে মা কেশব-সঙ্গ মিলায়ে,
ওমা অভয়ে,
নইলে চলে না যে দিন আমার
দেখনা গো চাহিয়ে।

(ওমা) কেশব-সঙ্গ স্বর্গবাসে,
রাখ্‌বি বলে দীন দাসে,
এনেছিস্‌ যে ভব বাসে,
গেছিস্‌ কি তা ভুলিয়ে ;—
(তবে) মা সে দেব সঙ্গ বিনা,
কেমনে বাঁচি বলনা,
দেখনা গো মা দেখনা,
জীবন যে যায় ফুরায়ে।

তাই মা যাচি কাতরে,
কেশব-সঙ্গ দিয়ে মোরে,
তব প্রিয় পুত্র ক'রে
রাখ্‌ মা কৃপা করিয়ে।—
(হই) সে সঙ্গে মূর্ত্তিমান,
জীবন্ত নব বিধান,

লভি মর্ত্তে স্বর্গধাম
আমিত্বহীন হইয়ে। ৭

বাউল।

(মন পাখি চল যাই ঘরে—সুর।)

দে এঘর শূন্য করে, (ওমা)
আমার আমিত্বটাকে মেরে।

শূন্য ঘরে শুনতে পাই
আত্মায় নাকি বাস করে,—
(তবে) কেশব আত্মায় বাস করা মা
আমার দেহ মন্দিরে।

হয়ে সে আত্মার অধিকৃত,
পূজি মাগো তোমারে
(তেমনি মা মা মা বলে।

আমি চলি বলি দেখি শুনি
ব্রহ্মানন্দ-অন্তরে।
(আমি নাচি গাই হাসি খেলি মা।) ৮।

আলেয়া—যৎ।

(হরি প্রেমানন্দে গলে—সুর।)

ব্রহ্মানলে শুদ্ধ করে কর মা খাঁটি সোনা,
(খাঁটি) না হলে আমি যে মা তোর্ হ'তে পারি ন।

খাঁটি ক'রে ভক্ত রঙ্গে, (কেশব)
(আমায়) মিশাও ব্রহ্মানন্দ অঙ্গে,
(এবার) করি ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে
ব্রহ্ম উপাসনা।

(আমার) আমিত্ব ভক্তে বিকায়ে,
(থাকি) ভক্ত-পদ-রেণু হয়ে,

(আমি) ভক্তালোকে সর্ব্বলোকে
বিলাই জ্যোতিঃ কণা। ৯।

(ঐ—সুর।)

আমায় শিশু করে নেমা কোলে
ডাকি মা বলে,
শিশু না হলে কে ডাক্‌তে জানে
মাকে মা বলে ?

ভক্ত মুখে শুনেছি মা,
তুমি ত গো শিশুরই মা,
(তবে) কেমনে মা বল্‌বো তোমায়
শিশু না হলে।

স্বর্গেতে শিশুরই আদর,
(সেথা) যেতে ত পায় না অন্য পর,

(আমায়) শিশু জীবন দেমা স্বর্গ
পাই ইহকালে।

ভক্তগণ তোর্ সবাই শিশু,
(শিশু) ব্রহ্মানন্দ গৌর যিশু,
(যাই) সেই শিশু দলে কৃপাবলে
মিলি মা ব'লে। ১০।

কীৰ্ত্তন।

(চিদানন্দ সিন্ধুনীরে—সুর।)

এস কেশব-জননী,
দেখি এক্‌বার মা তোমারে,
(দেখি দেখি দেখি একবার)
দেখিতেন ব্রহ্মানন্দ নিত্য তোমায়
যেমন ক'রে।

(এই যে মা আছ কাছে বলে)
(যোগানন্দে মগ্ন হয়ে তোমায়)

না দেখিলে তেমন করে,
অন্তর্ বাহির্ চারিধারে,
(তোমায় হয় কি দেখা—
দেখার মত দেখা তোমায় মা—
জীবন্ত জাগ্রতরূপ তোমার)
(আমার) অবিশ্বাস্ যে যায় না দূরে
হয় না দেখা প্রাণ ভ'রে।

(তাই) অবিশ্বাস নাশ করে,
সচ্চিদানন্দরূপ ধ'রে,
(সেরূপ একবার দেখা মা—যাতে
অবিশ্বাস নাশ হয়)

প্রকাশ নিত্য অন্তরে

দেখি যোগানন্দ ভরে।

দেখা দিয়ে কথা কয়ে,

আমিত্ব আমার হরিয়ে,

শ্রীকেশব জীবন দিয়ে

লওমা ইচ্ছাপূর্ণ করে। (তোমার) ১১।

ঝিঁঝিঁট—পোস্তা।

(হরি কাণ্ডারী যেমন—সুরে।)

ডুবা মা রূপসাগরে,

ডুবে যাই একেবারে,

ব্রহ্মানন্দ যেমন করে

ডুবিতেন যোগের ভরে।

সচ্চিদানন্দঘন,
অনন্ত রূপ্ অসীম,
কূল্ কিনারা নাহি কোন,
নির্ব্বাণ ঘন আঁধারে।

অগাধ অতল তলে
ডুবি মা সাঁতার ভুলে,
তলিয়ে যোগ বলে
আমি আমার যাক্ ম'রে।

নাই কিছু নাই আমি,
কেবল দেখি আছ তুমি,
তোমায় আমি আমায় তুমি,
মিশে কেশব-আধারে। (থাকি) ১২।

কীর্ত্তন।

(এই কি করুণা তব—সুরে।)

এই কি গো সেই মা তুমি ?
আছ চোখে চোখে আমার ?
কেশব আমার মা মা বলে
ডাকিতেন যাঁরে অনিবার।
রূপরস গন্ধ নাই,
তথাপি দেখিতে পাই,
যে দিকে আঁখি ফিরাই,
পূর্ণ তোমাতে সংসার।
(এখন) যদি মা এ অন্ধজনে,
দেখা দিলে নিজগুণে,
কর তবে এ জীবনে
ইচ্ছাপূর্ণ মা তোমার।

করি আমিত্ব হরণ
সঞ্চার বিধান জীবন,
ব্রহ্মানন্দে হয়ে মগন,
অনুগমন করি তোমার। ১৩।

রামপ্রসাদী।

মিলে যাই সব মায়ের নামে ; (ভাই)
শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রেমধামে।

মার কোলে সবার মিলন,
আচার্য্য কেশবের সনে,
(হই) ভাই ভাই একঠাঁই তাঁহারই প্রেমবন্ধনে।

ছাড়াছাড়ি নাই রে ভাই
জান না কি এবিধানে,
যাতে সকল ধর্ম্ম সকল মানব একহবে
প্রেম মিলনে।

(তবে) বৃথা গণ্ডগোল কেন
করি ভাই ভাইএর সনে,
(ও ভাই) কেশবের যে আমরা সবাই
থাকবো তাঁরই নিকেতনে।
(এস) আমিত্ব বলিদান দিয়ে
আজ মায়ের শ্রীচরণে,
(ও ভাই) সবে মিলে স্বর্গে যাই
কেশবের স্বর্গারোহণে। ১৪।

বন্দনা।

জয় সচ্চিদানন্দ-রূপিণী
নববিধান প্রবর্ত্তিনী।
তুমি সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপিণী,
প্রেম-অদ্বৈত-পুণ্য-শান্তি-স্বরূপিণী।

কেশব জননী, কৃপা প্রদায়িনী,
জীবন্ত জাগ্রতরূপা
জগজ্জনী।
পূজি তব পদ, একমেবমাতঃ,
হই এক পরিবার যত
ভাই ভগিনী।
যদি নববিধান করিলে মা বিধান,
সবে একধর্ম্ম কর
জয় করি ধরণী।
উপধর্ম্ম নাশি অধর্ম্ম বিনাশি
বিশ্বময় তব জয়
ঘোষ জননী।
ঐ মা স্বর্গেতে যেমন হোক এ মর্ত্তেতে তেমন,
তোমারই ইচ্ছার জয়
জগত্তারিণী।

করি আবিদ্য হরণ, দেমা কেশব-বিধান জীবন,
মা তোর প্রিয় শিশু হয়ে গাই
জয় জননী।
জয় জয় জননী জয় জয় জননী
(জয় জয়) জয় নব বিধান
ব্রহ্মানন্দ জননী। ১৫।

বাউল।

("তোমা বৈ কেউ নাই দয়াল হরি"—সুর)।

তোমায় কি বল্‌বো হরি আর?
দয়াময় দয়া করি, ওহে হরি,
কর যা হয়
ইচ্ছা তোমার।

দুঃখ দাও তাতেও রাজি,
সুখেতে কই অরাজি?

সুখ্ দুঃখ ত ভোজের বাজি
জানি সকলি তোমার।

তুমি হে মঙ্গল নিদান, (আমার হরি, হরি হে।)
(তুমি) যখন যা করহে বিধান,
তাইত মঙ্গল বিধান
করিতে হবে যে স্বীকার।

যদিও শেল্ মেরে
চূর্ণ কর হে মোরে,
তবু দয়াময় ব'লে
ডাক্‌বো তোমায় বারেবার।

মা যদি সন্তানে মারে (হরি হে, ওহে হরি।)
(আর কেবা রাখে হে)
সে সন্তান কি মাকে ছাড়ে?

(তাই) মার খেয়েও ধ'র্‌বো জোরে

ওই অভয় চরণ তোমার ॥ ১৬।

রামপ্রসাদী।

মা আমার এ কি করিলি ? (হায়)

(এ) বিনা মেঘে যে বজ্র হানিলি !

কেনই বা দুঃখিনীর কোলে

দিলি স্বর্গের-শিশু ছেলে ?

(আবার) কেন ভাসাইয়ে নয়ন-জলে,

(কিন্তু) কোল্ থেকে তার কেড়ে নিলি ?

(জোর্ করে মা)

তুই না গো মা মঙ্গল নিধি,

এই কি মা তোর্ মঙ্গল্ বিধি ?

মা তোর্ বিধি অবিধি না বুঝি,

ক্ষমতাটা খুব দেখালি !

(মা গো আমার)

(আজ) বছর কয় ধ'রে যারে
পুষলাম মা কত আদরে,
(ও) কি ভোগা দিয়ে কেমন ক'রে
জন্মের তরে ভুলিয়ে নিলি?
(আমার তারে)

দিছ্‌লি ভেবে কৃপা ক'রে,
কতই নামে ডাক্‌তাম তারে,
আর পাইনে সাড়া ডাক্‌লে পরে,
কোথায় এমন লুকাইলি?
(আমার কৃপায়)

তোর্ সঙ্গে জোরে জারে,
বল্ মা কেবা আঁট্‌তে পারে?
(কিন্তু) সুধাই তোরে কোন্ বিচারে,
দত্ত-অপহারী হ'লি?
(দিয়ে মাগো)

তোর্ ধনকে মোর্ ধন্ ব'লে
ভাবতাম প'ড়ে মোহ-জালে,
(তাই বুঝি) চড়টী মেরে নিয়ে কেড়ে
চটক্ আমার ভেঙ্গে দিলি।
(পরধনে প্রধানী করার) ১৭।

রামপ্রসাদী।

বল্ মা তোর এ ব্যাপারটা কি ?
কেন ক'ল্লি মা দিনে ডাকাতি ?
তুই মা যে ধন দিয়েছিলি,
আবার তায় তোর্ দরকারটা কি ?
তবে দত্ত-অপহারী হয়ে,
নিলি কেন দিয়ে ফাঁকি ?
তোর ধনের আদর যা মা
তা আমরা গো করিনে কি ?

তাই স্বর্গ-ধামে সযতনে
রাখ্‌বি বলে নে গেলি কি ?
অথবা তোর ধন পেয়ে
তোরে মোরা ভুল্‌ছিলাম কি ?
তাই প্রেমের বাঁটোয়ারায় জিন্‌তে
প্রতিপক্ষে সরালি কি ?
হ'রে নিলি ধন্‌ যদি মা,
মন্‌টা বলগো কোথায় রাখি ?
ও মা যেখানে সে ধন্‌ নে গেল
(তবে এখন) মন্‌কে রাখ মা সেথা দেখি। ১৮।

রামপ্রসাদী।

সেধন আমার নিলি কেন ? (মা)
আমায় দিছ্‌লি তো গো তুই সে ধন ?
সত্য বটে পারিনে মা
ক'ত্তে তার তেমন যতন,

সে পেয়েছে যে কত কষ্ট (এ পাপীর ঘরে, মাগো)
ভাব্‌লে ঝরে দুনয়ন।
জানি কি সেধনের আদর
তুই গো মা জানিস্ যেমন ?
তাই কি নিলি কোলে পাল্‌বি ব'লে
আপনার মনের মতন ?
(তবে) রাখ্ তায় তোর শান্তি-কোলে
দিয়ে অনন্ত জীবন,
আমরা পারিনে যে শান্তি দিতে
দে তায় সে সুখ্ শান্তি ধন।
(এখন) যদি নিলি সেধন মাগো
কি নিয়ে বাঁচে জীবন ?
দে ব্রহ্ম-কৃপা, নিয়ে যদি
পারি ভুল্‌তে সে আনন।

বিনা-মূলে নেয় কি কিছু
কভু কোন মহাজন ?
(তবে) আমার অমূল্য ধন্ নিলি যদি
দে তার মূল্য কৃপাধন। ১৮ ॥

পাহাড়ী।—তাল আড়া।

("কি আর জানাব নাথ যাতনা তোমায় হে"—স্থর।)

হৃদয়ের ধন আমার গেলি বাপ্ কোথায় রে ?
তোর্ মা দেখ্ কেঁদে পাগল, না দেখে তোরে যে রে।
গর্ভ থেকে পেটে বুকে, ছিলি যার মা দু'খে সুখে,
পারে কি সে ধ'র্ত্তে বুকে,
হারাইয়ে তোরে রে ?
দুঃখিনীর নয়ন-তারা, হৃদয়-পুতলি পারা,
হাপুতের পুত্ যে বাপ্,
জানিস্ নে কি তুই রে ?

কোলে কোলে বুকে বুকে, রাখ্‌লাম তো'রে কত দুঃখে,
সহসা তুই কার ডাকে,
ভুলিলি মোদের রে ?
কে তুই বল রে কেন এলি, এসে আবার কেন গেলি,
কেন সবারে ভাসালি,
শোক-পাথারেতে রে ?
তুই কি স্বর্গের পরী, এসেছিলি ছল্ করি,
তাই প্রাণ মন হরি,
পলাইয়ে গেলি রে ?
কিম্বা ব্রহ্ম-পুণ্য-কণা প্রেম সরলতা-পূর্ণা
হয়েছিলি অবতীর্ণা,
তরা'তে মোদের রে।
অফুটন্ত গোলাপ যেমন, তোর্ সে শুদ্ধ শিশু-জীবন,
দেখিনে কোথাও তেমন,
রধায় স্বর্গধাম রে।

বুঝি দেব দূত হোয়ে, স্বর্গের আদর্শ লয়ে,
হৃদে সে ছবি আঁকিয়ে
রাখ্‌তে এসেছিলি রে ?
কেন বাছা এলি যদি, রইলিনে রে নিরবধি,
হয়েছি কি অপরাধী
অনাদরী তোরে রে ?
যাবি যদি কেন এলি, এলি যদি কেনই গেলি,
কেন বা মায়া বাড়ালি,
দু'দিনের তরে রে।
(তবে) ভাঙিতে কি মোহমায়া, ধরেছিলি তুই কায়া ?
সংসারের সম্বন্ধ ছায়া,
দেখিয়ে কি গেলি রে ?
(কিন্তু) যে সম্বন্ধ তোর্ সনে, বদ্ধ কি সে কালে স্থানে ?
নিত্য কাল্ সেই নিত্য-ধামে,
যুক্ত যে আমরা রে।

তবে বৃথা কাঁদি কেন ? হরি যে মঙ্গল-নিদান,
ইহ-পরে ক'ত্তে বন্ধন,
হ'রে নেছে তোরে রে।
থাক্ রে তুই থাক্ সুখে, নিত্য সেই হরির বুকে,
কিন্তু দুঃখি দুঃখিনীকে,
ভুলিস্‌নেকো যেন রে।
বলিস রে তোর শ্রীহরিকে,
(আর) বাইরে যদি না পাই তোকে,
একাধারে তোকে তাঁকে,
পাই যেন অন্তরে রে। ১৯ ॥

কীর্ত্তন।

("আর কিছু ধন চাইনে হরি চাইহে তোমা ধনে"—সুর।

আজ মঙ্গলবারে মঙ্গলময়ী এলেন আমার ঘরে,
ওমা এলেন আমার ঘরে প্রাণ্ মন্ হ'রে নেবার তরে।

শেখাইতে প্রেমের সাধন,
(আবার) শেখাতে শোকের দহন,
ঐ মা দিয়ে নিলেন হৃদয়ের-ধন
প্রেমের খাতিরে।
অন্য নয় সে প্রেমের কণা,
(ঐ) স্বর্গ থেকে অবতীর্ণা,
ধরায় স্বর্গের উপমা,
আমাদের তরে।
(হলো) প্রেম সাগরে প্রেমের মিলন ;
(এ) মরণ নয়ত নব জীবন,
প্রেমময়ের প্রেম-প্রদর্শন,
জগত মাঝারে।
প্রেমিক যে সে প্রেম্‌তো তারই,
(বৃথা) আমার আমার কেন করি ?
(তবে) সে প্রেমের যে অধিকারী,
প্রেম করি তাঁরে। ২০।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

(বৃথা) কেন কাঁদ আর ?
হবে, হোক, হ'লো পূর্ণ ইচ্ছা মার আমার।
নিলেন যদি দিছ্‌লেন যিনি,
করবো কি আর তুমি আমি ?
অবশ্য নিয়েছেন তিনি,
হ'তে তাঁর দরকার। (স্বর্গধামে)
আত্ম-পর-জ্ঞান-শূন্যা,
শিশু, সরল, স্বার্থ-হীনা,
স্বর্গের প্রতিমা বিনা
সাজে কি ক্রোড় মার ?
(ও তাই) বেছে বেছে অবনীতে,
ভাল যেটা সব হ'তে,
নে'গেলেন স্বর্গ সাজাতে,
অগেতে সবার।

(আরও) ভাঙ্গিতে মোহ আঁধার,
বুঝাতে কেহ নহে কার,
(এ) শেল-মারি-শিক্ষা যে তাঁর,
নহে অবিচার।—

(তাই) নাশি পাপ অবিশ্বাস,
করিয়ে আমিত্বনাশ,
মার এ জীবন্তে প্রকাশ,
ভেবে দেখ একবার।

(যেমন) ঘরেতে গাভি আনিতে,
পালক লয় শাবক কোলেতে,
তেমনি তাঁয় মন্ ল'য়াতে,
এই কাণ্ড তাঁর।—

বলি তাই ত্যজি ক্রন্দন
কর মার অনুসরণ,
পাবে নিত্য শান্তি-ধন,
ব্রহ্ম-কৃপা সার ॥
(আনন্দ অপার)। ২১।

সুরটমল্লার।—ঝাঁপতাল বা যৎ।

("দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়"—সুর।

মাকে আমার দোষ তোরা দিস্‌নে রে।
মা ভাল বই মন্দ জানেন না
তা কি কেউ জানিস্ নে রে ?

সত্য, পুত্র-শোকের মতন,
নাহিক যাতনা এমন,
অগ্নিগিরির অগ্নি যেমন,
(দহে) অন্তরে বাহিরে রে।

(কিন্তু) আগুনেতে না ফেলিলে,
সোণার খাদ কি যায় জ্ব'লে,
(মা) আমায় গড়েপিটে সুধ্‌বেন বলে,
এ অগ্নি পরীক্ষা রে।

গভীর শোক-শেল মেরে,
চূর্ণ করি একেবারে,
দিলেন ধূলি-সম ক'রে,
আমিত্ব যা ছিল রে।

এখন আমিত্ব-বিহীন হ'য়ে,
পর-কাতর হৃদয়ে,
মায়ের জয় গাহিয়ে,
বেড়াই জীবন-পথে রে॥ ২২।

খাম্বাজ—মধ্যমান।
("ওহে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি"—সুর।)

কেঁদে বল কি ফল হবে আর?
কাঁদিলে ফিরিবে না তো সে ধন আমার আবার।

কৃপাময়ী কৃপা ক'রে, দিছ্‌লেন যদি শিশুটী তাঁর,
আমি নিজ দোষে হারালাম তায়,
দোষ দিব এখন বল কার ?
সুবোধ, শান্ত, মধুর রীতি, শিশুর এত হয় কি আবার ?
ও তার প্রাণ কাঁদিত পরের তরে,
ফির্‌ত কোলে কোলে সবার।
স্বর্গের প্রতিমা এমন, পাপীর ঘরে কি থাকিবার ?
(তাই) পুতুল খেলা খেলিয়ে দুদিন,
(তায়) নিলেন ফিরে মা যে আমার।
শিশু-পালন করি ভারি, (রোগের সেবা করি ভারি)
ছিল যেটুকু অহঙ্কার,
কান্ ম'লে তাই শিক্ষা দিলে
বিদ্যে বুদ্ধি যত আমার।
অনাদরে হারিয়ে মার ধন, শাসন পেলাম আচ্ছা এবার,
(এখন) শান্তিময়ী দেমা শান্তি,
নাশি মোহ পাপের বিকার। ২৩।

ললিত ঝিঁঝিঁট—তাল ঢিমে তেতালা।

(দাস্থরায়ের স্থর।)

কেন বল্ মা দিলি এ শোক যাতনা? (আমায়)
এ ঘোর বেদনা, প্রাণে সহেনা,
এতে অন্তর বাহির জলে,
কিছুতেই যে নেবে না।

মনে হয় বুঝি কাঁদিলে,
নিবিবে জ্বালা সে জলে,
(কিন্তু) জলে সে বাড়বানলে
নেবাতে তো পারে না।—

উঠি বসি খাই শুই,
ভূমে গড়াগড়ি দেই,
কিছুতেই শান্তি নেই,
এ কি পাপ-শাসনা,—

কই ত জানি না, কি অপরাধে মা,
অপরাধেই কি গো ভুগি,
এ বিষম বিড়ম্বনা ?
(ওমা) ভেবে সে তোর দত্ত ধন,
সাধ্য মত করেছি যতন,
অযতন তো কই
কিছু করি না।—
(তবে) অপরাধ কি সে হ'ল,
কেন পাব পাপের ফল ?
পাপ পুণ্যের ফলাফল
এতো কই বুঝি না।—
পড়িয়ে মায়ায়, অনিত্য কায়ায়,
নিত্য ভেবে, বিচ্ছেদে কি,
ভুগি মর্ম্ম বেদনা ?
(কিন্তু) কায়ার তরে মায়া এত
করা উচিত হয় না তো,

আজ নয় দু'দিন প'রেতো
কোন কায়াই রবে না।—
(তবে) এ শোক নয় সে শোক যাতনা,
প্রাণের প্রসব-বেদনা,
প্রসবিতে এ প্রাণ,
অনন্তেতে মা,—
যথায় প্রাণ-সন্তান, মহাপ্রাণে প্রাণ,
(দে মা) সেই প্রাণ-সঙ্গমে প্রাণ মিলায়ে,
(প্রাণে) পাই চির-শান্তনা ॥ ২৪।

রাগিণী বিভাস—একতাল।

("ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ"—সুর।)

(ও মন্) তাই বলিরে ওরে, কাঁদিস্ কার তরে ?
সে তো নয় তোর ওরে,
হ'লে কি পলায় রে ?

দিছলো যে সেই তারে, নিয়ে গেছে ফিরে,
নইলে কি সে পারে,
যেতে এমন ক'রে ?
জান না কি ওরে, লোকে কয় কথায় রে,
পরের সোণা কাণে দিস্‌নে যতন ক'রে,
কোন্ দিন ব'লতে কোন্ দিন
এসে দিন দু'পুরে,
কেড়ে নিয়ে যাবে
ব'লবে কইবে নারে।
(তবে) পরধনে প্রধানী করিবার তরে,
এত আঁকু পাঁকু বৃথা কেন ওরে ?
যার ধন তার ধন নয়,
নেতোয় কি দই মারে ?
(আর) দানের উপর দাবী
ক'ত্তে চেয়ো নারে। ২৫।

রামপ্রসাদী।

আর কোথা পলাবে গো মা ?
তোমায় চোর্ ধরেছি আর ছাড়বো না।
ঘরে ঘরে চুরি কর
কেউ বুঝি তোমায় ধরে না ?
এবার আমার ঘরে (মাগো) চুরি করে,
আর ত পালাতে পা'চ্ছনা।
আত্মসাৎ করেছ আমার
অনেক দুঃখের (সাধের) ধন জাননা ?
এস বামালসুদ্ধ (মাগো) বদ্ধ ক'রে
রাখি হৃদয় জেলে গো মা। ২৬।

বিভাস—একতালা।

(ওহে দীননাথ—সুর।)

হে শ্মশান ভূমি, ধন্য ধন্য তুমি,
সংসার সীমান্তে কর অধিষ্ঠান।

স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, মহা-মহেশ্বর.
শান্তিদাতা-রূপে যথা বর্ত্তমান ॥

ইহ-পরকালে করিয়া মিলিত
তুমি যোগ-তীর্থ ধরায় প্রতিষ্ঠিত,
বিশুদ্ধ করিতে মোহ-মুগ্ধ চিত,
প্রদান করিতে জীবে পরিত্রাণ।

(হায়) মানবের দেহ-লীলা শেষ হ'লে,
আত্মীয় স্বজনেও পরিত্যাগ করিলে,
তুমি পুণ্য-ভূমি লও তারে কোলে,
দেহের যাতনা কর তার নির্ব্বাণ।

এ সংসারে দেখি কতই জাত বিচার,
উচ্চ নীচ ভেদে ভ্রান্ত মন আমার,
(তুমি) ঘুচাও ভ্রম-প্রমাদ সে মোহ-বিকার,
বড় ছোটর গতি করিয়ে সমান।

ধন, মান, জ্ঞান, দেহের অহঙ্কার,
(তুমি) ভস্ম কর সব মানব সবাকার,
দেখাও এ সংসারে কেহ নহে কার,
তব পুণ্যানলে সকলেরই স্থান।

সংসারের অসারতার প্রমাণ,
(সকল) বিবাদ-বিসম্বাদ-শান্তির স্থান,
স্মরিলে তোমারে হে মহা-শ্মশান,
মহা-পাপীর পাপ হয় অবসান।

আত্ম-জনে আজ দিয়ে তব কোলে,
আলিঙ্গন করি এস তোমায় কোলে,
মাখি তব ভস্ম জীবনের ভালে,
তবাদর্শ-দেহে করি অবস্থান। ২৭।

আমি অভাজন, নাই জ্ঞানাঞ্জন,

(ও তাই) চিনেও চিন্‌তে পারি নাই

(সে) কেমন অমূল্য রতন।

(এই) [illegible] হারা ফণীর মতন,

([illegible]) হেথা কেবা [illegible]ব-ভুবন,

পাইনে যে কোথাও তার আর দরশন,—

সে সুন্দর কায়া, অনিত্য ছায়া,

ঐ মৃত্তিকাতে মৃন্ময় যাহা,

মিশে গেছে যে এখন॥

(তবে) খুঁজিলে এখন কায়া তার,

পাবো না তো দেখা আর,

সে নয় কায়া, পবিত্রাত্মার—শিশুরূপ প্রদর্শন।—

(তাই) ছাড়ি কায়ায়, সেই পরমাত্মায়,

(ঐ যে) আত্মাময় সন্তান আমার

হইয়াছে নিমগন।

(এখন) আত্ম-রাজ্যে প্রবেশিলে,
যোগে চক্ষু রঞ্জিলে,
সে শিশু আত্মার হবে দরশন,—
(তবে) ছাড়ি অনিত্য, হইয়ে মুক্ত,
শুদ্ধ-সত্ত্ব-ব্রহ্ম হৃদে
হেরি সে ধন অনুক্ষণ।
(তাই) সে ধনের সন্ধান করিতে,
হবে না আর দূরে যেতে,
(সেই) হৃদয়ের ধন হৃদয়েতে—নিত্য এবে বিদ্যমান,—
জয় কৃপাময় তোমারই কৃপায়,
ও সেই প্রাণের-ধনে প্রাণে পেয়ে
জুড়াই তাপিত জীবন। ২৯।

সুরট মল্লার—তাল যৎ।

(দাশুরায়ের সুর।)

(ওরে) বলিস্‌নে সে সন্তান আমার নাই,
সে আছে—আছে হারায় নাই।
(এই যে) প্রাণ-স্বরূপের ক্রোড়ে তারে
নিত্য প্রাণে দেখ্‌তে পাই।
সত্য বটে দেহ তার, দেখিতে পাইনে আর,
কিন্তু তার সে জীবাত্মার
মৃত্যু ত আর নাই!—
(ও সে) দেহ-গেহ ত্যাগ করি, মৃত্যু-লোক পরিহরি,
এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী
গেছে মাত্র প্রভেদ তাই।
দেহেতে সে ছিল যখন বাহিরে থাকিত তখন,
(কিন্তু) বাহিরের ত নহে সে ধন
বুঝিয়ে দেখ না ভাই,—

(ঐ) প্রাণের-প্রাণ স্বয়ং হরি, প্রাণটী তার হরণ করি,
দুঃখীদের দয়া করি
প্রাণে এনে দিলেন তাই। ৩০।

ললিত—কাওয়ালী।

("মন একবার হরি বল হরি বল"—সুর।)

(মন) বল জয় জয়, বল জয় জয়,
প্রাণ-ভ'রে বল আজি কৃপাময়ী মায়ের জয়।
প্রাণ-ভ'রে বল বল মহা-মহেশ্বরের জয়।
আজ শুভ মঙ্গলবারে,
স্বয়ং আসি পাপীর ঘরে,
(হরি) (আমার) সর্ব্বস্ব অধিকার ক'রে,
স্থাপিলেন নিজ জয়।
আমি ও আমার যাহা,
লইলেন সব তাহা,

নাশিলেন মোহ মায়া,
ক'রে আমায় পরাজয়।
আমিই আমার নই এখন,
আমার আমার করবো কি মন ?
আমিই হ'লাম তাঁর যখন,
তাঁরই জয়ে আমার জয়। ৩১।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন কাঁদরে মন ?

গেছে যে মার ঘরে ফিরে মার বাছাধন ॥
(ও সেই) স্বর্গের অমূল্য রতন,
স্বর্গেতেই করেছে গমন,
(সে যে) স্বর্গের অনন্ত শান্তি
সম্ভোগে এখন।--

তবে বৃথা তার তরে,
কাঁদ কেন মন ওরে ?
কাঁদ বরং নিজের তরে,
পাবে সে জীবন।
তার মরণে নিজে মরি,
এ পাপ-জীবন পরিহরি,
(সেই). দেব-শিশু-জীবন ধরি
কর বিচরণ।—
হও শিশু তার মত,
নির্ম্মল সরল চিত,
নিত্য মাতৃক্রোড়াশ্রিত
প্রেমেতে মগন॥ ৩২।

বাউল।

("মন পাখী চল্ যাই ঘরে"—সুর।)

(আমার) মন-পাখী কিসের তরে,
আর বদ্ধ হয়ে থাক সংসার পিঞ্জরে ?
(ও তোয়) মা-মা বুলি শিখিয়ে,
স্বর্গে উড়িয়া নে যাবার তরে।
(ও তোর বদ্ধ ভাব দেখে ওরে)
মা পাঠিয়েছিল সোণার-পাখী,
তাকি তুই জানিস্ নে রে ?
(ও তোয়) বশ করিতে কত কি ভাব
দেখালে পাখী তোরে,—
(ও তার সরল-শিশু-শুদ্ধ ভাব রে)
(তুই) বুঝ্‌লি শিখ্‌লি না তাই ত সে
চলে গেল মার ঘরে।

হায় রে হতভাগা পাখী
হবে কি তোর গতি রে ?
(এখন সেই) ব্রহ্ম-কৃপাই-সার ক'রে, উড়ে
স্বর্গ-ধামে যা না রে। ৩৩।

রামপ্রসাদী।

আর কি শমন ভয় রেখেছি ? (মন)
. আমার 'আমি'কে যে মাকে দিছি।
'আমি' 'আমার' ছিল যা তা
এক মরণে সব মেরেছি ;
(ঐ) আত্মধন শ্মশানে দিয়ে
শ্মশানকে ঘরে এনেছি।
পরলোকে পাঠিয়ে তারে,
সেথা তো এক ঘর বেঁধেছি ;
এখন ইহ-পরে এক ক'রে,
কোমর বেঁধে বসে আছি।

জীবন মরণ যার খেলা,
তার এবার সন্ধান পেয়েছি ;
সে যা কর্‌বে তাই ভাল বুঝে,
নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছি। ৩৪।

বাউল।

(মাত্‌লে ত একেবারে মেতেযাও—সুর।)

মার্‌লি ত একেবারে আমায় মার,
আর যেন থাকে না 'আমি' 'আমার'।
নিলি ছেলেটা কেড়ে, পাল্লাম কি তোর জোরে,
যা হয় করিস বিচারে,
পারে কে তোর সঙ্গে আর ?—
জানি মা গো জানি তোরে,
তোয় একবার যে ডাকে ঘরে,
দিস্ দফা রফা ক'রে,
নিস্ ত তুই সর্ব্বস্ব তার।

চাইনে মা চাইনে আমি, ক'ত্তে বৃথা কর্ত্তামী,
কই থাটে 'আমি' 'আমি,'
তুই গো যখন মূলা-ধার।—
(তাই) যাচি মাগো করযোড়ে,
নে মা (কর্ত্তামী) নে সব কেড়ে,
পারিনে যার তরে,
হ'তে মা আমি তোমার। ৩৫।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল একতালা।
("ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন আনন্দময়ী—সুর"।)

দে মা শান্তি, দে মা শান্তি, ওমা শান্তি-দায়িনী,
তুই না দিলে শান্তি কোথা শান্তি পাই মা জননি ?
হইয়ে আত্মধনহারা বেড়াই যেন আত্মহারা,
কোথা গো মা দুঃখ-হরা
দীনের দুঃখ-নাশিনী ?

পেলাম যদি কৃপা তোমার, হারালাম তায় কেন আবার ;
ব্রহ্ম-কৃপাই ক'রে যে সার
আছি দিন যামিনী।
সত্য মাগো কৃপার তোমার, করিনে উচিত ব্যবহার,
দণ্ড তাই মা পাই বুঝি তার,
পাপের দণ্ড-দায়িনী ?
দণ্ড দিয়ে শুদ্ধ ক'রে, দে মা স্থান ও শান্তি-ক্রোড়ে,
যাচি মা তোর চরণ ধ'রে,
কৃপা—শান্তি-দায়িনী। ৩৬।

কীর্ত্তন।

(আর কিছুধন চাইনে—সুর।)

আজ মঙ্গলবারে মঙ্গলময়ী এস আমার ঘরে,
আজ এস আমার ঘরে, এস দেখি প্রাণভরে,
(এস এস এস মা)

যেমন আমি আমার ক'রে
বেড়াইতাম মোহের ঘোরে,
তেম্‌নি শোক শেল মেরে
চূর্ণ কল্লে মোরে।
নিলে যদি দিছ্‌লে যারে,
কি বল্‌বো আর মা তোমারে,
যে জন্যে মারিলে মোরে
লও তা পূর্ণ করে।
(তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক মা)
যা করিলে বেশ করিলে,
(আমার) আমিত্ব যদি হরিলে
(এখন) স্থান দাও মা চরণ তলে
থাকি মা গো পড়ে।
(স্থান দাও দাও মা)
(আর কোথায় যাব মা)। ৩৭

বিভাস—একতালা।

(ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ—স্থর।)

তাই ডাকি কাতরে
এস দয়া করে
দেখি মা তোমারে
জুড়াই জীবন।
মাগো তুমি বিনা,
কে আর বলনা,
এ শোক যাতনা
করে নিবারণ।
সুবসন্তময় করিতে সংসার,
এ পাপী অধমে করিতে উদ্ধার,
দিয়াছিলে ওমা যে ধন তোমার,
(তবে) কেন পুনঃ তায় করিলে হরণ। (হঠাৎ)

দেখ তাঁর অভাবে শূন্য এসংসার,
শ্মশান সম গৃহ হলো যে আমার,
ভাঙ্গিল বুঝি মা সুখের পরিবার,
চারিদিক আঁধার দেখি যে এখন।

আসিলাম তাই মা দ্বারেতে তোমার,
হরিলে যদি গো সে নিধি আমার,
দাও কি দেবে মা পরিবর্ত্তে তার
যা লয়ে ভুলিব সে প্রিয় আনন।

দাও ধৈর্য্য শান্তি সে চরিত্র বল,
আমিত্বহীন চির বৈরাগ্য সম্বল,
দাও দাও মা গো চরণ কমল,
ইচ্ছা তোমার কর জীবনে পূরণ।

দাও শান্তি স্বর্গগত সে আত্মায়,
অমর পরিবারে সুখে রাখ তাঁয়,
এদেহান্ত হ'লে যেন পুনরায়
ব্রহ্মানন্দে মোদের হয় মা মিলন। ৩৮।

প্রসাদী।

বল্‌বো বল্‌ কি আর তোরে ? (মা)
তুই করবি কর যা হয় বিচারে।
রাখ্‌তে হয় রাখ না হয়
মারতে হয় মা মার না মোরে।
(জানি) যা করবি তুই তাইত ভাল
ভাবনা তবে কি তার তরে ?
শুনি ভালবাসিস্‌ যারে
বেশীই নাকি মারিস্‌ তারে ?
(ওমা) একেমন তোর মঙ্গল বিচার
বুঝতে যে গো বুদ্ধি হারে।
বুঝি আর না বুঝিমা
থাকি পড়ে চরণ ধ'রে,
আমার মঙ্গলময়ী মা তুই কেমন
দেখ্‌ব এবার আমি তোরে। ৩৯।

বাউল্।

(মন পাখী চল যাই ঘরে—সুর।)

(হরি) দেখতে চাই তুমি কেমন ?
তোমায় না দেখ্‌লে না শুন্‌লে আমার
বাঁচে না যে পাপ জীবন।

শুনি বটে লোকে কয় আছ তুমি হে একজন,—
(ওহে হরি হরি হে)
(কিন্তু) মুখে শুনে আন্দাজে মোর্ বুঝে না
পাটোয়ারী মন।

(লোকে) কত ভাবে কত নামে করে তোমায় সম্বোধন,—
(তোমায় যার যা খুসি সে তাই বলে)
এস দেখি শুনি ধরি তবে বলবো হে তুমি যেমন।

তোমায় পিতা মাতা দয়াময় বলে শুনি কত জন,—
(তুমি যে যা বলে তাতেই রাজি)
(যদি) আমার দুঃখ ঘোচাও তবেই জানবো দয়াময়
কেমন।

(যাহোক) আছ যদি বাইরে থাকলে চল্‌ছে না
পরের মতন,—
(কেন ঘরের হয়ে পর হবে হে)
(আমার তুমি) প্রাণে এসে (কাছে এসে) কথা কয়ে
বল 'আছি' অনুক্ষণ।

যে ডাকে সেই পায় তোমারে বলেন শুনি ভক্তজন,—
তাই ডাক্‌ছি এস দেখি তোমার জীবন্ত রূপ্‌টি কেমন।
(এস এস এস হে) (দেখা দিতেই হবে হে)। ৪০।

ভৈরবী—একতালা।

(কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে—সুর।)

(আমি, ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া
দেখি এ কি পরীক্ষায়,—
'আমি' 'আমি' করে, ভাবি "একজন" যারে,
খুঁজে না পাই তারে যে কোথায়!
আমি কিছুই নই, আমার কিছু নাই,
বুঝি এই বিচারি আমায়,—
চলায় একজন চলি, বলায় একজন বলি,
খাই পরি তাঁহারই প্রভায়।
আমার সংসার, গৃহ পরিবার,
চলে রয় কই আমার ক্ষমতায়,—
আমি ও আমার, সবই দেখি তাঁর,
এ বিশ্ব যাঁহার চলে চালনায়।

(তবে কেন) 'আমি' 'আমার' করি, তাঁরেই আমায় হেরি,
তুমি বলে ডাকি রে তাঁহায়,—
(আমি) 'আমার' আর না রই, তোমার আমি হই,
উঠি বসি চলি ফিরি তোমারই ইচ্ছায়।
তুমি রাখ মার, যা খুসি তা কর,
বল্‌বো কি তোমায় হায় ;—
(যেন) জাগিয়া জাগিয়া, চাহিয়া চাহিয়া,
দেখি কেবল হে তোমায়। ৪১।

জয়জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।
(তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ—সুরে।)
যা হয় কর, যা হয় কর,
কর কর যা হয় কর,
যা খুসি কর তোমার,
বলবো কিহে তোমায় আর।

তুমি হে সচ্চিদানন্দ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর;
(ইচ্ছায়) সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর শুন তুমি হে কথা কার
ভেবে চিন্তে দেখে শুনে বুঝিলাম এই সার;
আমারও উপরে আমার নাহি কোন অধিকার।
তবে 'আমি' 'আমি' করে কিসের করি অহঙ্কার;
যাচিব যে তব কৃপা আছে কই বা সাধ্য তার।
আমি পাপী কীটাণুকীট শক্তিহীন অতি অসার;
রাখ থাকি, মার মরি, কর যা ইচ্ছা তোমার। ৪২

সুরট মল্লার।—যৎ।

(দাসু রায়ের—সুর।)

লও মা লও দেহ মন প্রাণ আমার,
তারা যেন আর, থাকেনা আমার,
(তারা) আমার থাক্‌লেই আমায় নিয়ে
করে সর্ব্বনাশ আমার।

ও তাই ক'রে অধিকার এদেহ, কর তায় তোমার গেহ,
চালাও তুমি অহরহ,
ইন্দ্রিয়গণ আমার—
এ হস্ত পদ, হোক্ সেবায় রত,
তোমায় চক্ষু কর্ণ দেখুক শুনুক,
(তোমার) গুণ গাক্ রসনা আমার।
মনকে করি তব রথ, চালাও তারে অবিরত,
অজ্ঞানে যেন কুপথ,
ভ্রমে না এ মন আমার—.
পড়ি কুচিন্তায় যেন না হারায়
মনের মোহন তোমায়,
(ওহে) থাক নিত্য মনে আমার।
এস এস প্রাণে এস, প্রাণকে কর তব বশ
পেয়ে প্রাণ ও পরশ
সজাগ হোক্ প্রাণ আমার,—
প্রাণকে অনুপ্রাণ, কর প্রাণের প্রাণ,
তোমায় "বাঁচি, থাকি, ভ্রমি"
পেয়ে মৃত প্রাণে প্রাণ আমার। ৪৩।

সিন্ধুখাম্বাজ।—পোস্তা।

(হরি হে আপনি নাচ—সুর।)

হরি হে কর তুমি (এই) আমার "আমি"কে অধিকার,
থাকিনে দেখো আর যেন 'আমি' আমার দখলিকার।
'আমি' হয়ে আমার স্বামী, করি আমায় অধগামী,
(আমায়) পাপে তাপে মোহ মায়ায়,
দগ্ধ করি অনিবার।
(তাই) আমাকে বেদখল করে, তুমি এস আমার ঘরে
(হরি) তুমিই হও 'আমি' আমার
আমি হই একেবারে তোমার।
কর যাহা ইচ্ছা তোমার, লয়ে আমি কে হে আমার
নাচাও নাচি গাওয়াও গাই
হয়ে হাতের পুতুল তোমার। ৪৪।

মল্লার—যৎ।

(দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়।—সুর।)

(আর) ভাবনা কি তোর ওরে মন।
আমার হরি যে করুণাসিন্ধু পতিতপাবন।
হরিপদ বুকে ধরি,
ভাষালাম জীবন তরী,
হরিবিনা অগতির আর গতি কে এমন?
হায়) প্রেমের সাধন তরে (ভাল বাসি বলে তাঁরে)
ত্যজিল সকলে মোরে
জাতি কুল মান সব গেল যে এখন;—
(কিন্তু) শুনি সবে ছাড়ে যারে,
হরি আশ্রয় দেন তাঁরে,
ঐ নামটী তাঁর যে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় অবলম্বন।

(হায়) ভাবি আমাকে পতিত,
পরিত্যক্ত জাতিচ্যুত,
করে না কৃপা কেহত, ঘৃণা করে সর্ব্বজন;—
(যদি) যায় যাক্ জাতি কুল,

ছাড়ে ছাড়ুক মানব-কূল
সেই পতিতপাবন ত আমায়
ছাড়িবেন নারে কখন। ৪৫।

কীর্ত্তন।—খয়রা।

(বড় সাধ মনে—সুর।)

(এই) বাসনা আমার, হয়ে শবাকার
লভি সে মহানির্ব্বাণ;—
(আমায়) "আমি" হীন হয়ে, আমার রব ভুলিয়ে,
থাকুক আমার মন প্রাণ।
(আমার) প্রবৃত্তি নিচয়, রিপু দুরাশয়
করুক মহাপ্রয়াণ;—
(হউক) বিষয় বাসনা, ভাবনা কামনা
একেবারে অন্তঃর্ধ্যান।
(স্ত্রী) পুত্র পরিবার, এ গৃহ সংসার
দেখি সে শ্মশান সমান;—

(অসার) ধরম করম, ভরম সরম
কিছুই না থাক, জ্ঞান।
(আমি) নিষ্ক্রীয় হইয়ে, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে
থাকি যেন অবাক্ প্রাণ;—
(ডুবি অনন্ত আঁধারে, অনন্ত আধারে
হেরি অনন্ত বিমান (অনিমেষে)। ৪৬।

রামপ্রসাদী।

কবে এ খেয়াল কাটিবে। (মা)
খেয়াল ধর্ম্মাধর্ম্ম না রহিবে।
সে ধর্ম্ম খেয়াল বই আর কি
যাতে অধর্ম্ম সম্ভবে?
ঐ সাধন ভজন তাও ত খেয়াল
জীবন যার না সাক্ষ্য দিবে।

অধর্ম্ম ত খেয়াল বটেই
কে না তা স্বীকার করিবে ?
(দেয়) দেখি হাসি কান্না সুখ দুঃখ
খেয়ালের পরিচয় সবে।
বিকারের লক্ষণ খেয়াল
য'দ্দিন না বিকার ঘুচিবে,
তদ্দিন্ বিকারগ্রস্ত 'আমি'র কার্য্য
খেয়াল বই আর কি হইবে ?
(তবে) ঘুচাও আমার 'আমি'র বিকার,
খেয়াল আমার কেটে যাবে ;
তোমার শক্তিবলে সুস্থ হ'লে
যা করবো তাই খাঁটী হবে। ৪৭।

জয়জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।

(ভজরে আনন্দে আজ—সুর।)

(জাগ) জাগ জননী, জীবন্ত রূপিনী
জীবন্তরূপে এ প্রাণ অনুপ্রাণী,—
জীবন্ত প্রভায়, তব প্রেরণায়
জাগুক্ এ মৃত দেহ মন প্রাণী।
জাগিয়া নয়ন, করুক দর্শন,
জাগিয়া শ্রবণ শুনুক বাণী;—
জাগিয়া হস্ত, ধরুক শ্রীপদ
জাগিয়া পদ হোক অনুগামী।
জাগিয়া হৃদয়, লইয়ে তোমায়,
সম্ভোগ করুক সুখে দিবাযামী,—
জাগিয়া রিপুগণ, (করুক) সেবা বন্দন,
আরতি কীর্ত্তন, আত্ম সংযমী।
জাগুক প্রার্থনা, জাগুক উপাসনা,
ধ্যান ধারণা পূজা অমনি।—

জাগুক বিবেক, বৈরাগ্য আবেগ,
নীতি প্রীতি কর্ম্ম ভক্তি তেমনি।
জাগুক সংসার, গৃহ পরিবার
জীব মানব পশু পক্ষী পক্ষিণী ;—
জাগুক দেশ কাল, ভুতল রসাতল
(জাগুক) বন নদী সিন্ধু বিমাণ হিমানী।
জাগুক গ্রহতারা, বিশ্ব প্রকৃতি সারা,
(জাগুক) যে আছে যেথানে শশী দিনমনী,—
জাগিয়া সব সাথে, জীবন্ত প্রেমে মেতে
জীবন্ত যোগে যুক্ত থাকি তুমি আমি। ৪৮।

কীর্ত্তন।

ও তোর দিন ফুরাল পারে যাবি ত হরি হরি বল।
(যেতে) ভবপারে নাম বিনে আর নাহি যে সম্বল।
(দয়াল হরি নাম বিনেরে)

(ওরে) যা করিতে এলে ভবে

(কেবল খেতে পত্তে আসা নয় রে)

(বিষয় বিভব কর্‌তে আসা নয় রে)

কি কল্লে তার দেখ ভেবে,

হায় কি তোর হবে।—

ও তোর দিনে দিনে দিন গেল যে কি হবেরে বল।

ও তোর চিরদিন কি রবে জীবন যৌবন বুদ্ধি বল।

(ও তোর গুণাদিন ফুরাল যে রে)

(আর কদ্দিন ভবে রবে ওরে)

(ওরে) অসার মোহ মায়া বশে,

(কত অধর্ম্ম পাপ করিছ রে)

(কত অন্যায় অপকর্ম্ম কর)

পড়িয়ে সংসার পাশে,

সুখের আশে,—

(হায়) তুই আত্মহারা হয়ে পাপে ডুবিলি কেবল।

(দুর্দ্দশা তোর কি হবে রে)
(ও তোর দশা দেখে দুঃখ হয় রে)

(ওরে) ভাবছ না কি যেতে হবে,
(কবে তারও ঠিক নাই রে)
(আজ নয় দুদিন পরেও তোরে)

শমন এসে ধর্‌বে যবে,
মরিতে হবে,—

(হায়) তবু হলো না চৈতন্য তোর, হবে কি শেষ ফল।
(ও তোর জীবনটা যে বৃথা গেল)
(এমন অমূল্য জীবন যে গেল)

(ওরে) যাদের তরে করছ এত
(মোহে ইষ্টমন্ত্রও ভুলে যাওরে)
(মোহে পাপের ভয়ও ভুলে গেছ)
(যাদের আপন আপন আপন বল)

(তারা) সঙ্গে কেহই যাবেনা ত,

জানিছ তাত,

ও তোর মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি জানিস্‌না কি বল ?

(ঐ কেউ কারুর নয় যেরে)

(ও তোর ধন বল জন বল)

(ভবে একা আসা একা যাওয়া)

(তবু চৈতন্য কি হলো নারে)

(ও ভাই) পাপ মতি ত্যাগ করে,

(ঐ দুর্ম্মতি দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়)

(ও তোর কুটিল বুদ্ধি ছেড়ে দেরে)

(ও তোর বিষয় বুদ্ধি ছেড়ে দেরে)

মোহ অহঙ্কার ছেড়ে,—

বলি কাতরে

(বলি কর যোড়ে)

(পায়ে ধরে বিনয় করে)

একবার ভক্তি করে (দীনভাবে) হরি বলে মোক্ষধামে
চল।

(নইলে উপায় আর নাইরে)
(আর দেরী ক'রো নারে)
(হরি হরি হরি বল রে)
(নেচে নেচে প্রেমে মেতে) ৪৯।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—একতালা।

(তেমনি করে ডাক দেখিরে আমার মন।—সুর)

প্রাণভরে ডাকরে মূঢ় মন আমার ;
যদি পাবি ব্রহ্ম সারাৎসার।
ডাকার গুণে শ্রীচৈতন্য লভিয়া নিত্য চৈতন্য
হইলেন ধন্য ;
ডেকে ধ্রুব প্রহ্লাদ হেরিলেন সেই হরি নিত্য নিরাকার।
ডাকা কেবল মুখের ডাকা নয়,
ভাবে প্রেমে মজে ডাক্‌লে তবেই ডাকা হয়,—

(ওমন) ডাকার মত ডাক পাবে হাতে হাতে ফলরে তার।
(যখন) উপাসনা প্রার্থনা কি কর নাম সংকীর্ত্তন,—
শব্দের অর্থ বুঝে শব্দ কর উচ্চারণ,—
ঐ শব্দই স্বয়ং ব্রহ্ম জেনে বল আর দেখ রূপ তাঁর।
(তবে) সরল প্রাণে শিশুর ভাবে বিশ্বাসী হ'য়ে,
ডাক যখন যে ভাব আসে তাহাই বলিয়ে ;—
তিনি ভাবগ্রাহী ভাব বুঝিলে করবেন পূর্ণকাম
তোমার। ৫০।

কীর্ত্তন।

(ওহে দীনতো গেল সন্ধ্যাহস— সুরে।)

(ওহে) তুমি আছ, তুমি আছ, আছ আছ তুমি।
তুমি আছ, তুমি আছ, তাই ত আছি আমি।
(ওহে তুমি আছ হে)
তুমি আছ নইলে আমি থাকিতে কি পারি,
তুমি আছ তাই ত আমি চলি বলি হেরি।

(ওহে) তুমি আছ গায় দেহে শোণিত প্রবাহ,
তুমি আছ নিশ্বাস যে শ্বাসে অহরহ।
তুমি আছ দেহ মন প্রাণ যে গাইছে।
(ওহে) তুমি আছ সারা বিশ্ব সংসার ঘোষিছে।
তুমি আছ গায় ঐ রবি শশী বিমানে,
(ওহে) তুমি আছ গায় গিরি প্রস্রবণ সনে।
তুমি আছ নদ নদী সাগর প্রবাহে,
(ওহে) তুমি আছ পবন যে দ্বারে দ্বারে গাহে।
তুমি আছ পুষ্পরাজি প্রকাশে কাননে,
(ওহে) তুমি আছ গায় শুনি পশু পক্ষী গণে।
তুমি আছ হেরি শিশুর কোমল নয়নে,
(ওহে) তুমি আছ হেরি নারীর মধুর আননে।
তুমি আছ সুখে দুঃখে জীবন মরণে,
(ওহে) তুমি আছ নিত্য আছ এক্ষণে এখানে।
(ওহে) তুমি আছ তাই ত বলি আছ ওহে তুমি,
(ওহে) তুমি আছ আছ তুমি তুমিই আমার আমি। ৫১।

বিভাস।—একতালা।

(সংসার মন্দিরে।—স্বর।)

আজি শুভদিনে ধরি ওচরণে

মাগি এই ভিক্ষা মা শুভদয়িনী।

বাঁধি তব প্রেমে এই সন্ততি সন্তানে

কর আশীর্ব্বাদ করুণারূপিণী।

এত দিন তারা জীবনের পথে,

একা একা ফিরিছিল ভিন্নমতে,

(তাদের) জানিয়া দুর্ব্বল, সংসার প্রবল,

(ও তাই) বাঁধিলে এক প্রাণে দু'জনে জননী।

তোমারই ইচ্ছায় উদ্বাহ বন্ধনে,

যদি মা বাঁধিলে এদুটী সন্তানে,

কর ইচ্ছা পূর্ণ তাদের জীবনে,

কাছে কাছে থাকি দিবস যামিনী। ৫২।

ললিত।—ঝাঁপতাল।

(কি ভয় ভাবনা রে মন।—স্বর।)

(একবার) ভেবে দেখরে মূঢ় মন,
যে জন্যে পেলে জীবন,
কি কল্লে তার এতদিন,
ক্রমে হলো যে আয়ুক্ষীণ।

হয়ে মোহে অচেতন,
দেখিছ কত স্বপন,
জাননাকি এ জীবন,
রবেনারে চিরদিন।

(তাই) ছাড়ি মোহ মায়া ভ্রম,
অসার আমিত্ব জ্ঞান,
কর তাঁর অনুসরণ
যিনি জীবনের জীবন।

দেখি তাঁরে বিদ্যমান
কর রে জীবন অর্পণ,
(তিনি) করি তাঁর ইচ্ছা পূরণ,
করিবেন ধন্য জীবন। ৫৩।

ভৈরবী।—একতালা।
(চিনিনা জানিনা বুঝিনা তাহারে।—স্বর।)

(আমি) বুঝিনা সুঝিনা জানিনা কি করি
কোন্ পথে কোথা যাই।
পড়ি অজ্ঞান আঁধারে, আঁকু পাঁকু ক'রে,
ভয় পাছে প্রাণ হারাই।
আমি এতদিন ধরে যা কল্লাম তা করে
পেলাম কই তা যা চাই।—
(পাপে ডুবিলাম ভাবি তাই)
(হায়) শুনি তুমি আছ, কাছেতে নিয়ত
তবু তোমায় দেখি নাই।

(তুমি) কত আদেশ কর, হায় আমি বধীর,
শুনেও শুনিতে নাহি পাই।—
(ওহে) তোমার ইঙ্গিত, কিছুই বুঝি না ত,
বুঝিলেও চলি শক্তি নাই।
(আমি) অন্ধ বধির, খঞ্জ স্থবীর
(তবে) চুপ্ করে থাকি তাই।—
(যদি) তুমি চলাও চলি, বলাও বলি
রাখ থাকি নেযাও যাই।
(নাচাও নাচি গাওয়াও গাই)
(তুমি) স্বয়ং হাতে ধরি, যা করাবে করি
(যেন নিজে) কিছু না কত্তে যাই।—
কর লইয়ে আমায় যাহা ইচ্ছা হয়,
(কেবল) দেখি অবাক্ হয়ে তাই।
(নইলে উপায় আমার আর তো নাই)
(নইলে উপায় ত নাই) ৫৪।

রামপ্রসাদী।

(আর) পোষায় না মা জ্ঞানবিচারে।
(ওমা) তোমার নিরূপণ কি কেহ তর্ক করে কত্তে পারে ?

বিশ্ব আছে অতএব তার
শ্রষ্টা একজন থাক্‌তে পারে,—
এই আন্দাজে পণ্ডিত হোক তুষ্ট
মূর্খ তা ত বুঝ্‌তে নারে।

আমার ত উঠে না মন মা
"অতএব" সিদ্ধান্ত করে,—
(আমি) তোর মুর্খ ছেলে মা মা বলে
ডেকে দেখ্‌তে চাই মা তোরে।

আছ যথন কেন না মা
দেখ বো তোমায় প্রাণটা ভ'রে,—

সব তর্ক যুক্তি থুয়ে মা
"এই আছ" বলে ধরি জোরে। ৫৫।

বেহাগ।—আড়া।

(কোথায় রহিলে নাথ একাকী ফেলে আমারে।—সুর।

মা গো আমায় মার মার,
না মারিলে তুমি যেমা মরে না "আমি" আমার।
আমি এই আমারই তরে
মরতেছি জ্বলে পুড়ে,
তাই যাচি মেরে তারে
কর মা আমায় নিস্তার।
মার আমার রিপুগণ,
কুপ্রবৃত্তি কুচিন্তন,
কুদর্শন কুশ্রবন
মোহ বিকার,—

সংসার আসক্তি আদি
পাপ আমিত্বের ব্যাধি,
যা কিছু তব বিরোধী
মার গো মার এবার।
মারি "আমি" "আমার" সব,
কর গো মা আমায় শব,
হোক্ শ্মশান সম সব,
দেখি যা চারিধার,—
তুমি মাগো এ শ্মশানে,
নৃত্য কর শবাসনে,
শব পাউক শিবত্ব প্রাণে,
অপার কৃপায় তোমার। ৫৬।

———

ভৈরবী—ঠুংরী।

(কিছু বুঝিতে না চাই।—সুর।)

(আর) (নিজে) কিছু করিতে না চাই,
আমি করি যা তাই ত করে ফেলি ছাই।
অজ্ঞান ঘন আঁধারে,
পাপ আমিত্বের বিকারে,
যা করিতে যাই তা ক'রে
কেবল প্রাণ হারাই।
হায় কিছু করিবার,
আছে কি সাধ্য আমার,
সাধ্য কেবল মরিবার,
আছে দেখি তাই।
ঠকে এবার বেশ শিখেছি,
বিদ্যে যা তা টের পেয়েছি,

তাইত মা তোমায় ধরেছি,
(দেখো) যেন আর ঠকি নাই।
বড়াই আর কিছু না করি,
থাকি বসে চুপ্‌টি করি,
(তুমি) যা করাবে তাই করি,
(ও ঠাকুর) তোমারই দোহাই। ৫৭।

সুরট মল্লার।—যৎ।

(দাশুরায়ের।—সুর।)

(আমি) কি আর প্রার্থনা করিহে তোমায়,
কর দয়াময় যা ভাল হয়,
আমি যাচিব যে তব কৃপা আছে সে সাধ্য কোথায়।

(হায়) আমিত্ব বুদ্ধির বশে, পড়িয়ে মোহের পাশে,
মহাপাপে করেছে আমায় মৃত প্রায়,—

(আমার) (এখন) উপায় কিছুই নাই, ডাকি তোমায় তাই
তুমি নাকি দয়াময় নিরুপায়ের উপায়।

দয়া যে তোমার অনন্ত, ত্যজেনা পাতকীকেত,
(তুমি) অনন্ত গুণ ভাল বাস আমার চেয়েও যে আমায়—
তবে আমার উপায় করিবে নিশ্চয়,
(এ) মহাপাপীর দুঃখ তোমার দয়াময় প্রাণে কি সয়?

তবে কি বলিব আর, রাখ কি হে বলিবার,
নিজেই খোঁজ পাপী বলে যে আমায়,—
তব ইচ্ছার জয়, কর দয়াময়,
(দেখো) তব জয় হেরি জীবনে এ প্রাণ যেন অস্ত হয়।

৫৮।

বাউল।

(মন পাখী চল যাই ঘরে।—সুর।)

(ঠাকুর) (হরি) নাম নেছ যে দয়াময়,
(তবে) কেন দয়া না করবে আমায়?

(ওহে) দয়া করাই স্বভাব যাঁর, তাঁরই ত নাম দয়াময় ?
(আমায়) কত্তেই হবে দয়া নইলে নামে যে কলঙ্ক হয়।
(নইলে ছাড়ে বল কে তোমায়)
দয়াময়ের দয়ার কাছে দুঃখীর কি আর দুঃখ রয় ?
(ঐযে) দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে দয়াই নিজে খোঁজে তায়,
(আমি) মহাপাপী হইনা কেন তোমার বই ত কারো নয়
(ঠাকুর) অনন্ত যে দয়া তোমার পাপ কি আমার তত হয় ?
(তবে) আমার কেন না হয় গতি থাক্‌তে তুমি দয়াময়,
তুমি দয়াগুণে নিজে এসে উদ্ধার কর আমায়।
(উদ্ধার কর-করহে) ৫৯।

রামপ্রসাদী।

কেন আঁকু পাঁকু করি ? (মন)।
আঁকু পাঁকুতে কি কত্তে পারি ?

এ বিশ্বের মালিক যিনি নাম যে তাঁর দয়াময় হরি,
তিনি যা করেন তাই প্রেমের খেলা বুঝেও কেন বুঝ্‌তে
নারি।

চলে বিশ্ব কি কৌশলে, বিশ্ব যাঁর ভাবনা ত তাঁরই,
আমি জাহাজের খবর কি বুঝি হয়ে আদার ব্যাপারী।

আলো আঁধার ঝড় বৃষ্টি স্রষ্টারই সব কারীকুরী,
(তবে) এ ভাল ও মন্দ বলে কেন বৃথা ভেবে মরি?

ভেবে চিন্তে কি ফল আমার সাধ্য কই যে কিছু করি?
আমি কীটাণুকীট লম্ফদিয়ে সিন্ধু কি পার হতে পারি?

শ্রষ্টা যখন মঙ্গলময় ভার দিই না হাতে তাঁরই,
জেনে ভাল বই মন্দ কর্‌বেন না মজা দেখি চুপ্‌টি করি।
(বসে) ৬০।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

(দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন।—সুর।)

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্ বল বল মন আমার,
ব্রহ্ম কৃপা বিনা ভরসা কিছুই নাহি যে আর!

ব্রহ্ম কৃপা বিনা ওরে, হয় কি বৃথা চেষ্টা ক'রে,
ব্রহ্মকৃপা করেন যারে,
হয় গতি কেবলই তার।

ব্রহ্মকৃপা জাননা কি, আপনি তরান পাতকী,
ব্রহ্মকৃপা না কল্লে কি
হয় রে পাপীর উদ্ধার?

(তবে) ব্রহ্মকৃপা সার করে, থাকনা নিশ্চিন্ত ওরে
ব্রহ্মকৃপাই স্বয়ং তোরে,
দেবেন যা কিছু দেবার।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ হয়েছে যার সম্বল,
ব্রহ্মকৃপা দেন কেবল
সুখ শান্তি তায় অপার। ৬১।

কীর্ত্তন।

(আর কিছু ধন চাইনে হরি চাইহে তোমাধনে—সুর।)

আমি তাই ত আছি পড়ে,
ঠাকুর ওইচরণ ধরে,
তুমি নিজগুণে দয়া করে তরাবে আমারে।
(ওহে দয়াময় হরি হে)

আমি পুরাতন পাতকী,
দুর্ব্বল নাহি শকতি,
আমি দেখিলাম অনেক করে উঠ্‌তে মরি পড়ে।
(আমি আপন জোরে উঠ্‌তে নারি হে)
(দেখ দেখ দেখ হে)

তুমি ত হে দুর্ব্বলের বল,
দয়াময় পাপীর সম্বল,
(তবে) তোমার দয়াবিনে পাপী বাঁচে কেমন করে?
(আর পাপীর কেবা আছে হে)

(আর আমার কেই যে নাই হে)

আমি লই আপনার ভার,

নাহি ত সে শক্তি আমার,

(আমায়) কর তুমি উদ্ধার নইলে ছাড়ব্‌না তোমারে।

(নইলে যাই বুঝি বা মরে)

(আমায় উদ্ধার কর কর হে)। ৬২।

ভঁয়রো।—একতালা।

(প্রভাত আরতি করিছে প্রকৃতি।—স্বর।)

দয়াময় হরি দয়াময় হরি

(ওমন) প্রাণভরে একবার বল না।

(মোহ) নিদ্রাপরিহরি মনস্থির করি

(সেই) সচ্চিদানন্দ হরি দেখনা।

বিশ্বে বিশ্বরূপ, দেখি অপরূপ

(আজ) কর তাঁর চরণ বন্দনা।

হৃদয় মন্দিরে, নিরখি তাঁহারে,
আত্ম-বলিদান কর না।
তাঁরই ইচ্ছার জয়, এজীবনে হয়,
এই বর তাঁয় মাগনা।
যেমন নিশাকালে, রাখিলেন কোলে,
(তেমনি) করুন দিবায় (পরি) চালনা। ৬৩।

বিভাস।—একতাল।।
(ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ।—সুর।)

অয়ি স্রোতস্বতি, হয়ে বেগবতী,
ধাইছ সদাই বল কার পানে ?
মিলি বায়ু সাথে, কার প্রেমে মেতে,
নাচিছ এতই আনন্দিত মনে ?
কে তোমারে এমন প্রেম শেখাইল,
যে প্রেমেতে তুমি হইয়ে পাগল,

তুষিছ একূল ওকূল দুকূল,
অবিরত প্রেম আলিঙ্গন দানে।

কার প্রেমে তুমি হইলে সলিল,
দগ্ধ-প্রাণ জনে করিতে শীতল,
বহি আনি পণ্য হতে নানা স্থল,
অকাতরে বিতরিছ নানা জনে।

তরণী পোতাদি কত শত শত,
আলোড়িছে বক্ষ দেখি অবিরত,
ক্ষমা সহিষ্ণুতা কোথা পেলে এত,
এমন নির্ব্বিকার ত কোথাই দেখিনে।

কে করিল তোমায় জীবন্ত জীবন,
সদাই দেখি ব্যস্ত নাহিক বিরাম,
নাচিছ কি প্রাণে পেয়ে প্রাণারাম;
আবর্ত্তে ঘুরিয়া নিত্য আপন মনে?

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

(“ভজরে ভজ তাঁরে” ।—সুর।)

বৃথা দিন গেল,
যা করিতে এলাম ভবে তার কি হ’লো।
পেলাম অমূল্য জীবন, বল বুদ্ধি যৌবন,
সকলই কি অকারণ
আমার হইল।
না হোলো ধর্ম্ম অর্জ্জন, না হলো অর্থ চিন্তন ;
না হ’লো জ্ঞান উপার্জ্জন,
কিই বা হ’লো।—
মোহের আবর্ত্তে প’ড়ে, মরিতেছি ঘুরে ঘুরে,
মায়া সংসার-সাগরে
না পাই কূল।
কত দিন আর এমন ক’রে, ফিরিব মায়ার ফেরে,
ভুলে সেই প্রাণের ঈশ্বরে
থাকিব বল ?—

তাঁহার প্রেমের লাগি, হব কোথা অনুরাগী,
তা না হয়ে পাপের ভাগী
হলাম কেবল।
(শেষে কি আমার ভাগ্যে এই ঘটিল?) ৭৪।

রাগিণী সুরট্ মল্লার।—তাল একতালা।
("কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার"।—সুর।)

কবে পাব সেই হৃদয় রতন।
দুঃখ দূর হইবে, সব সাধ মিটিবে,
বিরহ যাতনা হইবে মোচন।

কবে আমি তাঁর শ্রীমুখ হেরিব,
(সেই অপরূপ রূপ মাধুরী)
তাঁরই কথা শুনে শ্রবণ যুড়াব,
কবে তাঁর কাজে সদা মগ্ন হব,
তাঁরই চিন্তায় রত রবে মম মন।

(আহা) উদ্বাহ বন্ধনে কবে বদ্ধ হয়ে,
কৃতার্থ হইব জীবন সঁপিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় করিয়ে,
প্রেমানন্দে সদা হইব মগন।

কবে সখা ভাবে তাঁহারে হেরিব,
সখী হয়ে তাঁর চরণ সেবিব,
কবে আমি তাঁর ছায়া সম হব,
তাঁরই সাথে সাথে রব অনুক্ষণ।

কবে যাবে আমার জাতি কুল মান
(আমার নাথের প্রেমে মজে গিয়ে)
কবে দূর হবে বিষয় বুদ্ধি জ্ঞান,
সুখ দুঃখ মম হইবে সমান,
পেয়ে সেই নাথের অমূল্য চরণ।

কবে গিয়ে আমি নববৃন্দাবনে,
(আমার ভাগ্যে সেদিন হবে কি হে)
বিহার করিব প্রাণনাথ সনে,
কবে চিদানন্দের যমুনা পুলিনে,
প্রেম রসরঙ্গে হব সচেতন।

কবে তাঁরে লয়ে হাসিব খেলিব,
(দিবানিশি অবিচ্ছেদে)
প্রেম-সিন্ধুনীরে সাঁতার কাটিব,
পাপ সংসার ভয় সব পাশরিব,
সশরীরে স্বর্গে করিব গমন। ৭৫।

রামপ্রসাদী।

আর কি মা পার লুকাতে ?
আমি পেরেছি তোমায় চিনিতে।

প্রকৃতির আড়ালে মাগো
পার কি ও মুখ ঢাকিতে ?
ওযে প্রেমময়ীর প্রেমজ্যোতিঃ
প্রকাশে আপনাহতে।

লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবেসে
ভোলাও আমায় দিনে রেতে,
আর তো খাটবেনা মা লুকোচুরি
হবে এবার দেখা দিতে।

ছেলের সঙ্গে চতুরালী
আছে কি মায়ের খেলাতে ?

(একবার) কাছে আয় স্তন্য পান করি
বসে মা তোর ঐ কোলেতে।
(একবার আয় আয় গো ওমা,—ও তোর পায়ে পড়ি)
৭৬।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়া।
("দিবা অবসান হ'ল, কি কর বসিয়া মন"।—সুর।)

অনিত্য বিষয়ামোদে কেন হওরে মগন?
জাননা কি এসংসারে নাহি কোথাও শান্তিধন।
সংসারের ধন মান, দারাসুত পরিজন,
করে মরিচীকা সম,
প্রবঞ্চিত অনুক্ষণ।
তবে কেন এতদিন, হয়ে মায়ার অধীন,
সুখ লোভে হয়ে মগ্ন,
করিছ পাপ উপার্জ্জন।

যথার্থ চাওরে যদি, সুখশান্তি নিরবধি,
কর ছাড়ি মন্দমতি
হরিপদাশ্রয় গ্রহণ।
বহে পদ হতে তাঁর, শান্তিগঙ্গা অনিবার,
কর সুখে বারম্বার
তাহাতে অবগাহন। ৭৭।

রাগিণী খট-ভৈরবী।—তাল পোস্তা।
("থাকবো না আর এ পাপ রাজ্যে" ।—সুর।)

মোহ শিকল কেটে দেমা উড়ে যাই ঐ চিদাকাশে;
কতদিন আর বদ্ধ রব সংসার পিঞ্জর পাশে।
ব্যাকুল হয়েছে মন যেতে এবার নিজদেশে,
নির্ম্মম নিশ্চিন্ত কর যাই সেথা স্বাধীন বেসে।
(ওমা) যোগ ভক্তির পাখা দুটী নেড়ে নেড়ে অনায়াসে,
আনন্দ হিল্লোলে চলে যাই স্বর্গের সুবাতাসে।

শুনেছি সোণার পাখী আছেন অনেক স্বর্গবাসে,
গাই গিয়ে তোমার নাম তাঁহাদের দলে মিশে।
কখনও বা তোমার পদ-কল্পতরুর ডালে ব'সে
চতুর্বর্গ অমৃত-ফল খেয়ে মাতি ভাবাবেশে। ৭৮।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

("বিমল রজত ভাতি"।—সুর।)

বিচিত্র তোমার লীলা লীলারসময় তুমি ;
এ বিশ্ব সংসার প্রভু তোমারই হে রঙ্গভূমি।
কোথা কি ভাবে কেমনে
লীলা কর এ ভুবনে,
আপনি আপন মনে,
পারি কি বুঝিতে আমি।
কারেও সুখ শান্তি দাও,
কারেও বা দুঃখে কাঁদাও,

শোক-সাগরে ভাসাও,
নির্লিপ্ত কিন্তু আপনি।—

মার ক্রোড়ে পুত্র দিয়ে
লইছ আবার কাড়িয়ে,
কারেও বা মেরে বাঁচায়ে,
দেখাও কত লীলা তুমি।

ভাঙ্গগড় ইচ্ছা যেমন,
ইঙ্গিতে চালাও এ ভুবন,
কে বুঝিতে পারে কারণ,
জান কেবল অন্তর্য্যামী।—

বুঝিলাম এই সার,
তুমিই সর্ব্ব মূলাধার,
বৃথা স্বাধীনতা আমার,
বৃথা আমার "আমি" "আমি"।

আমিত্ব নাশিবার তরে
স্থখ দুঃখ দাও আমারে,
উভয়েই প্রচার করে,
তুমি অদ্বিতীয় স্বামী।—
আমিত্ব-হীন হয়ে তবে
নিশ্চিন্তে স্থখ-দুঃখেতে
পড়ে থাকি ও শ্রীপদে,
যা'ইচ্ছা হয় কর তুমি। ৭৯।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালি।
("কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি"।—মধুকাণের স্থর।)

তুমি নাকি কাঙ্গালের ধন।
ডাকি তাই তোমায় কাতরে
আমি দীনহীন কাঙ্গাল অধম।
শুনেছি ভক্তের মুখে, যখন যে তোমাকে ডাকে,
তখনই দেখা দেও তাকে,
শুনাও তাকে মধুর বচন।

আমিওত তোমার ছেলে, কাঁদি কত পিতা ব'লে,
তবে পাপী কাঙ্গাল ব'লে,
হয়না বুঝি দয়া তেমন।
(কিন্তু) যদি কর বিচার, অধিকার তো অধিক আমার,
তোমাধন কাঙ্গাল বিনা কার ?
কাঙ্গালের ধন নামটী যথন।
যদিই না চাও সে বিচারে, যাচি নয় হে পায়ে ধরে,
এস নিজেই দয়া করে,
দেখে শুনে জুড়াই জীবন। ৮০।

রাগিণী মল্লার।—তাল কাওয়ালি।

("দুঃখেতে পাই যদি"।—সুর)।

(ওমা) বল কি উপায় আমার আছে আর ?
সঁপিলাম জীবন ওপদে যা ইচ্ছা কর তোমার।
মাগো নিজ হাতে ভার লয়ে,
দেখিলাম ত বেয়ে চেয়ে,

কিছুতেই কিছু যে দেখ হলো না গো মা আমার।
(হায়) এত ঠকেও শিখিলাম না,
একি বিষম বিড়ম্বনা,
ধিক আমার আমিত্ব বুদ্ধি কি অসার।—
চাহিনে এ ছার বুদ্ধিতে,
চাহিনে অসার আমিত্বে,
(আমার আমিত্বে তোমার করি কর মা দীনে নিস্তার।
৮১।

রাগিণী কালাংড়া।—তাল একতালা।
("মায়ের ছেলে বল্‌ব তোমায়"।—সুর।)
কিবা হেরি মরি মরি এ শান্তি নিকেতনে!
(এ শান্তি নিকেতনে)
পৃথিবী মিশেছে দেখি আকাশের সনে,
সংসার মিশেছে যেন স্বর্গধাম সনে।

সংসারের সুখদ দ্রব্য, স্বর্গের বিষয়-বৈভব,
একত্রে মিশেছে সব—অপূর্ব্ব মিলনে।
(এ শান্তি নিকেতনে)
বসি সাধন-বৃক্ষমূলে, মহর্ষির পদতলে,
পাপী পেলে হৃদ্‌কমলে হৃদয়-রতনে।
(অবাধ্য সন্তান ফিরিল পিতার সদনে)
(এ শান্তি নিকেতনে)
যদি অসম্ভব সম্ভব, করিলে জীবন-বল্লভ,
রাখ নাথ ও পদে তব—এ দীন অধমে ;—
ছেড়োনা ছেড়োনা বেঁধে রাখ ও চরণে।
(চির শান্তি নিকেতনে) ৮২।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

("অপরূপ সৎস্বরূপ"।—সুর।)

জয় জয় মহাদেব সত্য-শিব-সুন্দর,
জ্ঞান-অনন্ত-অদ্বৈত-পরাৎপর।

শুদ্ধ-অপাপ বিদ্ধ তুমি হে পরমেশ্বর,
আনন্দ-অমৃত তুমি তুমি শান্তির আকর।

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞান-দাতা,
তুমি বন্ধু ভগ্নী ভ্রাতা, স্বামী সুত পরিবার ;
অন্ন জল বস্ত্র তুমি, তুমি হে আবাসভূমি,
প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামী, তুমি করুণাসাগর।

তুমি ধন, তুমি মান, তুমিই আমার পরিত্রাণ,
আশ্রয় অবলম্বন, তুমি প্রভু নিরাধার ;

তুমি বেদ, তুমি বিধি, তুমি সাধন সিদ্ধি,
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার।

তুমি যোগ, প্রেমভক্তি, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপ্রীতি,
বিবেক-বৈরাগ্যনীতি, ভবার্ণবের কর্ণধার ;

তুমি তেজ, তুমি জ্যোতি, তুমিই ত মা আদ্যাশক্তি,
তুমি স্বর্গ, গতি, মুক্তি, তুমিই সর্ব্ব মূলাধার।

তুমি আদি তুমি অন্ত, জাগ্রত তুমি জীবন্ত,
জ্বলন্ত অতি প্রশান্ত, তুমি হে সারাৎসার;
তুমি ইহ পরকাল, তুমি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল,
তুমি জীবন, তুমি কাল, তুমি হে তুমি আমার। ৮৩।

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ।—তাল পোস্তা।

("হরি রে আপনি নাচ"।—সুর।)

কে কোথায় আছিস্‌রে ভাই
আয়রে আমার মায়ের কোলে;
মায়ের ছেলে সবে মিলে ডাকি একবার মা মা ব'লে।
কিবা দয়া মায়ের আমার,
তুলনা দেখিনে যে তার,
পাপীরে আদরে ডাকেন 'আয় আয় সন্তান' ব'লে।
মার মধুর বাণী শুনে,
বলরে আর কোন প্রাণে—
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই রব মোহ-মায়ায় ভুলে।
মা এবার করেছে বিধান,
একাগেলে নাই পরিত্রাণ,

প্রেমে মিলে মা বলিলে নেবেন তিনি কোলে তুলে।
পাসরি তাই ভেদ-জ্ঞান,
অসার আত্ম-অভিমান,
(এস) প্রেমে গ'লে একহ'য়ে মা ব'লে যাই স্বর্গে চ'লে।
(মা, মা, মা, ব'লে) ৮৪।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

(এস ভাই সবে মিলে হৃদয় খুলে প্রেম করি।—স্বর।

এস ভাই সবে মিলে মা ব'লে মার কাছে যাই;
মা মা ব'লে প্রেমে গ'লে সকলে মার পায় লুটাই।
মা আমাদের অদ্বিতীয়, আমরা মায়েরই সবাই;
এক মায়ের ছেলে হ'য়ে সকলে ভেদাভেদ কেন ভাই।
এক পিতা, এক পুত্র, এক পথ ভিন্ন নাই,
ঐ একই ধর্ম্ম, একই কর্ম্ম, একেরই সব মর্ম্ম গাই।
ব্রহ্মধর্ম্মে সবার মিলন এই নববিধান রে ভাই।
সেই ধর্ম্মবলে, সকল ছেলে, মায়ের কোলে মিলে যাই।
(এস এস এস ত্বরে ভাই) ৮৫।

নগর সংকীর্ত্তন।

("যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে"। —সুর।)

এবার পাপী তাপী তরাইতে ঐ স্বয়ং হরি এসেছেন রে,
(পাপী তোর আর ভয় নাইরে—পাপী তাপী
তরাইতে এসেছেন রে)

ও যাঁর নাম শুনে শমন পলায়, এসেছেন রে।
ও যাঁর নামে মহাপাপী তরে এসেছেন রে।
(জগাই মাধাইয়ের মতরে—সল রত্নাকরের
মতরে।

ও যাঁর নাম গানে গৌর পাগল এসেছেন রে।
(শিব শুক নারদ আদিরে—ঈশা মুসা
মহম্মদরে—জনক-নানক ঋষিগণেরে
ধ্রুব প্রহ্লাদ কবির সবে রে)

ও যাঁর কৃপাগুণে মরা বাঁচে, এসেছেন রে।
আমরাও সব বেঁচে যাব রে—আর
আমাদের ভয় কিবা রে)

(এবার) প্রেমেতে পাগল হয়ে,

(কলির দুর্দ্দশা দেখে রে)

নূতন-বিধান লয়ে,

(ভক্তবৃন্দ সঙ্গে ল'য়ে—স্বর্গ রাজ্য সঙ্গে ল'য়ে)

উদ্ধারিতে জীবগণে, এসেছেন রে। (হরি)

এবার দীন দুঃখী তরাইতে এসেছেন রে।

(যাদের আর কেউ নাই রে—সেই

হরি বিনে)

এবার দুঃখী ধনী সবার তরে এসেছেন রে।

(কেউ বাকী থাক্‌বে নারে—ব্রহ্ম কৃপা গুণে)

হরি প্রেম-ঘন রূপ ধরি এসেছেন রে।

(এমন রূপ আর দেখি নারে—এ রূপ)

(যে দেখেছে সেই ম'জেছে। এরূপ দেখ্‌লে

প্রাণ মোহিত হয় রে। আহা মরি মরি

কিবা রূপ।—দেখি দেখি আবার দেখিরে)

দেখ্‌বি কে ভাই চলে আয়
লুটাই সবে তাঁর পায়—
(ও যিনি) চিদানন্দে ডুবাইতে এসেছেন রে।
(এই আমার হরি দেখরে) ৮৬।

রাগিণী আলাইয়া।—তাল খ্যাম্‌টা।
(গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়।—সুর।)

হরি নাম বিনা জীবের আর গতি নাই,
হরি হরি দিবা নিশি বল সবে ভাই।
হরি নামে সুধা কত, ঝরিতেছে অবিরত,
যা'তে মাতালেন জগত চৈতন্য গোঁসাই।
মধুর হরি নাম গানে, প্রেমোদয় হয় পাষাণ মনে,
তরে গেল যাঁর গুণে, জগাই আর মাধাই।
(তরে যাব যাঁর গুণে আমরা সবাই)
হরি নাম যে বা বলে, সে যে রে যায় স্বর্গে চ'লে,
(তবে) হরি হরি হরি ব'লে এস নাচি গাই। ৮৭।

পিলু।—খ্যামটা।

কবে প্রেমে পাগল হব রে,
প্রেম স্থরাপানে মেতে,
ক্ষেপে যাব রে।
ভুল্‌বো না আর কারো প্রেমে,
বিষয় স্থখের প্রলোভনে,—
প্রেমময়ের প্রেম-সাধনে
ম'জে যাবো রে। (একবারে)
প্রেমেতে পাগল না হ'লে,
তাতে কি আর মজা মিলে,
ডুবিলে ও প্রেম সলিলে
স্বর্গ পাবোরে। (হাতে হাতে)
নাথের সাথে সাথেই রব,
হেসে খেলে বেড়াইব,
প্রাণনাথে প্রাণ সঁপিব,
প্রাণ জুড়াব রে। ৮৮।

রাগিণী ভৈরব।—তাল ঠুংরি।

("জয় ভবকারণ জগতজীবন"।—সুর।)

জয় দয়াময় হরি, জয় দয়াময় হরি,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
প্রভাতে প্রভাতে, গাইছে প্রকৃতি,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
আকাশে ভূতলে, শুনি সর্ব্বস্থলে,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
গায় রবি শশী, অবিরাম দিবা নিশি,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
গায় গ্রহ তারাগণে, সমতানে বিমানে,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
গায় প্রাতঃ সমীরণ, মোহিয়ে ভুবন,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
গায় হিমগিরি, উর্দ্ধশির করি,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

গায়, শুনি প্রস্রবণ, প্রেমে মাতি অণুক্ষণ,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

গায় অনিবার নদ নদী সাগর,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

গায় তরুরাজি, ফল ফুলে সাজি,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

গায় পাখীগণে, বন উপবনে,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

গায় জীব জন্তু সবে, নানা স্থানে নানা ভাবে,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

মানব দেহ মাঝে, শ্বাস্ শোণিৎ গাইছে,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

তুমি সারাৎসার, অসীম তুমি অপার,
জয় জয় জয় তোমারি হে।

জ্ঞান প্রেমাধার, পুণ্যের আগার,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
এক অদ্বিতীয়, শান্তির আলয়,
জয় জয় জয় তোমারি হে।
হউক তোমার জয়, জয় জয় দয়াময়,
জয় জয় জয় তোমারি হে। ৮৯।

রামপ্রসাদী।

আরও কি ধুলি খেলাবি? (মন)
ও মার সত্যের ঘর ছেড়ে কি এখনও খেলারঘর বাঁধিবি?
খেলার বর বৌ সেজে কদ্দিন আর আমোদ করিবি?
ও মন কদ্দিন ভাঙ্গাভাঁড় টাটিতে খেলা ঘর আর
সাজাইবি?
বুড়ো ছেলে হয়েও কি মন এখনও পুতুল খেলাবি?
(আমার) চিন্ময়ী মাকে না চিনে কি যা'কে তা'কে মা
বলিবি? ৯০।

রামপ্রসাদী।

আর কি আমার আমি আছি? (মন)

ঐ যাঁর আমি তাঁরই হয়েছি?

যাঁর খাই যাঁর পরি যাঁর গুণে বেঁচে আছি?

আমি তাঁর না হয়ে 'আমার আমি' কেন বল হ'তে
গেছি।

'আমার আমার' বলি যা তা তাঁরই তো সব দেখিতেছি

তবে 'আমি' 'আমার' ক'রে কেন নেমক্ হারাম্ হইতেছি

(কেন) পরধনে প্রধানী ক'রে বড়াই করি মিছামিছি,

আর খাট্‌চেনা সে জারি জুরী হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেদিছি।
(এবার) ৯১।

বিভাস।—কাওয়ালী।

(মধুকাণের সুর।)

কাঙ্গাল বিনে কে পায় তোমায়
ওহে হরি কাঙ্গালের ধন?

আমি চাই তাই কাঙ্গাল হ'তে কর আমায় দীন-অকিঞ্চন

তোমারি ত খাই পরি,
তোমার গুণেই জীবন ধরি,
তবু হ'য়ে অহঙ্কারী,
মনে করি আমি একজন।
ঘুচাও আমার মোহ বিকার,
চূর্ণকর এ অহঙ্কার,
কেড়ে লও যা আছে আমার,
কাঙ্গাল ক'রে জন্মের মতন।
চাহি না হে এ ধনজন,
সুখ-সম্পদ কি পরিজন,
ধরমেও নাহি আকিঞ্চন,
আকিঞ্চন কেবল তোমাধন। ৯২।

রাগিণী পিলু।—তাল খ্যামটা।

এবার আমি মায়ের হব,—
মাগো আমি তোমার হব ;
মায়ের ছেলে মাকে ছেড়ে,
বল কতদিন আর রব।
মাকে ছেড়ে কত জ্বালা,
ভুগেছি গো দুটী বেলা,
আর কি মন ধুলা খেলা,
মাকে ছেড়ে খেল্‌তে যাব।
মায়ের অবাধ্য হ'য়ে,
কুসঙ্গী সঙ্গে মিশিয়ে,
দুষ্টুমী ক'রে বেড়িয়ে,
প্রাণটা কেন হারাইব ?
হয়ে শান্ত শিষ্ট ছেলে,
থাক্‌বো মার কোলে কোলে,

ডাক্‌বো মা মা বলে,
ক্ষুধা পেলে স্তন্য পিব।
ছেলের তো মায়েরই ভার,
তবে মন ভাবনা কি আর,
আমি মার মা আমার,
আর কারে ডরাইব। ৯৩।

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ।—তাল পোস্তা।
("হরিহে আপনি নাচ"।—সুর)।

নাথ হে এই যে তুমি আছ আমার সম্মুখেতে্।
সচ্চিদানন্দ রূপে বিরাজ চারিদিকেতে।
অন্তরে বাহিরে তুমি,
ওহে জগতের স্বামী,
দেখি দেখি আবার দেখি
প্রাণ্‌ভরে দুনয়েতে। ৯৪।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ।—তাল-খ্যামটা।

আহা কি হেরি নয়নে,

হিমাদ্রি-শিখরে।

মহাদেব বিরাজিছেন প্রকৃতির সনে।

মরি মরি মরি কিবা,

অপরূপ রূপ শোভা,

দেব নর মনোলোভা,

হরে প্রাণ মনে।

কভু দেব গিরিশিরে,

তুষার আসনোপরে,

পুণ্য রবি রূপ ধরে,

চমকেন কিরণে।

দেখি কখন আবার,

পক্ষী সনে অনিবার,

নিজ নাম করেন প্রচার,

বন উপবনে।

আপন প্রেমে আপনি মেতে,

কভু নির্ঝরিণী সাথে,

নাচেন গান আনন্দেতে,

মোহিয়ে ভুবনে। ৯৫।

ভজন।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে

(বল) জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

জয় সত্যজ্ঞানানন্ত

প্রেম অদ্বিতীয়,

পুণ্য শান্তিময় ঈশ্বরে। ৯৬।

রাগিণী দেশ খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

("এই নিবেদন তব চরণে" ;—স্থর)।

(ওমা) এই আশীর্ব্বাদ কর সন্তানে
ধরি ও চরণে—
শান্তিহারা না হই যেন পরীক্ষা প্রলোভনে।
পরীক্ষার তীক্ষ্ণ বাণ, করে প্রাণ খান্ খান্,
কিন্তু সে তোমারই ত করুণার শিক্ষাদান ;
(যেন) সে পরীক্ষানলে জলে শুদ্ধ হইয়া জীবনে।
সম্মুখে যখন, আসে প্রলোভন,
স্মরি যেন তখন, তোমারই চরণে,—
শ্রীঈষা যেমন, দূরীলেন শয়তান,
বুদ্ধ তপোধন মার্‌কে মারিলেন,
(দেখো যেন) তব বলে তাঁদের মত জয়ী হই
প্রলোভনে। ৯৭।

কীৰ্ত্তন।

("চিদাকাশে হল পূর্ণ"।—সুর।)

প্রেমানন্দে গাও জয় ভিক্টোরিয়ার জয় রে।
ভারত সন্তান সবে হয়ে এক হৃদয় রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার জয়, ভারতেশ্বরীর জয়,
জয় মায়ের জয়)
দিয়ে সিংহাসন যাঁরে স্বয়ং ভগবান রে ;
ভারতে কল্যাণ শান্তি করিলেন বিধান রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার জয়............)
বহু বর্ষাবধি আজি মাতার সমান রে।
ভারত সাম্রাজ্য যিনি করিছেন পালন রে॥
(জয় ভিক্টোরিয়ার জয়............)
তাঁহার দয়ার কথা বলিব কি আর রে।
পাইলাম জ্ঞান ধর্ম্ম প্রসাদে যাঁহার রে॥
(জয় ভিক্টোরিয়ার..............)

বিচার বাণিজ্য, শিল্প, ডাক, রেল আদি রে।
বলিতে লিখিতে স্বাধীনতা সুখ নিধি রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............)
হিন্দু মুসলমান সবে নিজ নিজ ধর্ম্ম রে।
অবাধে পালন করে নাহি বাধা বিঘ্ন রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............)
পুণ্যবতী সাধ্বীদেবী আমাদের জননী রে;
সীতাসমা পূজনীয়া প্রজানুরঞ্জিনী রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............)
দয়াগুণে দীনজনে ক্ষুধিতে ব্যাধিতে রে।
রাণী হয়ে করেন সেবা যিনি নিজ হাতে রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............)
এমন মায়ের গুণে কেনা মুগ্ধ হয় রে।
সহজে যে প্রেমভক্তি তাঁর পানে ধায় রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............)

ভিক্টোরি উৎসব দিনে আমরা সবাই রে।
ভক্তি উপহার তাঁরে দিব এস ভাই রে।
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............)
আশীষ করুন তারে, বিভু দয়াময় রে।
ভিক্ষা এই করি যেন হয় তাঁর জয় রে ॥
(জয় ভিক্টোরিয়ার...............) ৯৮।

রামপ্রসাদী।

কবে আমার সে দিন হবে। (মা)
মন হইয়ে বিশ্বাসী ভক্ত ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাবে।
পাপ তাপ মোহ মায়া কিছুই আর নাহি রবে ;
আমায় দেখিলে লোকের মনে ব্রহ্মভক্তি উদয় হবে।
কামনা ভাবনা চিন্তা একবারে চলে যাবে ;
মন গৃহস্থ বৈরাগী হয়ে সংসারে স্বর্গ পাইবে।

তোমার পায়ে জীবন সঁপে মন আমার নিশ্চিন্ত হবে ;
তুমি যা কর তাই ভাল বলে নেচে গেয়ে বেড়াইবে।
তোমার হাতের পুতুল হয়ে প্রাণটী আমার পড়ে রবে
তুমি যখন যেমন করে নাচাও তেমনি করে নাচিবে।
রোগ শোক দুঃখ কষ্টে মন অবিচলিত রবে ;
অনশনে থেকেও মাগো তোমারই দয়া ঘোষিবে।
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়েও হাস্য মুখে দিন কাটিবে ;
(ওমা) লাখ টাকার ধন চরণ পেয়ে আর কি বল
দুঃখ রবে

আত্ম-সুখ অভিলাষ মন একবারে ভুলে যাবে ;
ওতোর ছেলে মেয়েদেরই সেবে পরম সুখে সুখী হবে
অপমান নির্য্যাতনে কিছুই নাহি ডরাইবে ;
ওমা মাটীর মানুষ হয়ে মন তোমার তরে সকল সবে
দিবা নিশি প্রাণ মন তোমারই চরণ পূজিবে ;
আমার পাঁচে ছয়ে মিলে কেবল তোমারই চর্য্যা করিবে

অন্তরে বাহিরে নয়ন তোমারই ওমুখ হেরিবে;
মা তোর সুধামাখা আদেশবাণী শুনে শ্রবণ শীতল হবে।
সরল শিশুর মত রসনা মা মা বলিবে ;
মা তোর চরণ দুটী বুকে ধরে জীবন সার্থক হবে।
ও তোর সাধু ভক্ত সন্তানেরা চরিত্রে বিরাজ করিবে ;
মাগো তুমি তাঁরা আমি তিনে একাকারে মিশে যাবে।
যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান লাভে জীবন মুক্ত হবে ;
মন প্রাতঃসমীরণের মত চিদাকাশে বেড়াইবে। ৯৯।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল রূপক।

("সাজহে রণ সাজে" ।—সুর)।

আজি নববর্ষ দিনে, এস ভাই বন্ধুগণে,
মিলে প্রাণে প্রাণে
পূজি মায়ের চরণ।

নব প্রেম ভক্তি ফুলে, নব প্রীতি গঙ্গাজলে,

দিয়ে সেই চরণ তলে,

সার্থক করি জীবন।

নিত্য নব রূপ-ধারিণী, আমাদের মা জননী,

কিবা নব[illegible] আজি

আলো করেন ত্রিভুবন।

যে নবরূপ প্রভাবে, প্রকৃতি আজ নব ভাবে,

নব মহা[illegible]সবে,

প্রেমানন্দেতে মগন।

(আহা) আকাশে আজ নবরবি, পৃথিবীর কি নবছবি,

বহে চারিদিকে কিবা

নব শান্তি-সমীরণ।

পুরাতন বর্ষ সনে, ত্যজি সবে পুরাতনে,

নবোৎসাহে নব প্রেমে

করে মার [illegible] গান।

আমরাও এস ভাই সবে, ত্যজি পুরাতন ভাবে,

নব পূজা ধ্যান যোগে,

হইব আজি মগন।

নববিধান ঈশ্বরী, নিজগুণে কৃপা করি,

কৃতার্থ করুণ সবে

(আজি) দিয়ে নূতন জীবন। ১০০।

মল্লার।—যৎ।

("দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়"।—সুর।)

(আমি) কি আর জানাব তব চরণে ?

(ওমা) অবাক হয়েছি তোমার করুণা দরশনে।

আমি অধম পাতকী,

নাহি বিশ্বাস ভকতি,

তাই কি মা আমার প্রতি,

এত দয়া নিজ গুণে ?

রোগ শোক দুঃখ কত, বিপদের উপর বিপদ,
করে যেন শেল বিদ্ধ
অবিশ্বাস প্রাণে ;—
কিন্তু প্রেমের কৌশলে,
ফেলে পরীক্ষার অনলে
লইতেছ নিজেই আবার উদ্ধারিয়ে দীন জনে ॥ ১০১ ।

জয় জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।
("চল সেই অমৃত ধামে"।—সুর।)

প্রীতি কৃতজ্ঞ অন্তরে, এসেছি তোমার দ্বারে,
প্রেমঘন মূরতি প্রকাশ মা একবার।
রোগ শোকের ভিতরে, দেখাদাও যে রূপ ধ'রে,
সেইরূপে আজি এস প্রেমময়ী মা আমার।
(আহা) একি লীলা মা তোমার, বুঝে অর্থ সাধ্য কার,
দিয়ে রোগ নীরোগ কর আপনি তারে আবার ;—

ঔষধ হও আপনি, চিকিৎসক নিজেই তুমি,
দেখে তোমার রোগীর সেবা, বহে যে মা অশ্রুধার।
(ওমা) তোমার এই দীন দাসীরে,
রোগ শোক দিয়ে তারে,
বাঁচালে আবার করি কত করুণা অপার।—
নমি তাই মা পদতলে, ভাই ভগ্নী সবে মিলে,
'তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্' এই যাচি বারম্বার॥ ১০২।

রামপ্রসাদী।—তাল একতালা।

কবে আমি পাগল হব। (মা)
(ওমা) বিষয় বুদ্ধি ভুলে গিয়ে, জন্মের মত বয়ে যাব।
(এই) গৃহ সংসার ছেড়ে দিয়ে রাজপথেতেই বাস করিব,
মা তোর আস্তাকুঁড়ে পড়ে থেকে সাধুজনের এঁঠো খাব।
ঐ ছেলেরা হাততালী দিলে একবারে মেতে যাব,
(আবার) হরি হরি হরি বলে তাদের পিছু পিছু
ধাবো। ১০৩।

বাউল।

("এমনি করে মজাও চিরকাল"।—সুর।)

ঠাকুর তোমায় বলিহারি যাই।
তুমি ভদ্রলোক্‌কে পাগল বনাও
করে তোল যাচ্ছেতাই।

ভেবেছিল সকলে এবার,
তোমার জারিজুরি এসংসারে খাটবেনাহে আর ;—
ওহে কোত্থেকে এক বিধান এনে
আচ্ছা জব্দ কল্লে তাই।

শুনেছিলাম পুরাকালেতে,
যত জেলে মালা মূর্খ নিয়ে নাচিয়ে বেড়াতে,
এখন সভ্য জ্ঞানী সব নাচালে,
জেতের বিচার রাখ্‌লে [illegible] ॥ ১০৪।

বাউল।

(মাত্‌লে ত একেবারে মেতে যাও।—সুর।)

(প্রেম) সুরাপান কর্‌বি কেরে চলে আয়।
সুরাপানে মত্ত হলে, ভবের জ্বালা ঘুচে যায়।

এসুরার গুণ যে কত মুখে বলা দায়,
কেবল খেলেই জানা যায় ;
(ও) তার বিন্দুমাত্র মুখে দিলে,—
মন একেবারে মেতে যায়।

সুরাপানে মেতেছিল গৌর নিতাই,
তাদের চেনেরে সবাই,
(ওরে) এমন মাতাল দেখি নাই রে,—
তাদের হাওয়াতে লোক মেতে যায়।

সুরাপানে মত্ত হয়ে ঈশা মহাবীর,
হলেন প্রেমেতে অধীর ;

ওসে অনায়াসে প্রাণটা দিলে—
ঐ মজে প্রেম শুঁড়ির মায়ায়।

প্রেম সুরাপান করিয়ে যোগী ঋষিগণ,
হলেন যোগেতে মগন;
ঐ দেখ শিব জন নারদাদি,—
কেমন ব্রহ্মানন্দে নাচে গায়।

(এবার) সুরার জাহাজ লয়ে কেশব বিধান এনেছে,
সুরা অমনি বিলাচ্ছে,
ও তার গন্ধমাত্র শুঁকেরে ভাই—
দেখ্ কেমন মেতে যাওয়া যায়।
(এই দেখ ভাই)। ১০৫।

বাউল।

("হরি নামের তরি এসেছে ধরায়" ।—সুর।)

হরি নামের মহোৎসব আজ হতেছে।
সাধু ভক্তজন লয়ে হরি—
ব্রহ্মানন্দে মেতেছে।

যোগী ঋষি তপোধন, শিব শুক আর জন,
একত্তরে জুটেছে আজ যত দেবগণ ;
ঐ দেখ্ ঈষা কেশব শ্রীচৈতন্য—
প্রেম সুরাপানে মজেছে।

হরি আপনি রাঁধে, হরি আপনি বাড়ে,
(আবার) আপনি বসিয়ে দেখ খাওয়ায় সবারে,—
ওরে এমন দয়াল দেখি নাই রে,—
(স্বয়ং) যেচে প্রেম বিলাচ্ছে।

(আমরা) কাঙ্গাল কটা ভাই, (চল) চল শীঘ্র ধাই,
হরি হরি হরি বলে সবার পাত কুড়াই ;
(ঐ দেখ) এঁটো খেয়ে জগাই মাধাই,—
(তারা) হায়রে কেমন মেতে গিয়েছে।

এবার কাঙ্গালী বিদাই, হবে ওরে ভাই,
(ঐ স্বয়ং) হরি আয় আয় বলে ডাক্‌ছেন তাদের তাই, —
তবে চল্ ভাইরে ছুটে চল,—
(ও যে) অমূল্য ধন বিলাচ্ছে।
(আর দেরি করিস্ নারে)। ১০৬।

রাগিণী আলেয়া।—তাল যৎ।

(এমন করে কতদিন আর।—সুর।

আমি কেমন করে মাকে ছেড়ে থাকিব বল ;
(ঐ) মা বিনে আর কেবা আমার আছে সম্বল।

আমি মায়ের ছোট ছেলে,
আমি থাকি ভাল মাকে পেলে;
(আমার) মাকে না দেখিলে প্রাণ হয় আকুল।
মাকে ছেড়ে যখন থাকি,
(আমি) চারিদিক আঁধার দেখি;
দুঃখে তাপে হৃদয় মগ্ন হয় কেবল।
মায়ের মতন স্নেহ করে,
(এমন) কেহ নাই আর এসংসারে;
মায়ই আমার একমাত্র জীবন সম্বল।
তাইতো মা এত করে
(আমি) কাতর প্রাণে ডাকি তোরে,
(একবার) দেখা দিয়ে জীবন আমার
কর সফল ॥ ১০৭।

রাগিণী মল্লার।—তাল যৎ।

(দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়।—স্থর।)

কি আর যাচিব তোমার চরণে। (জননী গো)
তুমি দিতেছ মা কত সুখ, দুঃখীরে নিজগুণে।
জ্ঞান পুণ্য শান্তি দিয়ে, আনন্দেতে মাতাইয়ে,
বাঁধিতেছ প্রেমডোরে কিনিয়ে দয়াঋণে।—
তবে আর কি চাহিব,
(কেবল) তোমার জয় ঘোষিব,
ব্রহ্মানন্দে সঙ্গে মেলি মাতি প্রেমসুধাপানে।

১০৮

রাগিণী ঝিঁঝিঁট।—তাল একতালা।

(সে দিন কেমন ভাব দেখি মন।—স্থর।)

এই বেলা মন থাকৃতে জীবন,
হরির স্মরণ লওনারে।
ও তোর তিনি বিনা এ জগতে,
কেবা আছে রে॥

বদ্ধ হয়ে মায়া জালে, কেন তাঁরে আছ ভুলে,
জানত সেই মরণ কালে,
মুখে আগুণ দিবেরে।

তাই বলি ওরে মন, অসার এই ধনজন,
অনিত্য জীবন যৌবন,
কিছুই কিছু নহে রে।

অতএব জানি সার ভজ ব্রহ্ম অনিবার
জীবন সঁপে পদে তাঁর
নিশ্চিন্ত থাকনারে। ১০৯।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

(দয়াময় হরি দয়াময় হরি জপরে।—সুর।)

হরি হরি হরি, হরি হরি হরি, দিবানিশি মন জপরে।
প্রাণ ভরিয়ে নাম জপিলে পাপ তাপ রবেনারে॥

ছাড়ি সংসারের অসার কল্পনা,
সুধামাখা হরি নাম জপনা,
(ঐ) অনন্ত সুখের আধার সে নাম
তা কি মন জাননারে।
কলিকালে নাম বিনে গতি আর,
কিছু নাই যেতে ভব পারাবার,
অতএব সব জানিয়ে অসার,
নামই সার করনারে।
ব্যাকুল হইয়ে ডাক হরি বলে,
দেখিবে তাঁহারে হৃদয়-কমলে,
(ঐ) নাম্ রসে মেতে স্বরগ ধামেতে,
স্বশরীরে চলে যাও নারে। ১১০।

কীর্ত্তন।

(আমায় মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী। —স্থর।)

আনন্দেতে হরি বলে চল প্রেমধামে যাই
হরি প্রেমে মত্ত হয়ে হাঁসি কাঁদি নাচি গাই।
হরিনাম গান করিলে, সকল দুঃখ যায় চলে,
(এস) সেই হরিনাম গান করিয়ে ব্রহ্মানন্দে মেতে যাই।
হরিনামে কত সুধা পানে যায় তৃষা ক্ষুধা,
নাম সুধা পান করিয়ে ভবের ক্ষুধা ভুলে যাই।
নাম্ সুধার গুণ যে কত, ভাব্‌লে হয় বুদ্ধি হত,
যা পানে ক্ষেপে গেছে গৌর নিতাই দুটী ভাই।
হরি নাম মুখে বলে, পাপী যায় স্বর্গে চলে
তার সাক্ষী জগাই মাধাই আছেরে জানে সবাই।
তবে আর ভাবনা কেন কি হবেরে বুদ্ধি জ্ঞান,
সরল প্রাণে নাম গানে চল সবে স্বর্গে যাই।
শ্রীকেশব-দাস বলে, আমরা কভাই মিলে,
(আয়রে) হরিনামে মেতে জগজ্জনে সব মাতাই। ১১১

বিভাস।—একতালা।

(ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ।—সুর।)

ওহে দীননাথ, অনাথের নাথ,
তোমাবিনা আর কেহ নাই আমার।
(তাই) ডাকি হে তোমায় বলে দয়াময়,
দিয়ে পদাশ্রয় করহে নিস্তার।
আমি দীনহীন পাপেতে মলিন,
মোহে অন্ধ হয়ে আছি চিরদিন ;
তুমি দীনবন্ধু ওহে কৃপাসিন্ধু,
দিয়ে কৃপাবিন্দু করহে উদ্ধার।
(আমার) নাহি পিতামাতা, নাহি বন্ধু ভ্রাতা,
নাহি কেহ আর গুরু জ্ঞানদাতা ;
তুমি মাত্র আছ ওহে মুক্তিদাতা,
(তাই) লয়েছি শরণ চরণে তোমার।

আমি দেখিলাম অনেক ভ্রমিয়া সংসার,
আপনার বলিতে কেহ নাই আমার;
যারে আপন বলি সেই হয় পর,
প্রাণাধার তুমি কেবল আপনার।
তবে বল নাথ আমি কেমন করে,
থাকিব সংসারে ছাড়িয়ে তোমারে;
কাতর প্রাণে তাই ডাকি বারে বারে,
দীনে দেখা দিয়ে বাঁচাও হে এবার। ১১২।

সিন্ধুখাম্বাজ।—পোস্তা।

(হরিহে আপনি নাচ আপনি গাও।—সুর।)

হরি, এই আছ তুমি চারিদিকে বর্ত্তমান;
সকলেই করিছে ভবে
তোমারই পরিচয় দান।

অন্তরে বাহিরে তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামী,
দেখে যার চক্ষু আছে
ঘটে ঘটে বিদ্যমান।
পড়ে মোহ অন্ধকারে, (আমি) দেখিতে পাইনে তোমারে,
দয়াময় দয়া করে
কর আমায় চক্ষুদান।
তোমার গুণে চক্ষু পেয়ে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে,
চারিদিকে দেখে তোমায়
যাই চলে স্বর্গধাম। ১১৩।

কীর্ত্তন।

(কত ভালবাস গো মা। —সুর।)

এস এস এস গো মা হৃদিবিনোদিনী।
পূজিব চরণ মাগো পতিতোদ্ধারিণী গোমা।
(একবার আয় [illegible] ওমা)

(আয় গো আয় গো আয় গো ওমা

আয় গো ওমা।)

(হেসে হেসে নেচে নেচে

একবার আয় গো ওমা।)

(দেখি তোরে প্রাণভরে একবার—রাখি তোরে বুকে করে একবার—তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে একবার—যেরূপে প্রাণ মোহিত করে একবার—দেখে নয়ন সফল করি একবার—স্বর্গ মর্ত্ত্য আলো করে একবার—ওগো মা আনন্দময়ী একবার—পাপিতোদ্ধারিণীরূপে একবার—দুঃখবিনাশিনী ভাবে একবার—পাপী দেখে ত'রে যাবে—মরা মানুষ বেঁচে যাবে—প্রেম বাহু প্রসারিয়ে একবার—হাঁসি হাঁসি মুখ করে—আনন্দে বিভোর হয়ে একবার—তালে তালে নেচে নেচে—মা তোর পায়ে পড়ি,—দেখে তোরে বেঁচে যাই—আর দেরি করিস্ কেন—দুঃখী

বলে দয়া করে—কাঙ্গাল বলে দয়া করে—তোরে না দেখে প্রাণ কেমন করে একবার—আমার তো বিনে আর কেহ নাই একবার—তোরে দেখ্‌লে আমি থাকি ভাল—সব দুঃখ ভুলে যাই—তুই যে বড় ভাল বাসিস্—স্বর্গ রাজ্য সঙ্গে করে—সাধু ভক্ত সঙ্গে করে—আমার তাঁদের সঙ্গে করে—ঈশা গোরা সঙ্গে করে—নানক কবির সঙ্গে করে—শাক্য মোহম্মদে লয়ে—জনক নারদ সঙ্গে করে,—ধ্রুব প্রহ্লাদ সঙ্গে করে,—আমার কেশবচন্দ্রে সঙ্গে লয়ে,—দলবল সঙ্গে করে,—তাঁদের সঙ্গে তোকে দেখি—দেখে দেখে মেতে যাই একবার—)

না দেখে তোমারে আর, বাঁচিনে যে মা আমার,
আমার প্রাণ হয়েছে ব্যাকুল বিরহে আকুল
ওগো মা জননী।

দেখা দিয়ে বাঁচাও এবার অধম[illegible]রিণী গোমা। ১১৪

বাউল।

(মাতিয়ে দে আনন্দময়ী।—স্থর।)

আর কি ডরাই তোরে শমন হরির চরণ ধরেছি।
ও যাঁর স্মরণে মরণ হয় তোর রে তাঁর স্মরণ লয়েছি।
যখন আমি ছিলাম অসহায়,—
তখন একলা পেয়ে কতই ভয় দেখিয়েছিস্ আমায়
(এখন) আয় দেখি তোর কত জোর রে হরির সহায়
পেয়েছি।
জানিস্‌তোরে তাঁহার কত বল,—
ওযাঁর বিন্দু পেয়ে শাক্য ঈশা হলো মহাবল,
(ওরে) তাঁদের হাতে নাকাল দেখে তোর নিয়েছি মুরাদ
বুঝে ও তাই বলিরে শমন,
সামনে থেকে দূর হয়ে যা তুইরে অধম,
ওতোর জারিজুরী খাটবে না আর হরির হয়ে গিয়েছি।

১১৫।

লুমঝিঁঝিট।—ঠুংরী।

(কর সদা দয়াময় নাম গান।—সুর।)

কর মন সেই নাম গান,

প্রকৃতি মধুর রবে গাইছে যে নাম।

সুবিশাল হিমগিরি, অত্যুচ্চ শিখর ধরি,

গায় গগন ভেদ করি,

যে মধুর নাম।

অসংখ্য তারকা সনে, মত্ত আকাশ যে নাম গানে

ভাসি প্রেম সমীরণে,

পূরি মর্ত্ত্যধাম।

দিবসেতে দিবাকর, রজনীতে সুধাকর,

যে নাম করে প্রচার,

শুনি অবিরাম।

বন উপবনে শুনি, যে মধুময় নামধ্বনি,

প্রেমভরে গায় পাখী,

জুড়াইয়ে প্রাণ।

গায় শুনি প্রস্রবণ, প্রেমে মাতি অনুক্ষণ,

আনন্দে হয়ে মগন

সে সুধাময় নাম।

পবন ঐ দ্বারে দ্বারে, যে নাম প্রচার করে,

পাপীর উদ্ধার তরে

করে অবিশ্রাম।

গাইছে নদী সাগর, যে নাম শুনি অনিবার,

উত্তাল তরঙ্গ তুলে,

গায় অবিরাম। ১১৬।

ললিত।—যৎ।

(কি ভয় ভাবনা রে মন।—সুর।)

কি কর বসিয়ে রে মন,

হরি পদ ভজনা।

হরি পদ না ভজিলে,

সুখ শান্তি পাবে না।

হরি আমার দয়াময়,
অনন্ত শান্তির আলয়,
(ওমন) লইলে তাঁর পরাশ্রয়,
দুঃখ কষ্ট থাকে না।
(তাই) বলি তোরে মন আমার,
ছেড়ে ভাবনা অসার,
করি হরি পদ সার
স্বর্গ সুখ লভনা। ১১৭।

সিন্ধুখাম্বাজ।—খ্যামটা।
(মায়ের প্রাণে এত দয়া।—সুর।)

প্রেমময়ী মাগো আমার।
ভাবলে তোমার দয়ার কথা
পাষাণ প্রাণে বয় অশ্রুধার।

হয়ে মা রাজরাজেশ্বরী, ভুবনবিজয়ী হরি,
পাপীর দুঃখে কাতর হয়ে
ফের কাঙ্গালের দ্বার দ্বার।
আমি ত চাইনে তোমারে, তবু কই ছাড় আমারে,
মার খেয়েও প্রেম যাচ মা
একি দেখি চমৎকার।
খাই পরি চলি বলি, তব দয়ায় হয় সকলি,
দুঃখ বিপদেও দেখি
তোমার করুণা অপার।
পারিনে পারিনে মা আর, সহিতে এ প্রেমের ভার।
হার মেনেছি তোমার কাছে,
যা ইচ্ছা হয় কর এবার।
(জীবন সঁপিলাম ওপায়,
যা খুসী হয় কর মা এবার)। ১১৮।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—একতালা।

(কি সুখ জীবনে মম।—সুর।)

বৃথা জীবন যদি হরিধন না পেলাম রে,—
জীবন সর্ব্বস্ব আমার যিনি প্রাণারাম রে।
নয়নে কি কাজ যদি সে মুখ না হেরিলাম রে,—
শ্রবণে কি ফল যদি তাঁর বাণী না শুনিলাম রে।
রসনা বিফল যদি তাঁর গুণ না গাইলাম রে,—
করেতে কি কাজ যদি সে পদ না ভজিলাম রে।
হৃদাসন বৃথা যদি তাঁরে না বসালাম রে,—
তাঁহার চিন্তন বিনা মনের কি আর কাজরে।
ধন মান জ্ঞান পরিজনেই বা কি কাজ রে,—
তাদের ভিতর যদি তাঁরে না পাইলাম রে।
সংসার অরণ্য সেই প্রাণারাম বিনা রে,—
সকলি আঁধার হেরি তাঁরে না হেরি[illegible] রে।

কোথা যাব কি করিব কেমনে তাঁয় পাবরে,—
কেমনে বাঁচিব প্রাণে প্রাণের প্রাণ বিনা রে।
শুনেছি তাঁহার দয়া অসীম অনন্ত রে,—
(ওসে) দয়া গুণে দীনহীনে দেখা কি দেবেন নারে।

১১৯।

খাম্বাজ।—ঠুংরি।

(এত দয়া পিতা তোমার।—স্বর।)

হরি নাম সুধা কর পান,
দিবা নিশি অবিরাম।
মধুর নাম সম কি আর আছে এমন
অসার সংসার মাঝারে রে,—
যাতে নিরবধি ঝরে শান্তি প্রীতি,
পানে শীতল হয় রসনা, জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
হয়ে যে নামে উন্মাদ, শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ,
কল্লেন রাজপদ তুচ্ছ, করি হরিপদ সাররে,—

শ্রীগৌরাঙ্গ গুণধাম, করি যে নাম সুধাপান,
কলসীর কানা খেয়েও যে কল্লেন প্রেমদান।
শুনি পুরাণের লিখন, কত পাপী নরাধম,
(হরি) নাম রস পানে অনায়াসে পাইল উদ্ধার রে ;—
তবে আর কিবা ভয়, পিয়ে নাম সুধাময়,
(এস) আনন্দ হৃদয়ে চলে যাই স্বর্গধাম ॥ ১২০ ।

রাগিণী আলেয়া।—কাওয়ালী।

(ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কই।—সুর।)

ভক্তি করে ডাক দেখি মন শ্রীহরি বলে।
ওরে কেমন না তাঁর দেখা পাস্ তুই হৃদয় কমলে।
নামটী তাঁর ভক্ত বৎসল, ওমন কেনা তাঁরে জানে বল,
(তিনি) আনন্দেতে হন পাগল ভক্তকে পেলে।
ঐপাষণ্ড পাতকী নরে, কোথায় দয়াল বলে ডাক্‌লে তাঁরে,
(হরি) থাকিতে পারেন না তারে না লয়ে কোলে।

তাঁর কাছে নাই জাত বিচার,

(তবে জেতের বিচার কেন আর)

সেথা সবার সমান অধিকার,

পায় সে ভক্তি আছে যার তাঁয় অবহেলে।

ব্রাহ্মণেও ভক্তি হীন হইলে,

ও তাঁর দেখা পায়না কোন কালে।

ঘরে পায় তাঁরে চণ্ডালে ভক্তির বলে। ১২১।

বাউল।

(মন পাখী চল যাই ঘরে।—সুর।)

একবার গাওরে আমার একতারা,

মা মা বলে করে মধুর ঝঙ্কারা।

মা নাম মধুর নাম আহা কি মনোহরা,—

ওযা শুনলে তাপিত হৃদয় জুড়ায় অমর হয়ে যায় মরা।

একতারে একস্থরে তুইরে মরি কি রসে ভরা,
(এমনি) এক মন প্রাণে গেয়ে কবে বইবে রে
প্রেমধারা।
বলরে শুনি শুনে বলি মা আমার সারাৎসারা,—
(ওতোর) তানে তানে মা মা বলে হই প্রেমে আত্মহারা,
(হই যোগে আত্মহারা)। ১২২।

মিশ্রবেলাওল।—ঝাঁপতাল।
(শুনেছে তোমার নাম।—সুর।)

শুনে তোমার দয়ার কথা
এসেছি হে দয়াময় ;
তুমি যদি কর দয়া
তবেই দীনের গতি হয়।
আমি পাপী দুর্ব্বল, অস্থির অতি চঞ্চল,
তব দয়া বিনা বল
কি আছে আমার উপায়।

(হয়ে) আমি "আমির" অধীন,
হয়েছি দেখ কি হীন,
শকতি সামর্থ্য বিহীন
অকর্ম্মণ্য মৃতপ্রায়—
(আমি) এখন যা প্রতিজ্ঞা করি,
পরক্ষণে ভঙ্গ করি,
(হায়) দেখিলাম অনেক করি
হয় না কিছুত চেষ্টায়।
তাই বলি দীনবন্ধ
দয়া ত তোমার ত অনন্ত,
দশা দেখে আমার এত
দয়া কি তবু না হয়,—
আমি ত "আমির" সংহার,
করিতে পারিলাম না আর,
(দয়াগুণে) আমিকে করে তোমার,
বাঁচাও হে তুমি আমায়। ১২৩।

কীর্ত্তন।—বাউল।

(আর কিছু ধন চাইনে হরি চাইহে তোমাধনে।—সুর।)

আজ জন্ম দিনে জন্মদাতা

জীবন কর দান,

(নব) জীবন কর দান যাতে পাইহে পরিত্রাণ।

যদি হে জনম দিলে,—

এতদিন বাঁচাইলে—

(আমায়) দাও তবে চরণতলে

নিরব ধিস্থান।

(ইহ-পর কালে হে)

(তব) পবিত্র প্রেম পরিবারে,

বাঁচি থাকি তোমায় হেরে,

(লভি) ব্রহ্মানন্দ-অন্তরে

মর্ত্তে স্বর্গধাম।

(তব কৃপা [illegible]ণে হে)। ১২৪।

মল্লার।—যৎ।

(দাশুরায়ের।—সুর।)

(আমার) কি হয় কি করি বল বল মা,
পাপের যাতনা, আর যে সহে না,
(আমি) আমিত্বের বিকারে জ্বলে পুড়ে মরি দেখনা।
(ওমা) তব ইচ্ছা পালন তরে,
পাঠালে আমায় সংসারে,
কিন্তু আমি "আমির" তরে
তোমার ত হইলাম না।—
তাই গভীর বেদন, পাই যে এখন,
(কর) কর এ জ্বালা নিবারণ আর যে সইতে পারিনা।
দগ্ধ কর মার ধর,
যা খুসি কর তোমার,
যাতে হয় "আমি" সংহার
কর, এই প্রার্থনা।—

করিয়ে সকলই তোমার
কর স্বয়ং পরিচালন।
সংসারের সুখে দুঃখে,
আত্মার যোগে বিচ্ছেদে,
রাখ যখন যে ভাবেতে
থাকি তাতে সুখী তখন।
তুমি যখন হে দয়াময়,
যা কর তাই মঙ্গলই হয়,
(তবে) আর কি চাব তোমায়,
(কেবল) ধরে থাকি ও শ্রীচরণ। ১১৭।

কীর্ত্তন।

(আমি আর কিছু ধন।—সুর।)

ওহে সত্যজ্ঞানানন্ত ব্রহ্ম করুণা নিদান,
কর অদ্বিতীয়-পুণ্য-শান্তিরূপে অধিষ্ঠান।
(তোমা বই আর কে আছে হে)

(তবে) অসত্য হতে সত্যেতে
অন্ধকার হতে আলোতে,
এই মৃত্যু হতে অমৃতেতে
নেযাও আমার প্রাণ।
(দেখো যেন মরি না হে) (তোমার দাস হয়ে)
ও সত্যরূপটী দেখাও আমায়,
(দয়াময়) রক্ষা কর নিজ দয়ায়,
(তোমার) ইচ্ছা পূর্ণ যাহাতে হয়,
কর এই বিধান।
(এই পাপ জীবনেতে হে)
(আর কিবা বলব তোমায় হে) ১১৮।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি।—স্থর।)

চাইনে স্থখ চাইনে শান্তি, দাও যা ইচ্ছা তোমার।
চাব যে কেবল স্থখ শান্তি সাধ্য এমন কি আমার?
কৃপা করি দিলে জীবন,
বল বুদ্ধি ধন জন,
কই করিলাম ইচ্ছা পালন,
লয়ে সে সব তোমার।
কৃপার উপর কৃপা অপার
করিছ তুমি বারম্বার,
তবু এ পাপ প্রাণ আমার
হলো কই বল তোমার।
(তবে) আমি কোন্ মুখেতে
স্থখ শান্তি চাই পদেতে,
রাখ যদি চির দুঃখে
তাই ত প্রাপ্য [illegible] আমার।

পাপের আমার নাই যে অন্ত,
(তার) সমুচিত কি আছে দণ্ড,
করেও যদি এ প্রাণ অন্ত
কর অন্ত পাপ আমার। ১১৯।

কীর্ত্তন।

(জয় জয় জগত জননী বলে।—সুরে।)

সবে জয় হরি শ্রীহরি বলে চল প্রেমধাম।
ও সেই নামের গুণে হবে রে ভাই পূর্ণ মনস্কাম।
(মধুর হরি নামের গুণে রে)
তবে আনন্দে দুবাহু তুলে গাও সেই নাম।

(ভাই বন্ধু সবে মিলে রে) (প্রেমানন্দে পাগল হয়েরে) (বিষয় বুদ্ধি ভুলে গিয়েরে) (ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে রে) (জয় হরি শ্রীহরিবলে রে) (এমন দিন আর হবে নারে)

(ঐ) যে নামেতে পাগল হলেন গৌর গুণধাম।

(নিত্যানন্দ আদি—ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে শিব শুক নারদ আদি রে) (ঈশা মুশা মোহম্মদ রে) সেই নাম একবার বল বল রে) (প্রাণ ভরে, বদন ভরে-প্রেম মেতে)

আজ স্বর্গমর্ত্ত এক কর গেয়ে সেই নাম।

(সেই সুধামাখা হরি নাম রে—(এমন নাম হবে নারে নামের বর্ণে বর্ণে প্রেমসুধা ঝরে অবিরাম।

(পান কর আর দান কর রে) (কিবা মধুর আহা মরি রে)

নাম গানে মুক্ত হয়ে যাব স্বর্গধাম।

(এদেশে আর থাকব নারে) (জগাই মাধাই এর মতরে) (সশরীরে মোরা সবে রে) (মহামন্ত্র নামের বলেরে) (মহাপাপী হয়েও রে ভাই) (হরি হরি হরি বোল বলেরে) ১২০

কীর্ত্তনভাঙ্গা।—একতালা।

(তেমনি করে ডাক দেখিরে আমার মন।—স্বর।)

আমি ত আর অন্য কারুর নই,
ঐ যে অগতি আর গতি নাই যার তারই আমি গতি হই।
(ওরে) নিরাশ্রয়ের আশ্রয় আমার নাম,—
কোন আশ্রয় আছে যার তার আমাতে কি কাম ?
ও যার আপনার বল্‌তে কেহ নাই
সে ডাক্‌বে কারে আমায় বই।
(ও যার মাথা রাখবার নাই স্থান
সে রয় কোথা আমার কাছে বই ?)
ধনমান বিষয় সুখে সুখী যে জন হয়,—
সে কি রে আর আমাধনে সুখী হতে চায় ?
ঐ সুখী আমায় চায় না জেনে
আমি ত দুঃখীরই হই।

মোহ অন্ধকারে আত্ম বিস্মৃত যে জন,—
চায় না দেখ্‌তে সে আমায় তাই পায়না ত দর্শন,
কিন্তু দেখা না দিয়ে দীনহীনে,
থাক্‌তে আমি পারি কই ?
আমায় নইলে চলে না যার এই ধ্রুবজ্ঞান,—
রইতে নারি আমায় তারে না করে প্রদান,
ওযার কেহ কিছু নাই আর ভবে
(আমি) তারই কাছে কাছে রই।
রোগ শোক বিপদেতে যে জন ম্রীয়মান,
আমি তারই ঘরে করি নিত্য অধিষ্ঠান।
আমি সর্ব্বস্ব হরি যার
তারই সর্ব্বস্ব হইয়ে রই। ১২১।

কীর্ত্তন।

(হরি বলে দেবগণে নাচে।—স্থর।)

হরি বলে এস নাচি সবে।

নাচি গাই এস ভাই বাজাইয়ে খোল,—

(ভক্তি রস পান করেরে)

প্রাণভরে বলি মুখে হরি হরি বোল।

(নাম বিনা আর কিছুই নাই রে) (যেতে ভবপারে)

হরি প্রেম সুধাপানে এস মেতে যাই,—

(শুধু কথায় কিছু হবেনারে)

আপনারা মেতে এস জগত মাতাই।

(মাতিব আর মাতাইব রে)

গৌরের ভাবে এস গাই হরি নাম,—

(স্বর্গ মর্ত্ত কাঁপাইয়ে রে)।

ডঙ্কামেরে সবে মিলে যাই স্বর্গধাম।

(সেই ব্রহ্মকৃপা বলে রে) (ব্রহ্মানন্দে মেতে রে)

(এস) আনন্দ বদনে করি নাম সংকীর্ত্তন,—
(লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যজে রে)
(যে যা বলে বলুক না রে)
হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন করি পাপের বন্ধন।
(জয় হরি শ্রীহরি বলে রে)।
সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে হেরি ভকত বৎসল,
(আহা কিবা মরি মরি রে—চক্ষু মেলি দেখ সবেরে আমার হরিরূপ) (দেখবে যদি চলে আয় রে তোদের পায়ে পড়ি— দেখ্‌লে নয়ন জুড়ায় তাঁরে রে)
প্রাণ সঁপে তাঁরে করি জীবন সফল।
(আর কিবা কাজ আছে রে)
(সকল আশা পূর্ণ হবে রে)
(সকল দুঃখ দূরে যাবে রে) ১২২।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়াখ্যামৃটা।

(ওরে রাম শশি হবি বনবাসী।—স্থর।)

ওহে দয়াল হরি দীনে দয়া করি

প্রকাশ রূপ দেখি প্রাণ ভরে,

যেরূপ মাধুর্য্য হেরে প্রাণমন মোহিত করে।

(হায়) কিবা তব রূপের শোভা, কোটি চন্দ্র জিনিপ্রভা,

ভক্ত মন্‌লোভা ;—

আহা মরি মরি কেবা বল তা বর্ণিতে পারে ?

শুনি কত অন্ধ জনে, চক্ষু পেয়ে তব গুণে,

এ পাপ জীবনে,—

ওরূপ তব দরশনে যায় চলে ভবপারে।

বড়সাধ তাই হে মনে, হেরে তোমায় হৃদাসনে,

প্রেম নয়নে—

জীবন সঁপে ও চরণে ভাসি ব্রহ্মানন্দনীরে।১২৩।

কীর্ত্তন।

(চিদাকাশে হ'লো পূর্ণ প্রেম।—স্থর।)

(আজ) ব্রহ্মানন্দে মেতে বল জয় হরির জয় রে।
যাঁর কৃপাগুণে জগত হলো উৎসবময় রে।
(জয় হরির জয়, জয় হরির জয়, জয় হরির জয়)
জীবের দুর্গতি হেরি হরি দয়াময় রে,
নিজনাম মন্ত্র দানে করিলেন অভয় রে।
(জয় জয়—)
হরের্নামৈব কেবলম্ মুক্তির উপায় রে,
কলিকালের অন্য গতি কিছুই আর না রয় রে।
(জয় জয়—)
এনামের মহিমা মুখে বলা নাহি যায় রে,
শতবর্ষের পাপ যাতে নিমেষে ক্ষয় হয় রে।
(জয় জয়—)
জলে শিলা ভাসে নামে বিষ সুধা হয় রে,
বিষয় অনলের জ্বালা সব দূরে যায় রে।
(জয় জয়—)

জগাই মাধাই এরও নামে পরিত্রাণ হয় রে,
রত্নাকর বাল্মিকী হয় সলও যে পল হয় রে।
(জয় জয়—)

কলিতে যাগ যজ্ঞের ফল নাম গানেই হয় রে,
কিছুই নাই আর ত্রিজগতে এমন সুধাময় রে।
(জয় জয়—)

এনাম আনিলেন ভবে গৌর গুণময় রে,
কলিকালে হলো যাতে সত্য যুগ উদয় রে।
(জয় জয়—)

যেই নাম সেই হরি ভেদাভেদ না রয় রে,
হৃদে তাঁরে হেরে বল জয় হরির জয় রে।
(জয় হরির জয়)

(তাল ফেরতা—দেখ দেখ মায়ের।—সুর।)
দেখ দেখ প্রেম-রাধা সনে হরি,
সচ্চিদানন্দ-রবিরূপ ধরি,

জগতের মোহ নিশা দূর করি,
প্রকাশিত আহা কিবা মরি মরি ;—
জ্ঞান ধর্ম্মালোক উজলি উঠিল
হরি প্রেমোৎসবে জগত মাতিল,
নরনারী সবে ব্রহ্মানন্দে বল,
জয় হরির জয় রে।
(জয় হরির জয়, জয় হরির জয়, জয় হরির জয় রে)।

১২৪।

মূলতান।—একতালা।

(আমার গতি কি হবে।—সুর।)

আমায় উপায় কি হবে ?
যদি বুঝেও আমার মন না বুঝিবে।
পাপে ত নাই সুখ, দুঃখ অবিরত,
তথাপি সেই দিকে ধাই যে নিয়ত,
কিছুতেই মন হলোনা সংযত
কি করি বলনা কিসে মন ফিরিবে।

(হায়) কেটে গেল দিন পাপের বিকারে,
হলোনা কিছুই পাঠালে যা তরে,
দেখিলে আপনাকে আপ্‌নার ঘৃণা করে,
আরো কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে।
(তবে) কর দণ্ড দান উচিতে যা হয়,
শুদ্ধ করে লও এ পাপ হৃদয়,
তুমি বিনা আর নাহি যে উপায়,
এ পাপীর উপায় করিতেই হবে। ১২৫।

মল্লার।—কাওয়ালা।

(দাও মা সাজায়ে।—সুর।)

(দাও) দাও সেই পবিত্র প্রেম পরিবার,
মা গো আমার।
যাতে হেরি নিত্য মর্ত্তলোকে স্বর্গরাজ্য মা তোমার।

ও যার গৃহ-দেবী মা তুমি, তুমিই যার গৃহ-স্বামী,
তুমিই চালাও নিজ হাতে, লয়ে যার সকল ভার
হৃদয়ে হৃদয়ে যার, তুমিই মা কর বিহার,
প্রেম শান্তি সৎভাবে গঠিত যে পরিবার ;—
তুমিই যার সুখ শান্তি, তোমাতেই যার প্রীতি ভিত্তি
তোমা বই কাকেও বা কিছু চাহেনা যে অন্য আর
রাগ দ্বেষ, হিংসা আদি, কলহ বিষম ব্যাধি,
আমিত্ব বিষয় বুদ্ধি না যায় সীমান্তে যার ;—
নিন্দা ঘৃণা অপমান, যথায় নাহিক স্থান,
পরের জন্য ধরে প্রাণ, করেনা কারো বিচার।
বিচারের ভার তোমায় দিয়ে, পাপীরে রোগী জানিয়ে
নিত্য তার সেবা করিয়ে সুখেতে করে বিহার ;-
একমাত্র কার্য্য যার, সেবা পর উপকার,
তব পদ লক্ষ্য করি চলে সবে অনিবার।

ভক্ত সঙ্গে ভগবতী, কর মা যথা বসতি,
পবিত্রতা সম্প্রীতি, জীবনের নীতি যার ;—
তব ইচ্ছা পূর্ণ তরে, থাকি মা সেই পরিবারে,
ডুবি ব্রহ্মানন্দনীরে, ইহ-পরে হই তোমার। ১২৬।

বাউল।

(নববিধানের রেলের গাড়ী। — সুর।)

এই ত সেই স্বর্গরাজ্য মা তোমার,
ওযা আসিছে আসিছে বলে করিলেন ঈশা প্রচার।
(এই ত এসেছে মা)
এই গৃহটী আমার, এই প্রেম পরিবার,
(ইহ) সংসারেতে তপোবন এ বিচিত্র ব্যাপার,—
হেরি স্ত্রীপুত্র পরিবার সবে
তোমারই প্রেম অবতার।
(তব ভক্ত বৃন্দের অবতার)

এই ঘরেতে বসি, আমি স্বর্গেতে পসি,
তোমারই প্রেমলীলা বিহার হেরি দিবানিশি,—
(এযে) তোমা ছাড়া কিছুই ত নয়,
যা কিছু বলি আমার।
যোগ তপস্যাই করি, চলি বলি খাই পরি,
শক্তি সাধ্য আমার ত নয় সবই তোমারি,—
এই যে তোমার আমি আমার তুমি
ব্রহ্মানন্দে একাকার।
(তবে) এই ত নববৃন্দাবন, তব শান্তি নিকেতন,
(এযে) নববিধানেতে স্বর্গ মর্ত্তে আগমন,—
(ওযা) এনে দিলেন কেশবচন্দ্র করিতে আমায় উদ্ধার

১২৭

কীর্ত্তন।

(বড় সাধ মনে।—সুর।)

(আমার) বাঞ্ছা এই মনে, তব বাণী শুনে,
করি এ জীবন যাপন।

(কিন্তু) মোহের ঘোরে, পাপ বিকারে
বধীর জ্ঞান-শ্রবণ।
(আমি) না পাই শুনিতে, না পারি বুঝিতে (শুন্‌লেও)
যদিও বলিছ অনুক্ষণ, (বাণী)।
(হায়) কিবা তবে করি, কেমনে প্রাণ ধরি,
না হেরি উপায় এখন।
ঘন অজ্ঞান আঁধার, (যেন) ঘিরেছে সংসার,
(আমি) নিজেই চিন্‌তে নারি তেমন।
(তবে) আপনার উপর, না করি নির্ভর
এত দিন করেছি যেমন।
(তোমার) অনন্ত প্রেমে ত, (কিছু) অসম্ভব নাহি ত
তবে এ বধীরে দাও শ্রবণ।
(ও সেই প্রেম গুণ)
(নইলে প্রাণে মরি বা এখন)। ১২৮।

দিয়েছিলে 'আমি'র হাতে আমার ভার,—
হায় তা না করে কি করিলাম দশা তার ;
(এখন) যাচি অনুতপ্ত হয়ে, 'আমি' কে বিনাশ করিয়ে
কর মা কর গো আমারে উদ্ধার।
(এবার) ১৩০।

মুলতান।—তৃতালী।

(এই কি তুমি মম প্রাণাধার।—সুর।)

(এস) পূজি মা তোমারে শুভ দিনে,
কৃতজ্ঞতা-পুষ্পাঞ্জলি দিই চরণে। (মোরা)
তোমারই করুণাদান
এ দেব শিশু সন্তান,
(এ যে) মর্ত্তে যেন স্বর্গধাম
হেরি নয়নে।

রচিয়ে এ শিশু জীবন,
(তুমিই) করিছ তায় পালন;
(তুমিই) করিলে তায় নামে এখন
পরিচিত ভুবনে ;—
(তবে মা) রাখ চির এ শিশুরে
তব নয়ন-সুখ ক'রে,
আমরা সপরিবারে
(এই) যাচি সঘনে। ১৩১।

ঝিঁঝিঁট।—একতালা।*
(ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন আনন্দকারী।—সুর।)

জয় জয় ভক্ত-মাতঃ জয় জয় তোমারই,
তোমারই জয়ে ভকতের জয় আজি মোরা হেরি।
ভকত-রকতে রচিয়ে বিধান,
(তায়) কোচ্‌বিহারাহুতি করিলে দান,

* সুকৃতি-জ্যোৎসা মিলনে।

(আমি) জেনেছি জেনেছি সার,
কেশব-জীবন বিনা আর,
হবেনা গতি আমার
তব নব বিধানে।

(হায় মা) বয়স ত অনেক হলো,
কই তোমার ইচ্ছা পুরিল,
কই আমার আমিত্ব গেল,
কই গেল রিপুগণে,—

(আর) কত দিন এ নীচ 'আমি',
লয়ে থাকবো বল আমি,
আমি যে মা তোমার আমি
হয়েও কেন হইনে।

(তাই) যাচি আজি কর যোড়ে
"আমি"-হীন কর মোরে,
আমি যা তাই আমায় করে,
লও গো মা কৃপাগুণে—

তোমারই মা প্রিয় হয়ে,
কেশব-চরিত্র লভিয়ে,
ব্রহ্মানন্দে তোমায় লয়ে
(এবার আমি) থাকি সপরিজনে। ১৩৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—একতালা।

(সাধ মনে হরি ধনে।—সুর।)

কবে প্রেমসিন্ধুনীরে প্রাণ মন মগ্ন হবে,
প্রেম পাথারে ডুবিয়া, সাঁতার ভুলিয়া,
প্রেমে হাবুডুবু খাবে। (এ প্রাণ)
আত্ম-অভিমানের লম্ফন ঝম্ফন,
প্রেম সাগরেতে বৃথা যে তখন,
প্রাণ অবস হইয়া, তলাইয়ে গিয়া, চরণ রতন পাইবে।

(আমি) জেনেছি জেনেছি সার,
কেশব-জীবন বিনা আর,
হবেনা গতি আমার
তব নব বিধানে।

(হায় মা) বয়স ত অনেক হলো,
কই তোমার ইচ্ছা পুরিল,
কই আমার আমিত্ব গেল,
কই গেল রিপুগণে,—

(আর) কত দিন এ নীচ 'আমি',
লয়ে থাকবো বল আমি,
আমি যে মা তোমার আমি
হয়েও কেন হইনে।

(তাই) যাচি আজি কর যোড়ে
"আমি"-হীন কর মোরে,
আমি যা তাই আমায় করে,
লও গো মা কৃপাগুণে—

তোমারই মা প্রিয় হয়ে,
কেশব-চরিত্র লভিয়ে,
ব্রহ্মানন্দে তোমায় লয়ে
(এবার আমি) থাকি সপরিজনে। ১৩৪।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট।—একতালা।

(সাধ মনে হরি ধনে।—সুর।)

কবে প্রেমসিন্ধুনীরে প্রাণ মন মগ্ন হবে,
প্রেম পাথারে ডুবিয়া, সাঁতার ভুলিয়া,
প্রেমে হাবুডুবু খাবে। (এ প্রাণ)
আত্ম-অভিমানের লম্ফন ঝম্ফন,
প্রেম সাগরেতে বৃথা যে তখন,
প্রাণ অবস হইয়া, তলাইয়ে গিয়া, চরণ রতন পাইবে।

চারিদিকে প্রেমরূপ এ নয়ন নিরখিবে—
মীন-সম প্রাণ সদা প্রেমনীরে বিহরিবে—
(আমার সকল সাধ মিটিবে হে)
প্রেমজীবনে ডুবিয়া, জীবন পাইয়া, জীবন সফল হবে।
(আমার-মানব)। ১৩৫।

বাউল।

(মাতলে ত একেবারে মেতে যাও।—সুর।)

ভক্তি ভরে কর সদা হরি নাম।
(যদি) যাবে অনায়াসে স্বর্গধাম।
কেন বিষয় বিষ পানে মজে থাকরে সদাই,
তাতে কিছুই ত সুখ নাই,
হায় রে দুদিন পরেই টেট্টাপাবে—
যখন জ্বলে পুড়ে মরবে প্রাণ।
অনন্ত সুখের আধার নাম অমৃতময়,
যাতে মৃত সজীব হয়,

একবার সেই সুধা পান কর রে,

পাবে সুখ শান্তি অবিরাম।

ঐ যে ক্ষুধিতের অন্ন সে নাম তৃষিতের জল,

গরীব কাঙ্গালের সম্বল—

ওরে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ

সবই আমার হরি নাম।

(তাই বলি) সকল ছেড়ে ভক্তি ভাবে নাম রস কর পান,

দিবানিশি অবিরাম,

এই নামেই তাঁকে লাভ করিবে,

ওযে নামেই হরি মূর্ত্তিমান।

(নামে তাতে ভেদ নাই রে) ১৩৬।

পরমহংসের সুর।

(গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করিস না। —সুর।)

ও দীন্ দয়াময়ী মাগো আমার দীনে দেখা কি দিবি না।
(মাগো) তোমার লাগিয়ে, পাগল হইয়ে
বেড়াইতেছি যে দেখনা ;—
(মা) তুমি বিনা আর, কেহ নাই আমার,
এ সংসারে তা কি জাননা।
তোমার মতন, সন্তান পালন,
আর ত কেহ জানেনা ;—
তবে বুঝি আমি মহাপাপী বলে,
আমার প্রতি দয়া হয় না।
(কিন্তু) শুনি লোকে কয়, কুপুত্র হলেও,
কুমাতা ত কভু হয় না ;—
(তাই) আমি মরি মরি, তার দুঃখ না করি,
নামে যে কলঙ্ক হবে মা।
(না দেখা দিলে) ১৩৭।

খট ভৈরবী।—তাল পোস্তা।

(থাক্ বোনা আর এপাপরাজ্যে—সুর।)

মোহিত করহে হরি প্রেমরূপ প্রদর্শনে,
যে রূপে রেখেছ মুগ্ধ স্বর্গবাসী দেবগণে।
অনেক দিন অবধি নাথ বড় সাধ আছে মনে,
রাখিব যতনে তোমায় সদা নয়নে নয়নে।
অনিমেষে চেয়ে রব তোমার ও মুখেরি পানে,
চিত্রপুত্তলিকার মত বসে থাকি নিশিদিনে।
অটল অচল হয়ে সংসারের প্রলোভনে,
নিত্য সুখে সুখী হব হেরি তোমায় হৃদয়ধামে।

১৩৮।

বাউল।

(হরি প্রেমে মজা বড় বিষম দায়—সুর।)

কেন তোরা ঝগড়া করে মরিস আর ?
জানিস্ নাকি দুদিন পরে হতে হবে শবাকার।

(ঐ) মোহেতে অন্ধ হয়ে, পরস্পর কুৎসা গেয়ে,
মুখে গালাগাল দিয়ে, করিস্ কেন পাপাচার,—
ওরে ওমুখ তোদের কোথায় রবে,
ঐ শমন এসে ধর্‌বে যবে
পুড়ে ছারখার হবে ভেবে দেখ্‌নারে একবার।
ভবে দুদিন এসে থাক্‌নারে মিলে মিশে
সবে আপনার বেসে
হয়ে সুখী পরিবার,—
(ওরে) ক্ষমা ভালবাসার মতন, কিছুই ত আর নাইরে এমন
আছে যাহার সে ধন, স্বর্গ যে ঐ হাতে তার।
তাই বলি বিনয় করে, তোদের সব পায়ে ধরে,
বিবাদ বিষস্বাদ ছেড়ে কর হরিনাম সার,—
(ও তায়) দ্বেষ হিংসা চলে যাবে, হৃদয় প্রেমে সরস হবে,
আপন-পর-জ্ঞান ঘুচিবে
শান্তি সুখ পাবে অপার। ১৩৯।

বেহাগ জংলা।—একতালা।

(জয় জ্যোতির্ম্ময়—সুর।)

জয় দেব দেব পূর্ণব্রহ্ম সত্যং শিব সুন্দর।

(তুমি) জাগ্রত জীবন্ত, অনাদি অনন্ত,

পুণ্য শান্তির আধার।

আপন কোলেতে, রাখিলে নিশিতে,

করুণা করি হে ঈশ্বর,—

নবদিন পুন, দেখায়ে এখন,

করিলে কৃতার্থ অন্তর।

(এখন) উঠি সুপ্রভাতে, যাচি যোড় হাতে

অপার দয়ার সাগর,—

হয় ওহে যেন, তব ইচ্ছা পূর্ণ,

জীবনে আজি আমার।

ধন্য হও তুমি, হে হৃদয় স্বামী,

নমি তোমায় বারম্বার,—

তব ভক্তগণে, (পিতা) মাতা গুরুজনে,
(সব) জগজ্জনে নমস্কার। ১৪০।

রাগিণী মল্লার।—একতালা।

(কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়—স্বর।)

ওহে সত্য সার, জ্ঞানের আধার,
অসীম অপার, হরি দয়াময়,—
দ্বিতীয় তোমার, কেহ নাহি আর,
তুমি পুণ্যাধার, শান্তি সুধাময়।
শুনি তব রূপ অতি অপরূপ,
দেখিলে যেরূপ—পাপী স্বর্গে যায়,—
সাধ তাই মনে, ও রূপ দর্শনে,
এ পাপ জীবনে যাই তব আলয়।
অসত্য হতে, সৎস্বরূপেতে,
লয়ে আমাকে যাও দয়াময়—

অন্ধকার হতে, পুণ্যজ্যোতিতে,
(এ) অধম পাপীকে নেযাও জ্যোতির্ম্ময়।
মৃত্যু হইতে অমৃত রাজ্যেতে,
লয়ে এ মৃতে যাও হে মৃত্যুঞ্জয়,—
ওহে সৎস্বরূপ, প্রকাশ তব রূপ,
হইওনা বিরূপ, রাখ নিজ দয়ায়। (আমায়)
ওহে কৃপানাথ অনাথের নাথ,
করি যোঁড় হাত ডাকি আজি তোমায়,—
নিজ কৃপাগুণে এ দীন সন্তানে,
ও শ্রীচরণে দাও হে আশ্রয়। ১৪১।

ঝিঁঝিঁট।—একতালা।

(জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী—সুর।)

জয় জয় আনন্দময়ী জননী আমার,
পূজি আনন্দে আজ শুভদিনে চরণ তোমা৺।

তুমি গো মা আদ্যাশক্তি, গৃহলক্ষ্মী ভগবতী,
মঙ্গলআলয় তুমি করুণার আধার (ওমা)।
এই যে গৃহ সংসার, ধন জন পরিবার
তোমারই করুণা সবে করিছে প্রচার,—
অপার করুণাগুণে, জন্মদাও মা সুসন্তানে,
মাতা পিতা বন্ধুজনে, করিতে উদ্ধার।
যাচি তাই কর যোড়ে, সবান্ধবে সকাতরে
(আজ) যেন হয় এ পরিবারে ইচ্ছা পূর্ণ তোমার—
নবজাত সুকুমারে, শুভ আশীর্ব্বাদ ক'রে
নয়ন-আনন্দকারী কর মা সবার। (ওগো)
আশীষ মাতা পিতারে, ভাই ভগিনী সবারে,
আনন্দ প্রেম শান্তি সবে দাও অনিবার, (মা গো)—
ধন্য ধন্য মা জননী, প্রেমময়ী আদরিণী,
(আজ) কৃতজ্ঞ অন্তরে তোমায় নমি বারম্বার।

১৪২

বাউল।

(মন পাখী চল যাই ঘরে—সুর।)

(আমার) মন বল হরি হরি,

(হরি) নাম বিনে আর কিবা আছে তরিতে ভববারী।

হরি মুক্তি হরি গতি, হরিই পাপতাপহারী,—

(মন্‌রে) অনন্ত সুখ শান্তি পাবি

গাইলে নাম ভক্তি করি।

(হরি) নাম গানে মরা বাঁচে পাপী যায় মোক্ষপুরী,—

ঐ দুঃখীর দুঃখ ঘোচে শ্রীপদ অমূল্য ধন লাভ করি।

(আবার) অন্ধজনে চারিধারে দেখে নিরাকার হরি,—

(হরি হরি বলেরে)

ঐ খঞ্জ চলে, বোবা বলে, নাম মন্ত্র সার করি।

(ওরে) এমন সুপথ থাকৃতে বল কিসের আর ভয় করি?

কেবল আনন্দে দুবাহু তুলে বলরে হরি হরি।

(হরি হরি বলরে) ১৪৩।

কারুর কথা শুন্‌ব না মা এবার আমি তোমার হব,
(মা) তোমার কোলের শিশু হয়ে স্তন্য সুধা পান করিব
দুর্ম্মতি দুষ্টুমি বুদ্ধি সব আমি ছেড়ে দিব,
(এবার) শান্তশিষ্ট হয়ে মাগো তোমারই কথা শুনিব।
সংসারের কুপথে গিয়ে পাপ কূপে না পড়িব,
ওমা তোমারই অঞ্চল ধরে পিছু পিছু বেড়াইব।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে মাগো মা মা বলিয়ে কাঁদিব,
তুমি যা দিবে তাই খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারিব।
আর থাক্‌বোনা এ পাপরাজ্যে
(তোর) প্রেমরাজ্যে চলে যাব,
(মা) তোর প্রিয় কার্য্য সাধন করে
যথার্থ তোর প্রিয় হব। ১৪৪।

রামপ্রসাদী।

নেমা আমায় কোলে তুলে,
(ওগো) মরে বেঁচে এবার দেখ্‌মা
হয়েছি ঠিক্ শিশু ছেলে।
শিশুর মত খাই আর চলিচলি যাইমা চলে,
আমার হৃদয় মন যেন মা তেম্নি
হয় গো তোর্ করুণার বলে।
নূতন ধাত্ দেহ যদি দিলি পুরানর বদলে,
তবে নূতন জীবন দিয়ে কর্‌মা
তোরই প্রিয় শিশু ছেলে। ১৪৫।

কীর্ত্তন।

(চিদানন্দ সিন্ধুনীরে— সুর।)

জীবন্ত জাগ্রত হরি, প্রকাশ রূপমাধুরী ;
জীবন সফল করি, হেরি রূপ প্রাণভরি। (একবার)

আমি যে হে মূঢ়মতি—
(এমন আর কেবা আছে—
আমার মত মূঢ় এমন আর)
(আমার মত অধম এমন আর)
জানি কি তোমার স্তুতি ?
(কিন্তু) তোমার নাকি দয়া অতি,
এস নিজেই দয়া করি। (তবে এস)
আমি কি চাহিব তোমায়,—
তুমি নাকি চাওহে আমায়,
লহ লহ তবে আমায়, একেবারে তোমার করি। (ওহে)
লয়ে এ জীবন আমার,
কর ইচ্ছা পূর্ণ তোমার,
ওহে তুমি আমার আমি তোমার, হউক জয় তোমারি
(পড়ে থাকি চরণ ধরি)। ১৪৫।

মল্লার।—যৎ।

(দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়—সুর।)

(হরি) কর কর করহে আমায় তোমার,
(আমার) দেহ মন প্রাণ একেবারে করে অধিকার।
হৃদয় করি আসন, কর তাহে অধিষ্ঠান,
করুক্‌ নিত্য রিপুগণ
তব সেবা প্রাণাধার।
দেখাবে যা নয়নেতে, দেখিব তাই দিনে রেতে,
শুনাবে যা শ্রবণেতে
শুনিব তাই অনিবার ;—
(আমার) বাহুযুগল লয়ে তুমি, করাবে যা করি আমি,
(আমার) পদ যেন দিবযামী
চলে পথেতে তোমার।
(আমার) রসনায় পরিচালন, কর তুমি নিশি দিন,
বলাও তারে যে বচন
বলুক তাই সে হে এবার ;—

মনেতে মনোমোহন কর সদা বিচরণ,
সে যেন করে চিন্তন
তোমারেই হে অনিবার। ১৪৬।

রামপ্রসাদী।

রাখ্ মা আমায় কোলে করে,
(দেখিস্) দিস্‌নে যেন আর মা ছেড়ে।
বড় ভয় করে গো মা সংসারের অন্ধকারে,
(ঐ) পাপ-বিষয়-ভূতে পাছে নে যায় মাগো আমায় ধরে
প্রেম-স্তন্য আশা-বচন দিয়ে দে ভয় দূর করে,
আমি শিশু ছেলে মায়ের কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি যোগের ঘোরে। ১৪৭।

বিভাস।—একতালা।

(ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ—স্থর।)

হে পিতার মাতা পরম দেবতা
পিতৃহীন মোরা ডাকি আজ তোমায়,
পিতা নাহি যার তুমি নাকি তার
পিতা মাতা হয়ে জুড়াও হৃদয়।
যাঁহার কৃপায় মোরা দেহ ধরি,
পালিলেন যিনি কতই আদর করি,
সে প্রেম মূরতি নাহি যে আর হেরি,
(আমরা) (বাবা বলে) পিতা বলে তবে ডাকিব কাহার।
মাতৃভক্ত পর-দুঃখ-কাতর হেন,
সন্তান্-বৎসল্ পিতা আমাদের যেমন,
কোথাও আর যে ভবে না করি দর্শন,
সে স্নেহ মমতা পাব হায় কোথায় ?

ভাই ভগ্নি তাই মিলিয়া সকলে,
এসেছি আজ মোরা তব চরণ তলে
পিতা মোদের কোথা দাও একবার বলে,
(হই) কৃতার্থ-জীবন নমি তাঁর পায়।
কত দুঃখ কষ্ট আমাদের তরে,
সহিয়াছেন যিনি সদা অকাতরে,
শুধিব তাঁর ঋণ বল কেমন করে,
প্রাণ দিলেও সে ঋণ শুধা কিহে যায়।
(এখন) আমাদের যদি পিতৃহীন করে,
লয়ে গেছ তুমি মোদের পিতারে,
ভিক্ষা এই রাখ তব শান্তি ক্রোড়ে
অনন্তকাল সুখে তাঁহার আত্মায়।
আমাদের প্রাণের ভক্তি কৃতজ্ঞতা
দাও তাঁরে বহে হে পিতার মাতা,
সে দেব চরিত্র জীবনে সর্ব্বথা
অঙ্কিত করিয়ে দাও নিজ দয়ায়।

যেখানে যে আছি পিতার পরিবার,
হয়ে থাকি যেন সেই এক পিতার,
ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র একাকার,
এক প্রাণ মন যেন সবার হয়। ১৪৮।

রামপ্রসাদী।

কবে মরবে আমার আমি ? (মা)
(ওমা) ঘুচ্‌বে আমার 'আমি' 'আমি'।
(এই) 'আমি' 'আমি' করেই যেমা
হলাম আমি নরকগামী,—
(আমি) 'আমির'ই জ্বালাতে জ্বলে পুড়ে মরি দিবাযামী।
(আমি) যত দুঃখ কষ্ট পাই মা
সবার মূলই আমার 'আমি',
(আমার) 'আমি'র চেয়ে আমার আর কে
শত্রু বলনা মা তুমি ?

তাই ভাবি কেমন করে এ 'আমি'র হাত এড়াই আমি,
আমি মারিলেও ত মরে না সে করি এখন কি মা আমি
সত্যি সে "আমি" না মল্লে বাঁচি না যে মাগো আমি,
(তবে) প্রকাশিয়ে মহাশক্তি মার 'আমি' আমার তুমি।
'আমি'হীন হয়ে আমি হই মাগো তোমার আমি,
(আমি) 'আমি' 'আমি' বুলি ভুলে কেবল বলি তুমি তুমি
তুমি-ময় হয়ে আমি দেখি সর্ব্বময় তুমি,
কেবল তুমি তুমি তুমি তুমি,
আমার তুমি তোমার আমি। ১৪৯

কীর্ত্তন।

(আর কিছু ধন চাইনে হরি—সুর।)

(ঐ) জীবন্ত বিশ্বাস হরি দাও হে আমারে,
(তুমি) এই যে আছ বলে ঠাকুর ধরি তোমারে।
:(এই যে আছ আছ হে)
(এই যে জীবন্ত জাগ্রত রূপে:হে)

(হরি) দেখে তোমায় সম্মুখেতে,
পূজি হে নাথ দিনে রেতে,
(যেন) প্রার্থনার ফল হাতে হাতে
পাই তোমার দ্বারে।
(আমি যা চাই তাই পাই) ১৫০।

খট ভৈরবী।—পোস্তা।
(থাক্‌বো না আর এ পাপরাজ্যে—সুর।)

(ওমা) সুধু হাতে ফিরবো না ত
এসে আমি তোমার দ্বারে,—
কিছু ভিক্ষা দিতেই হবে আজ এ অন্ধ অতিথিরে।
তুমি যে মা দয়াময়ী সবে জগতে প্রচারে,—
(তবে) কি বলে ফিরাবে আমায়
দুঃখীরে না দয়া করে?
(ওমা) বিলাও শুনি প্রেম পুণ্য বিশ্বাস ধন অকাতরে,—

(আমি) অনেক দিনের ভিখারী মা

এসেছি তাই আশা করে।

(তবে—বল) মুষ্টি ভিক্ষা না পেলে মা

চল্‌বে আমার কেমন করে,—

কিসে মা জীবন ধরিব সংসারে সপরিবারে।

(তাই) যা ইচ্ছা হয় নগদ কিছু

দাও মা আমায় দয়া করে,—

(নইলে) নামে যে কলঙ্ক হবে

গেলে সুধু হাতে ফিরে। ১৫১।

রামপ্রসাদী।

দে মা আমায় শিশু-জীবন,

নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক রূপা যেমন।

পারিনে যে আর মা নিয়ে

'আমি'-ভরা বৃদ্ধ মন,—

(মা তোর) কৃপাশক্তি সঞ্চারি তায়

করে দে না পরিবর্ত্তন।

বেশ্ থাকি কোলে কোলে

মা তোর ছোট শিশুর মতন,—

(মা তোর্) প্রেমস্তন্য পান করি আর

দেখি এক্ একবার তোর আনন।

মায়ের হাতে ছায়ের যে ভার

আর কি আমার ভাবনা রে মন,—

(ওগো) নিজেই ত তুমি দিবে মা

অভাব আমার যখন যেমন। ১৫২।

বিভাস।—একতালা।

(ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ—সুর।)

ওহে বিশ্বপতি, করি এই মিনতি,

এ বিশ্ব সংসার করহে তোমার।

স্বর্গেতে যেমন, মর্ত্তেতে তেমন,
হউক তব ইচ্ছা পূর্ণ অনিবার।

(হায়) তব সন্তানগণে, তোমায় নাহি মেনে,
(দেখ) করে হাহাকার দহি পাপাগুণে;
(হে দেব) তাদের গতি কর, নিজে তাদের ধর,
(তুমি) কর সবাকার জীবন অধিকার।

(যদি) তব নববিধি পাঠালে হে বিধি
(তবে) উড়াও ঘরে ঘরে নিশান, গুণনিধি;
(তুমি) এক পিতায় পূজে ভ্রাতৃ-প্রেমে মজে,
(ওহে) হয়ে থাকি সবে এক পরিবার। ১৫৩।

রামপ্রসাদী।

আর কি আমার ভয়টারে মন
এই যে মা আমার আছেন যখন।

(হায়) এদ্দিন 'আমি'র মোহে পড়ে
দেখিনে মা কাছে এমন,
(তাই) 'আমি'র হাত থেকে যে আমার
সকল ভার মা নেছেন এখন।
'আমি' কি আর জানি আমার
ভালর চেষ্টা কত্তে তেমন,—
(আমার) প্রেমময়ী মায়ের প্রাণ আমার তরে করে যেমন।
(তবে) জয় মা জননী বলে মায়ের পায়ে সঁপে জীবন,—
(হয়ে) মায়ের ছেলে হেসে খেলে
ডঙ্কা মেরে বেড়াই এখন। ১৫৪।

কীর্ত্তন।

(আর কিছু ধন চাইনে—সুর।)

(কেমন) জীবন্ত জাগ্রত রূপে এই যে মা আমার,
(দেখ্‌রে) এই যে মা আমার দেখ্‌রে এই যে মা আমার।
(চেয়ে দেখ্, দেখ্‌রে)

এই যে মা আমার সম্মুখে,
(ওগো) দেখ্‌লেই মা দেখি তোমাকে,
(কোথাও) নিমেষও ছেড়ে আমাকে
থাকনা ত আর।
(তোমার এমনই দয়া মা)
(মায়ের প্রাণের এমনই টান রে)
(আমি) তবে কেন ছেড়ে তোমায়,
মরি মাগো মোহ মায়ায়,
(ওমা) মজাও এবার এম্‌নি আমায়
ছাড়িনে যায় আর।
(মা ওরূপ দেখাইয়ে গো)
ধ্রুবতারা সম তুমি
থাক সাম্‌নে দিবাযামী,
(মাগো) জীবন পথে চলি আমি
(তোমায়) দেখি অনিবার।

(এই যে তুমি আছ বলে গো)
(মা মা মা বলে গো)
(ওমা) জীবন্ত প্রভাবে তোমার
কর এ জীবন অধিকার,
(তুমি) যা করাবে করি এবার
হয়ে মা তোমার।
('আমি'কে তোমাকে দিয়ে গো)
(তোমার হাতের পুতুল হয়ে গো)
(তোমার কেনা গোলাম হয়ে গো) ১৫৫।

কীর্ত্তন।

(তোমারই জয় তোমারই জয় তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়—স্থর।)

তোমারই জয় তোমারই জয়
হয়েছি হয়েছি আমি পরাজয়।

(তোমারই জয় তোমারই জয়
তোমারই জয় তোমারই জয়)

অসীম অনন্ত তব প্রভায়
বিশাল বিশ্ব হার মেনে যায়,
বলনা আমি কে তার তুলনায়
কীটাণুকীট্ বইত নয়।

আমিত্বের বলে বটে তোমায়
মানিতে চাইনে হে দয়াময়,
(কিন্তু) না মেনে পারা কি যায়
ডুবায়ে রেখেছ যে দয়ায়।

দয়াতেই বাঁচি থাকি ধরায়,
কেমনে তবে না মানি তোমায়,
কি জানি কি দয়া তোমার আমায়
মার খেয়েও দাও ভালবাসায়।

দেখে শুনে তাই বলি তোমায়,
তোমারে নাথ পারা নাহি যায়,
কর যা ইচ্ছা লয়ে আমায়,
হোক্ এ জীবনে তোমারই জয়। ১৫৬।

রামপ্রসাদী।

লও মা আমায় তোমার ক'রে,
আর রেখোনা আমার 'আমি'রে।
আমার আমি থেকেই ত মা—
মরিতেছি পাপ্ বিকারে,
(ওমা) তোমার আমি হতাম যদি
পাপ কি আমায় ছুঁতে পারে ?
সত্যিই কি আমার আমি মা
দেখনা গো বিচার ক'রে,
তুমি এনেছ এসেছি তাইত
রাখছ আছি তোমারই জোরে।

আমার আমি কিসেই বল
(আমার) স্বত্বই কি আমার উপরে ?
(ওমা) আমার আমি যা কিছু সব
তাতেই ত দেখি তোমারে।
তবে আমার আমি ভেবে
কেন মরি মোহে পড়ে,
(ওমা) তোমার আমি তোমারই আমি
হয়ে বেড়াই না সংসারে। ১৫৭।

বাউল।

(হরি প্রেমে মজা বড় বিষম দায়—সুর।)

কর মা কর আমায় অধিকার,
যেন গো স্বেচ্ছামতে চল্‌তে বল্‌তে না পারি আর।
শুনি প্রেতাত্মা যেমন, ধরে যারে মা যখন,
চলায় বলায় তারে তখন, তারই ভাবে অনিবার ;—

পবিত্রাত্মা ত মা তুমি,—ধরে তেম্‌নি আমার "আমি,"
চলাও ফেরাও দিবাযামী তব বশে তায় এবার।
চুম্বুক পাথরে যেমন, লোহায় করে আকর্ষণ,
কর তেম্‌নি আমার মন, অনুগামী মা তোমার—
ফেরাবে তায় যখন যেমন,—ফির্‌বে সে তেম্‌নি তখন,
থাক্‌বে না স্বেচ্ছা আপন
(হবে) তব ইচ্ছাই ইচ্ছা তার। ১৫৮।

বাউল।

(এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন —সুর।)

(আমি) কর যোড়ে করি নিবেদন,
ওহে মনোহরণ হরি হরণ কর আমার এ পাপ্ মন।
অস্থির চঞ্চল হয়ে, এদিক ওদিক্ করিয়ে
কেন আত্মহারা হয়ে
করে সে ভ্রমণ—

জীবন্ত রূপেতে যখন আছ সম্মুখে অনুক্ষণ,
কেন হয়ে মোহিত-মন
করেনা রূপ দরশন।
তাই বলি ওহে হরি, রাখ মন মোহিত করি,
যেন আর করিতে নারি
তোমারে ছেড়ে গমন,—
যদি কোন দিকে কখন, করিতে চায় এ মন গমন,
অমনই সেই খানে তখন
কোরো ওরূপ প্রদর্শন।
কোন কিছু ছাড়া তুমি থেকো নাহে হৃদয় স্বামী,
তাহলেই মন দিবাযামী
করবে তোমায় বিচরণ ;—
যেখানে যেদিকে যাব, সেথাই তুমি দেখ্‌তে পাব,
আর কি তোমা ছাড়া রব
হব যোগে নিমগন। ১৫৯।

মল্লার।—যৎ।

(দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়—সুর।)

বিশুদ্ধ কর দেব আমার মন,
যেন কুচিন্তা কুদরশনে হয়না সে পাপে মগন।
(ওহে) শুদ্ধ দেব সর্ব্বময়, আছ জানিয়া নিশ্চয়,
করি যথা আঁখি যায়,
তোমারে হে দরশন।
নরনারী সবার মুখে, তব রূপাদর্শ দেখে,
নির্ম্মল পবিত্র চক্ষে
করি সবে নিরীক্ষণ;
কেশব-জীবন ধরি হৃদে, মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দে,
বিশুদ্ধ দেব চরিত্রে
নিত্য করি বিচরণ। ১৬০।

বাউল কীর্ত্তন।

(চাই দয়ালের নাম চাই—সুর।)

তাই তোমারেই চাই,
(আমি) আর ত কিছু নাহি চাই।
(ওহে) তোমায় পেলে যা চাই আমার
সকলই যে হাতে পাই।
এদিক্ ওদিক্ সেদিক্ করে
এ ও সে তার তরে
কেন বৃথা ঘুরে ঘুরে
এ প্রাণ হারাই।
(এই যে আমার প্রাণ-স্বামী) (কেন দেখি নাহে)
(তাই) এ ও তা ছেড়ে
থাকি হে তোমায় ধরে
পাব তায় একত্বরে
যা কিছু আমার চাই—

তোমায় ছেড়ে যে দিকে যাই,
(আমি) এক্ নয় আর এক দিক্ হারাই
কিন্তু যখন তোমারে পাই
(আমার) অভাব কিছুই থাকে নাই। ১৬১।

বাউল।

(মাত্‌লে ত একেবারে—স্বর।)

কর এ দুর্ব্বলে মা ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান ;
কর ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান যায় দুর্ব্বল হয় বীর পালোয়ান।
(ব্রহ্ম সন্তান ঈশা সমান হে)
হয়ে ব্রহ্ম-বলে বলী,
এ জীবনে চলি বলি
জয় মা মা মা বলি
করি সব পাপ্ বলিদান।—

ব্রহ্ম-বলে পাপ নাশি,
(ওমা) হই আমি অবিনাশী,
লয়ে সব জগৎবাসী
(সদা) করি মার নাম গান। ১৬২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া খ্যাম্‌টা।

(আমি) এসেছি তাই শুনে
পাপী তরাও নাকি নিজ গুণে ?
তুমি না নব বিধানে
স্বয়ং আসি ধরাধামে,
খুঁজিতেছ পাপী জনে
স্থান দিতে ওচরণে ?
তবে ত আমার মতন
পাপী বল কে বা এমন,
দেখাও দেখি দয়া কেমন
উদ্ধারি এ নরাধমে। ১৬৩।

ভঁয়রো।—ঠুংরী।

(জয় ভব কারণ।—স্থর।)

(জয়) মা মা মা বলে জাগি প্রাতঃকালে,
হেরি মাকে হৃদ্‌কমলে করি প্রণাম।
(আবার) মা মা মা বলে উঠি মায়ের কোলে,
মার প্রেমস্তন্য সুধা করি পান।
যেখানে মার যত ছেলে, ইহকালে পরকালে,
(আজ) মার প্রেমে গলে সবে করি প্রেমদান;
(আয়) মা মা মা বলে মিলে সব মার ছেলে
করি আজ সমতানে মার নাম গান।
মা মা মা বলিলে মোহ নিদ্রা যাবে চলে,
(ওরে) হবে পাপ তাপ দুঃখ সব অবসান;
(তবে) মা মা মা বলে মায়ের চরণ তলে
(আজ) করি নিজ আমিত্ব বলিদান।

আমিত্ব বলি দিলে বলী হব মার বলে,
হয়ে রব মার কোলের প্রিয় সন্তান ;
(তাই) মা মা মা বলে ব্রহ্মানন্দে গলে
(আজ) লভি এই ধরাতলে স্বর্গধাম। ১৬৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া খ্যাম্‌টা।

(কেবল) গান গেয়ে কি হবে ?
যদি গানে প্রাণে এক না হবে।
মুখেই সুধু গান গাইলে,
জীবন তার না সাক্ষী দিলে,
কি ফল রে মন তাতে ফলে,
কথায় কি চিড়ে ভিজিবে ?
(অতএব) যদি গান গাইতে চাও,
মনটী খাঁটী করে লও,
প্রাণের তানে গানটী গাও,
(সবে) স্বর্গ দেবে নিজেও পাবে। ১৬৫।

বাউল।

(ওরে আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখী গাওনারে—সুর।)

(এখন—আর) কি ভিক্ষা চাব হরি তোমারে ?

(ওহে) যা ইচ্ছা কর না তোমার

লয়ে এবার আমারে।

(আমায় মার ধর যা হয় কর)

এই দেহ মন্ সংসার, কিছুই নহেত আমার,

তোমার ধনে চুরি করে বলি সব আমার,

(এখন্ কবুল জবাব দিই হে)

যখন বামাল সুদ্ধ চোর ধরেছ—

(আর) ছাড়্‌বে কেন আমারে ?

(আর ছেড়োনা হে)

দাও পায়ে প্রেম্‌বেড়ী, (হাতে) কর্ম্মের হাত কড়ী,

চলাও ফেরাও বেঁধে দিয়ে সুনীতি-দড়ী,

আর আমার "আমি" রেখো না হে—
(এবার) রাখ তায় কয়েদ করে।
(চির দিনের তরে হে)
আমি কয়েদীর বেশে, থাকি তোমারই বশে
উঠি বসি খাই পরি তোমারই আদেশে,
(আবার) যখন দ্বীপান্তর করিবে আমায়—
(দেখো) রেখো তোমার শ্রীঘরে।
(তোমার ভক্ত-পুরে হে) ১৬৬।

খাম্বাজ।—খ্যাম্‌টা।

(কেন ভাল বাসেনা মা তোমায়—স্বর।)

আমি ত পাল্লাম না আমায় করিতে তোমার,
বল বল বল গো মা হবে কি উপায় আমার।
কথাছিল ভবে আসিয়ে, তোমারই ইচ্ছা পালিয়ে,
তব প্রিয় পুত্র হয়ে করিব বিহার,—

কিন্তু হায় তা না করিয়ে, আমিত্বে আত্ম বিকায়ে,
পাপে তাপে দগ্ধ হয়ে, করে মরি যে হাহাকার।
হয়েছি দুর্ব্বল এমন, উঠিতে হয় যে মা পতন,
দুর্ব্বল চঞ্চল এ মন ঘুরে বেড়ায় চারিধার,
যদি মাগো নিজ জোরে আমিত্ব বিনাশ করে,
ধর মাগো ধর মোরে, তবেই আমি হই মা তোমার।
১৬৭।

ললিত।—একতালা।

(মন একবার হরি বল—স্বর।)

আমায় কর জয়, কর জয়, কর জয়,
(আমার) আমিত্ব করিয়ে জয় দাও দয়ার পরিচয়।
"আমি" "আমার" আছে যাহা
কর কর লয় তাহা,
"আমি"-হীন হয়ে আমি লই তোমার পদাশ্রয়।

করে আমায় পরাজয়,

কর আমি কিছুই নয়,

নিরুপায় হয়ে আমি গাই কেবল তোমার জয়।

(হোক্) তোমারই জয় তোমারই জয়,

আমারই ত পরাজয়,

তোমার জয়েই আমার জয় আমি হই তোমাময়। ১৫

রামপ্রসাদী।

আর কি মাগো ছাড়ি তোরে,

(আর) কোথায় যাবই বল আর তোরে ছেড়ে।

রাখ্ মার্ আর ভয় দেখা মা

যা হয় কর গো তোর বিচারে ;

যখন ধরেছি ছাড়ছিনা দেখি

মা হারে কি ছেলে হারে।

কুপুত্র হলেও মা আমি তোর,

কুমাতাত আমার নয় রে ;

(তবে) দেখ্‌বই দেখবো মা তুই কেমন
পড়ে থাকি চরণ ধরে। ১৬৯।

মল্লার।—যৎ।
(দুঃখেতে পাই যদি—সুর।)

কি আর বলিব গো মা তোমায়,
কর কর দয়াময়ী যা ইচ্ছা তোমার হয়।
দিয়ে সন্তান রতন করিলে আবার হরণ,
শোকেতে মগন মন
রোগে জীর্ণকায়,—
মা ভায়ের পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় গৃহচ্যুত,
করিলে যদি গো মাতঃ
কর আর যা বাকী রয়।
তুমি যদি মার মোরে, কে বল রাখিতে পারে,
পারবোনা ত তোমার জোরে,
বিফল আমার চেষ্টায়,—

তাই বলি রাখ মার, করবেই ত যা ইচ্ছা ক
আমি ত গো মা তোমার
তবে আর কি আমার ভয়। ১৭০।

বাউল।

(মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী—সুর।)

চল্ রে মন চল্ রে চল্ চল্ তরা করে যাই,
(ঐযে) ডাকিছেন মা আয় আয় বলে
মা মা বলে চল্ রে ধাই।
(দুঃখীবলে দয়া করে রে)
আমি যে মার শিশু ছেলে,
(মা) থাকতে নারেন আমায় ফেলে,
(মায়ের আমার এম্‌নি দয়াই রে)
(আমায়) স্তন্য দিতে কোলে তুলে
(মা) ডাকিছেন আদরে তাই।

দেখিছত এ সংসারে,
দুঃখ বই সুখ নাই রে,
তবে কেন মাকে ছেড়ে
ঘুরে ঘুরে প্রাণ হারাই।
বুঝেছি এবার সার,
এসংসারে সব অসার,
(কেবল) মা আমার আমি মার,
মা বই আমার কেহ নাই।
(আর আমার কেহ নাই রে) ১৭১।

বাহার।—একতালা।
(ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্—সুর।)
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্,
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্,
(ব্রহ্ম আমায় কৃপা করহে।)
ব্রহ্মকৃপা বিনা মম নাহি কিছু সম্বলম্।

(এই) ধন জন জীবন যৌবনম্

কিছুই নহে চিরদিনম্

মুদিলে এ দুনয়ম্ কি আর অবলম্বনম্।

(তাই) ব্রহ্ম কৃপা কর বলে

নিশ্চন্তে মায়ের কোলে

(ব্রহ্ম আমায় কৃপা করহে) (আমার আর উপায় নাই হে কৃপা বিনা)

থাক যথা শিশু ছেলে, ব্রহ্মানন্দে মগনম্ ১৭২।

কীর্ত্তন।

((দয়াল বলনা ওরে রসনা—সুর।)

আমার মা আমার মা আমার মা বলে,

একবার ডাক্‌রে মন মায়ের ছেলে,

যদি পেতে চাও——স্থান মায়ের কোলে

তবে শিশু হয়ে ডাক মা বলে।

(কৃপা শিশুর মত)

আমিত্ব ত্যাগিয়ে——মায়ের শিশু হলে,
মা কি থাক্‌তে পারেন শিশু ফেলে।
(কৃপাময়ী মা)
তবে মাকে ডেকে——দেখ হৃদ্‌কমলে,
থাক নিশ্চিন্তে মার কোলে কোলে
(মাকে ছাড়বো না বলে) ১৭৩।

রামপ্রসাদী।

(এবার) পালাই পালাই ডাক ছেড়েছি।
(হায়) কে আমি কোন্ দেশে এসে
এ কি করে বেড়াইতেছি।
কিই বা করি কোথায় যাই কিছুই না ত বুঝিতেছি ;
(হায় রে) যা করি তা করে যেন
অন্ধকারেই ঢিল্ ছুঁড়তেছি।

অন্ধ হয়ে অন্ধকারে যে দিক্ যাই ঠোক্কর খাইতেছি ;
(তাই) দেখে শুনে ঠকে হতভম্ব হয়ে বসে আছি।
(কিন্তু) হাঁপু হাঁপু প্রাণ্ যে করে
আর ত সইতে নারিতেছি ;
ওগো কে আছ তার না এসে অন্ধ আমি কাঁদিতেছি।
(একবার এস এস গো) (দয়া করে এস গো) ১৭৪।

বিভাস।—একতালা।

(বড় সাধ মনে—সুর।)

(আর) পারিনা পারিনা পারিনা যে আমি
সহিতে এ পাপ যাতনা,
ওগো কে কোথায় আছ এসনা এসনা
এসে পাপী জনে তারনা।
(হায়) মোহেতে পড়িয়ে, অন্ধ হইয়ে,
দেখিতে যে কিছু পাই না।

বুঝি ভাবে বটে, আছ কে নিকটে,
কইত তেমন বুঝেও বুঝিনা।
কে যেন আমারে, আছে কোলে করে,
(কিন্তু) চিনেও ত চিনিতে পারিনা।
আঁধারে আঁধারে, হাতাড়ে হাতাড়ে,
পাই পাই পাই পাই না।
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি
কে যেন ধরিতে দেয় না।
(এই) চঞ্চল পরাণে, চঞ্চল এ মনে,
হয় না ত কিছু ধারণা।
হৃদয় আকাশে, আসে যায় আসে,
মেঘসম কত কল্পনা।
(হায়) তারা সব ঘিরে, দেয় না আমারে
হেরিতে পরাণ চাঁদিমা।
(তাই) যদি কর অবস্থান প্রাণে প্রাণের প্রাণ,
তবে কেন দেখা দেবেনা।

নাশি অসার কল্পনা, আমিত্ব কামনা,

নিজে এসে দেখা দাও না।

(তুমি দেখা নাহি দিলে, (আমায়) তোমার না করিলে

কিছুতে আমার যে চলে না।

করি আমারে তোমার, তোমারে আমার,

আমার তুমি হয়ে থাকনা।

জীবন সঁপিয়ে তোমারে, লভিয়ে তোমারে,

(আমি) ভুলি সব প্রাণের যাতনা (পূর্ণকাম হয়ে)

১৭৫।

ভৈরবী।—একতালা।

(জানিনা শুনিনা বুঝিনা—সুর।)

জানিনা জানিনা পূজিতে তোমায় কেমনে পূজিতে হয়,

বলনা বলনা ভবে হবে কি মা কেমনে জীবন রয়?

বুঝেছি বুঝেছি আমিত্বের তরে আমার গতি নাহি হয়,

শুনেছি শুনেছি মহাশক্তি তুমি নার কি তারিতে হায়।

(আমায়)

এসনা এসনা আমিত্ব নাশিমা করনা তোমার আমায়,
দেখোমা দেখোমা হয়ে আমি তোমার হই ব্রহ্মানন্দময়।

১৭৬।

মল্লার।—আড়া ঠেকা।

(আনন্দ ঘন আঁধারে—সুর।)

(আজ) জন্মদিনে পুনর্জন্ম দেমা জন্মদায়িনী,
পুনর্জন্ম না পেলে যে বৃথা যায় জন্ম জননী।
(এ) জন্মে নব জন্ম পেতে, মায়ের সন্তান হতে,
দিলে জন্ম যে জগতে
কই তা হলো অন্তর্যামী—
যখন মা গো জন্ম দিলে স্বাধীন করে গঠিলে
দেখমা হায় তারই ফলে,
হলাম পাপের অনুগামী।
(তাই) মা সে স্বাধীনতা হরে, আমিত্ব বিনাশ করে,
কর আমায় তোমার করে
পরিচালন দিবাযামী—

জন্মে জন্মান্তর লভিয়ে, নব পুনর্জ্জন্ম পেয়ে,
(সার্থক জন্ম হইয়ে) ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে
প্রিয় তব হই জননী। ১৭৭

ললিত।—ঝাঁপতাল।

(কিভয় ভাবনা—সুর।)

কি আর বলিব তোমায়,
কি আর আছে বলিবার (আমার)
করিলে, করিছ, কর,
যা আছে মনে তোমার।
দয়া করে নিজ গুণে,
দিয়াছিলে যে রতনে
লইয়া গেলে কেমনে
বল সে ধনে আবার ?

কেন সবে কাঁদাইলে,
গৃহটী শূন্য করিলে,
কেন এ শোকে ভাসালে
আত্ম, বন্ধু, পরিবার।
তুমি মঙ্গলময়ী নামে
পরিচিত ধরাধামে,
এই কি মঙ্গল বিধানে
হলো গো তব বিচার ?
কিন্তু মা বিধি তোমার
বুঝিব কি সাধ্য তার,
মার খেয়েও বারম্বার,
যাচি জয় হউক তোমার। ১৭৮।

বাউল।—একতালা।

(তোমায় ভাল না বেসে কে থাকিতে পারে—সুর।)

আমার মত কৃপাপাত্র কে আর তোমার,
কৃপাময়ী মা দেখ করে বিচার।
(হয়ে) তোমার সন্তান পেয়ে কত দান
হলো না সংস্থান কিছুই আমার ;—
(হায়) এ সংসার পথে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
হেন মা থাকিতে (যেন) কেউ নাই আমার।
(দেখ) আমি আমি করে, পাপ মোহ ঘোরে
মরি ঘুরে ঘুরে নাই বিরাম তার ;—
(ওমা) কি মোহে পড়ে, মহাপাপ করে
মরি জ্বলে পুড়ে তবু যে অসাড়।
(হায়) এত দুঃখ পাই, তবু চেতন নাই,
যেতে নাহি চাই পথে তোমার ;—

(নাই ত) আমার মত দীন শক্তি সাধ্য হীন
হয়ে জ্ঞান হীন তবু করি অহঙ্কার ?
(তাই) নিজ কৃপাগুণে যদি এ অধমে
না রাখ চরণে (তবে) যাই কোথা আর,—
(তব) কৃপা বিনা আর কি উপায় আমার,
বুঝেছি মা সার দোহাই তোমার। ১৭৯।

ঝিঁঝিট।—ঝাঁপতাল।

(জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী—স্বর।)

ধন্য ধন্য কৃপাময়ী জননী আমার,
নমি কৃতজ্ঞ-অন্তরে তোমায় বারম্বার।
তুমিই নিজ কৃপাগুণে, জন্ম দিলে এ সন্তানে,
তুমিই নানা বিঘ্ন হতে করিলে উদ্ধার, (তায়)
আজ আবার দিয়ে নাম, করি প্রেম-অন্ন দান,
দিলে পরিচয় গো মা করুণাই তোমার।
এত যদি কৃপা জান, কর এই বরদান,
আমাদের এ শিশু যেন হয় মা তোমার,

(তব) ইচ্ছা যা তার জীবনে, কর পূর্ণ নিজগুণে,
ভিক্ষা এই ও চরণে আমাদের সবার। ১৮০।

ঝিঁঝিট।—পোস্তা।

(হরি কাণ্ডারী যেমন—সুর।)

দেখি মা দেখি দেখি
দেখি কেমন রূপটী তোমার;
নিরাকারে প্রাণাধারে যেরূপ ধরে কর বিহার।
আমি-হীন কর মোরে,
হেরি আমি মা তোমারে,
তুমি আমি একাকারে
যোগের ভরে ডুবি এবার। ১৮১।

খাম্বাজ বাহার।—কাওয়ালী।

(এই নিবেদন তব চরণে—সুর।)

এই ভিক্ষা আজি মা জন্মদিনে, ধরি চরণে,
দেখো যেন তব ইচ্ছা পূর্ণ হয় মা জীবনে।

প্রিয় কার্য্য তোমার ক'রে,
প্রিয় তোমার হবার তরে,
প্রিয় নাম দিয়ে যদি পাঠালে এ ভুবনে,
(আমায়) অপ্রিয় যা আছে তোমার
আমিত্ব পাপের বিকার,
(তবে) করি তা সব সংহার
প্রিয় তব কর দীনে। ১৮২।

রামপ্রসাদী।

কেন তোর এত ভাবনা,
ওমন ভেবে তো আর কূল পাবিনা।
যতই ভাবিবি রে মন ততই বাড়িবে ভাবনা,
(শেষে) ভেবে ভেবেই প্রাণটী যাবে
ফল ত তার কিছুই হবেনা।
তাই বলি ভাবনা ছেড়ে তাঁরই হাতে ভার দাও না,
যিনি মা মঙ্গলময়ী ভাল বই মন্দ জানেন না। ১৮৩।

খট ভৈরবী।—পোস্তা।

(থাক্‌বো না আর এ পাপ রাজ্যে—সুর।)

তুমি মাত্র ভরসা হে
আর ত কেহ নাই আমার,
তুমি বিনা জানে কে আর
করিতে পাপীর উদ্ধার।
জীবনের পরীক্ষায় শিক্ষা
পেয়েছি বিলক্ষণ এবার,
(তব) ব্রহ্ম কৃপা বিনা জীবের
নাহিত গতি কিছু আর।
তবে বল তোমায় ছেড়ে
যাব কার কাছেতে আর,
রাখ মার পড়ে থাকি
ছাড়্‌চিনে ওচরণ তোমার। ১৮৪।

ভৈরবী।—একতালা।

(তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ—স্বর।)

তোমারই ইচ্ছা কর মা পূর্ণ
এ শিশু জীবনে,
(আজ) সপরিবারে ভকতিভরে
যাচি গো চরণে।
তোমারই প্রসাদে শিশুর জনম,
তোমারই প্রসাদে তাহার জীবন,
(তায় এখন) নামে পরিচয় দিলে মা যখন,
(জয়) জয় তব গাই সঘনে।
দীনহীন মোরা কি দিব তোমায়,
কৃতজ্ঞতাভরে পুরিত হৃদয়,
(দেখো) শিশুটী যেন মা তোমরই হয়,
(মোদের) এই ভিক্ষা চরণে। ১৮৫।

আলেয়া।—যৎ।

(আমি সহজে মিলিত হই—স্থর।)

বল্‌বো কি আর মা গো তোমায় বলবার কিছুই নাই,
(জানি) ভাল বই মন্দ ত কিছু তুমি করবে নাই।
(তবু) ঘর পোড়া গরু যেমন
আমার মন্ যে মা হয়েছে তেমন,
(যদি) তুমি অভয় দাও গো এখন
তবেই অভয় পাই।
(জানি) বিপদের পর বিপদ দিয়ে,
নিতে চাও খাঁটী করিয়ে,
(তবু) বুঝেও যে মা না বুঝিয়ে
কেবল কষ্ট পাই।
(এখন যদি) সন্তবে মা কৃপাগুণে,
নিবাও এ বিপদাগুণে,
(দেখো) কলঙ্ক যেন মা নামে
এবার রটে নাই। ১৮৬।

ললিত।—ঝাঁপতাল।

(কি ভয় ভাবনা রে মন—সুর।)

(আমার) মা তুমি আছ গো যখন,
ভয় কিবা বল তখন
মা থাকিতে ছেলের কখন
বিপদ্ কি ঘটিতে পারে ?
পড়ে বিপদ সাগরে,
মা বলে ডাকিলে পরে,
লয়ে আমায় কোলে করে
অভয় দাও যে বারে বারে।
(তবে) সকল ভার তোমায় দিয়ে
থাকি মা নিশ্চিন্ত হয়ে,
(কেবল) ডাকি মা মা মা বলিয়ে,
ভয় ভাবনা যাবে দূরে । ১৮৭ ।

ঝিঁঝিঁট।—পোস্তা।

(হরি কাণ্ডারী যেমন—স্থর।)

আয়না মা দেখি তোরে, রাখি প্রাণের ভিতরে,
তোরে না দেখ্‌লে পরে বাঁচি বল্‌ মা কেমন করে ?
শুনি যে পাপীরে ছেড়ে, থাকিস্‌নে মা কভু দূরে,
তবে বল্‌ কিসের তরে
থাক্‌তে কাছে না পাই তোরে ?
বুঝি আমিত্ব বিকারে রেখেছে অন্ধ করে,
আমিত্ব দে নাশ করে,
মা বলে তোয় ধরি জোরে।
চির সাধ পূর্ণ করে সদা তোয় সাম্‌নে হেরে,
জীবন সঁপে মা তোর্‌ করে,
তোর হয়ে থাকি তোর ঘরে। ১৮৮।

ঝিঁঝিঁট।—খ্যাম্‌টা।

এই যে মা আছ তুমি
আছ আছ আছ তুমি,
আছ তাই আছি আমি,
তোমায় আমি আমায় তুমি।

দেখাও দেখি শুনাও শুনি,
চলাও বলাও সবই তুমি,
প্রাণের প্রাণ হৃদয়স্বামী,
তুমিই যে মা আমার তুমি। ১৮৯।

রামপ্রসাদী।

(এ যে) এলাম মা তোর প্রেম ক্রোড়ে,
তবে ভাবনা আমার কি তার তরে ?
চোখের রোগে কর্ম্মযোগে
আন্‌লে আমায় এ কোন্ ঘরে,

এতো ঘর নয় তোর প্রেম ক্রোড়

থাকি না মা মজা করে।

চোখের দফা যা হয় রফা

করিস্ মা তোর সুবিচারে,

(এবার) যেন অন্তর চোখে দেখে তোকে

থাকি মজে যোগের ভরে। ১৯০।

রামপ্রসাদী।

আয়রে মন মার কোলে বসি,

মার প্রেমস্তন্য সুধাপানে বিষয় ক্ষুধা তৃষা নাশি।

আহা কিবা মায়ের আমার প্রেমাননের মধুর হাসি,

একবার দেখি ২ আবার দেখি দেখে যোগানন্দে ভাসি।

সাধ বড় হয় মা মনে মার অঙ্কে যাই মিশি,

আমার আমিত্ব বিনাশি নিত্য নাচি কাঁদি গাই হাসি।

১৯১।

খাম্বাজ।—একতালা।

(মা মা বলে আর ডাকিব না—সুর।)

মা মা বলে ডাকরে রসনা।

মা যার আছে তার কি ভাবনা ?

মায়ের মতন কেবা আর এমন,

যাঁর স্নেহে মুগ্ধ হয় পাপীর মন,

আমার জননী, করুণারূপিনী,

(ও) তাঁর দয়ার কোথাও না দেখি তুলনা।

মার কাছে করি অপরাধ কত,

অবাধ্য হই তাঁর দুষ্ট ছেলের মত,

মা তবু আমারে এক দণ্ড ছেড়ে,

আর কোথাও যেন থাকিতে পারেন না।

(হায়) এমন স্নেহ আর কোথা বা পাইব,

মাকে ছেড়ে তবে কোথা বা যাইব,

আমি যে মায়ের মা যে আমার,

মার ক্রোড় আমি আর ছাড়িব না। ১৯২।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

(কোথায় বিপদ ভঞ্জন—সুর।)

(আয়) আয় মা আমার,
মা বিনে সন্তানের কেহ নাই ত আপনার।
ডাকি তাই মা বারে বারে, সন্তান বলে দয়া ক'রে
আয় আজ এদীনের ঘরে পূজি তোরে একবার।
পড়ি, মোহ পরমাদে, বিপদে মা পদে পদে,
স্মরেছি তাই ও শ্রীপদে, কর গো নিস্তার,—
দুর্গতি-নাশিনী হয়ে, সন্তান গণে সঙ্গে লয়ে,
আসিয়ে মম হৃদয়ে, চিরবাস কর এবার।
লোকে ত তিন দিনের তরে, কল্পনার মূর্ত্তিগ'ড়ে,
পূজি কত উপচারে, বিসর্জ্জে আবার ;—
দুঃখী পাপী অবোধ আমি, কল্পনা পূজা না জানি,
জানি চিণ্ময়ী মা তুমি, পেয়ে কি ছাড়িব গো আর।

আমার নাই বাহ্য আয়োজন, নৈবিদ্য যাগ যোগ্য কি হোম্,
কেবল আছে অধম জীবন, নেমা উপহার ;—
পাপ প্রবৃত্তি নিচয়ে, তব পদে বলি দিয়ে,
থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে, এই যাচি বারম্বার। ১৯৩।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি —সুর।)

আয় মা আয় মা আয় মা দুর্গে দুর্গতিহারিণী,
দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ডাকি গো জননী।
দুঃখ-হরা তব নাম, নামে হয় পাপ অবসান,
(ও তোর) স্মরণে যে পরিত্রাণ হয় মা নিস্তারিণী।
ডাকি তাই কাতর প্রাণে, উদ্ধারিতে দীন জনে,
সচ্চিৎ-আনন্দ বরণে আয় মা দীন জননী।
পাপাসুরের অত্যাচারে, বাঁচিনা আর এ সংসারে,
সিংহ-বলে নাশ অসুর পাপাসুর-নাশিনী।

পুণ্য-কর্ত্তিকেরে লয়ে, সিদ্ধি-কাম গণরায়ে,
লক্ষ্মী সরস্বতী সনে এস জগত্তারিণী।
উৎসব আনন্দে মাতি, পূজি তোমায় দিবা রাতি,
(আমার) পাপ দুঃখ হরি শান্তি দেমা শান্তিদায়িনী

১৯৪

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

(শান্তিনিকেতন ছেড়ে আয় কোথা শান্তি—সুর।)

দুর্গতি-নাশিনীরূপে এস জননী আমার,
তুমি বিনে বল কে মা নাশে এ দুর্গতি আর।
হয়ে পাপে তাপে জীর্ণ, দুঃখ দারিদ্র্যেতে পূর্ণ
ধরম করম হীন, দুর্গতির নাই অন্ত আর।
ডাকি তাই গো মা কাতরে, আসিয়ে সপরিবারে,
দীনজনে দয়া করে, করমা উদ্ধার ;—
দিগন্ত বাহু প্রসারে, সিংহ-বল পদ-ভরে,
অনন্ত শকতি ধরে নাশ পাপাসুর এবার।

লয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণপতি,
কার্ত্তিক পুণ্য-মূরতি সবে একাধার ;—
এস মা হৃদয়াসনে, সচ্চিদানন্দ বরণে,
সার্থক করি জীবনে, পূজি তোমায় অনিবার।
অনুতাপ-গঙ্গা-জলে, ভক্তি-প্রীতি-বিল্বদলে,
অঞ্জলি ও চরণ তলে, দিব উপহার ;—
জীবন-নৈবেদ্য দিয়ে, পুণ্য-হোমাগুণ জ্বালিয়ে,
পাপ বলিদান করিয়ে, হইব গো মা নিস্তার।

———— ১৯৫।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

(মা বিশ্বজননী পতিতোদ্ধারিণী—সুর।)

মা দুর্গতিহারিণী, অসুর নাশিনী।
প্রকাশ রূপ মাধুরী দেখি গো জননী।
পাপাসুরের অত্যাচার, সহিতে পারিনে যে আর,
কর মা তুমি নিস্তার, ওগো নিস্তারিণী।

লক্ষ্মী সরস্বতী সনে, আসি তবে হৃদয় ধামে,
উদ্ধার এ পাপী জনে, পতিতোদ্ধারিণী। ১৯৬।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

কবে আমার মন, শ্রীদুর্গা চরণ,
পূজে সার্থক জনম হইবে। (হায়)
কবে ছাড়ি সব অসার পুতুল খেলা,
তামসিক আচার বাহ্য ফোঁটা মালা,
চিন্ময়ী মায়ের জীবন্ত প্রেম-লীলা,
হেরি দিব্যজ্ঞান লভিবে।
কবে আদ্যাশক্তিরূপে মাকে হেরে,
পাপাশক্তি আমার যাবে সব দূরে,
লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে মা অন্তরে,
নিত্যকাল বিরাজ করিবে;—

কবে শীরোপরি ধরি মার চরণ,
সিংহ-সম বল করিবে অর্জ্জন,
দুর্গতি অসুরে করিয়ে নিধন
চিরশান্তি লাভ করিবে।
কবে প্রেম-ফুলে ভক্তি-শতদলে,
নয়নের অনুতাপ-গঙ্গাজলে,
অঞ্জলি অঞ্জলি দিয়ে চরণ তলে,
পুর্ণ মনস্কাম হইবে ;—
কবে মা মা বলি ডাকি উচ্চৈঃরবে,
বৈরাগ্য-অসিতে আত্মবলি দিবে,
পুণ্য-হোম-আগুণে রিপু ভস্ম হবে,
ভাগবতী তনু পাইবে।
কবে প্রাণ ভরি জপি দুর্গা নাম,
ঘুচিবে দুর্গতি হবে শুদ্ধ প্রাণ,
চতুবর্গ লভি যাবে মোক্ষধাম,
ভবজ্বালা সব এড়াবে ;—

প্রেমময়ী মাকে পূজে প্রেম ভরে,
কবে সর্ব্বজীবে প্রেমালিঙ্গন ক'রে,
ভাসিয়ে অনন্ত আনন্দ সাগরে,
অনন্ত উৎসবে মাতিবে। ১৯৭।

রামপ্রসাদী।

এবার দুর্গোৎসব করিব,
মা দুর্গতি-হরাকে পূজে দুর্গতির হাত এড়াইব।
হইয়ে একাগ্র চিত্ত মায়ের বোধন করিব,
ও তাঁর পাদ-পদ্মে মানসঘট স্থাপন করে সুখী হব।
আদ্যাশক্তি ভগবতীরূপে মাকে আরাধিব,
তাঁকে সত্য শিব সুন্দর আদি সকল সাজে সাজাইব।
ত্রিকালজ্ঞ মায়ের আমার ত্রিনয়ন নিরখিব,
ও তাঁর দশদিকে দশবাহু বিস্তৃত দর্শন করিব।

মাতা পিতা অভেদ জানি মায়েই মহাদেব ভাবিব,
ঐ ধন জ্ঞানের আধার মাকেই লক্ষ্মী সরস্বতী কব।

মাকেই শুভ সিদ্ধসাতা গণেশ-রূপে আরাধিব,
আমি বাহন-মুষিক হয়ে চরণ সেবা করিব।

জয়দাতা কার্ত্তিক ভাবে মা জননীকে পূজিব,
আমি ময়ূর হয়ে পিঠে করে তাঁহারে লয়ে বেড়াব।

মার পাদস্পর্শ করে সিংহ সম বল পাইব,
ও তাঁর অনন্ত শক্তির সাহায্যে পাপাসুরকে বধ করিব।

দেবতা চরিত্র হৃদে চাল চিত্র করে আঁকিব,
ঐ সর্ব্ব মুলাধার মাকে হৃদ্‌সিংহাসনে বসাব।

চিদানন্দ তীর্থ নীরে মাকে আমার স্নান করাব,
তাঁকে নব পত্রীর নবরূপে অধিষ্ঠিতা নিরখিব।

অবিশ্বাস বলি দিয়ে চক্ষুদান লাভ করিব,
মায়ের কোটীচন্দ্র-জিনি-প্রভা হেরে কৃতার্থ হইব।

সাধনের জাগদীপ উজ্জ্বল করে জ্বালিব,
তাকে সংসারের কুবাতাসেতে নির্ব্বাণ হতে না দিব।

ব্রাহ্মণ হইয়ে মার পূজাতে প্রবৃত্ত হব,
আমার জীবন নৈবেদ্য করে তাঁকে উৎসর্গ করিব।

নামাবলী কণ্ঠে বেঁধে মার সম্মুখে দাঁড়াইব,
আমি ভক্তি জবা হাতে লয়ে চরণে অঞ্জলি দিব।

নয়নের গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধুয়ে দিব,
ও তা বিশ্বাস-বিল্বদলে প্রেম-চন্দনে চর্চ্চিত করিব।

আমার পাপমতি মায়ের ডাইনে বামে বলি দিব,
ঐ বলির কাটা মুণ্ডে মাকে মা মা বলিয়ে ডাকিব।

জয় মা জননী বলে জয় বাদ্য বাজাইব,
আমি ভাবে যোগে মেতে মার লীলা-চণ্ডী পাঠ করিব।

বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, মিলাইব,
এই পঞ্চ প্রদীপ সাজাইয়ে মায়ের আরতি করিব।

সাধু চরিত্রের ধূপ্ ধুনা ঘরের মাঝে জ্বালাইব,
ঐ বিনয়ের চামর লয়ে মায়েরে ব্যজন করিব।

পুণ্যের হোম-আগুণেতে অহং ঘৃতাহুতি দিব,
আমার ষড় রিপুর প্রধান কাঠ তাহাতে ভস্ম করিব।

প্রাণ মন অর্ঘ্যরূপে মায়ের পায়ে সমর্পিব,
আমার ধন ধান্য সব দিয়ে কনকাঞ্জলি করিব।

সুকুমারী ভাবে মাকে পূজে কুমার শিশু হব,
শেষে আত্ম-বিক্রয় করে পূজার দক্ষিণান্ত করিব।

কর্ম্ম যোগে সকল লোককে নিমন্ত্রণ করে আনিব,
মায়ের শ্রীচরণামৃত দানে সবারে তৃপ্ত করিব।

সতীত্বের ডালি লয়ে মায়েরে বরণ করিব,
আমার জন্ম সার্থকের শুভ সন্দেশ তাঁহাকে দিব।

চিণ্ময় সাগরে শেষে কল্পনায় বিসর্জ্জন দিব,
আমি আনন্দময়ীর পা ধরে আনন্দনীরে ভাসিব।

শান্তি জল লয়ে সব রোগ তাপ নিবারিব,
পরে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে সবে সংসারে স্বর্গ পাইব।

ভাই ভগ্নী সবে মিলে প্রসাদ-দৈকড়মা খাইব,
ও মার আশীর্ব্বাদ-সুধা-সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইব।

অশ্বমেধ-ফল লাভে যোগ-কৈলাসেতে যাব,
সেথা ভক্তবৃন্দ সাথে মার অনন্তোৎসবে মাতিব। ১৯৮।

রামপ্রসাদী।

মন তোমার কিসের ভাবনা ?
একবার মার চরণ স্মরণ লওনা।
মা যে জগৎচিন্তামরী ভাবেন জগতের ভাবনা ;
তবে থাকৃতে তিনি তুমি আমি
কি আর ভাবিব বলনা ?
মার পায়ে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকনা ;
ওমন যার ভাবনা সে ভাবিবে,
তোমার কেন বিড়ম্বনা ? ১৯৯।

রামপ্রসাদী।

আর কি বল দুঃখ রে মন ;
মা দুর্গতিহারিণী আমার এসেছেন ঘরেতে যখন।
পাপাসুরের ভয় আর কিবা করি বল এখন ;
আমার জননী যে ব্রহ্মময়ী
অসুরনাশিনী স্বয়ং।

মার চিরসহচরী লক্ষ্মী সরস্বতী দুজন ;
আমার এসংসার ছাড়িয়ে তাঁদের
যেতে কি আর দিব কখন ?
মার শুভ আশীর্ব্বাদে সার্থক হইল জনম ;
ও তাঁর পাদপদ্মে মতি যেন
থাকে আমার চিরজীবন। ২০০।

কীর্ত্তন।

(*যাদের হরিবল্‌তে নয়ন ঝরে—সুর।)
(জয় জয় জগতজননী—সুর।)

"জয় জয় দুর্গতি-হারিণীর জয়"
আজ সবে মিলে বল বল ভাই।
(আমরা) সব মার ছেলে প্রাণ খুলে মার জয় গাই।
(জয় মা জননী বলে রে।)
(মা) আদ্যাশক্তি ভগবতী,
ধরিয়ে অখণ্ড শক্তি,
(স্বয়ং) নাশিতে পাপ দুর্গতি এসেছেন ভাই।

(সচ্চিদানন্দ রূপে রে)

(আর আমাদের ভয় নাই রে)

(আর পাপের ভয় নাই রে) (মা এসেছেন)

ঐ মাকে পূজে হৃদ্ কমলে,

বলী হয়ে মার সিংহ-বলে,

(ঐ মার চরণ পৃষ্ঠে ধরে রে)

(এস) বিনাশি সব রিপুদলে চির শান্তি পাই।

(জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে রে)

(পাপ) রিপু অসুর জয় করিয়ে,

মার কৃপাতে শুদ্ধ হয়ে,

ভেদাভেদ সব ভুলিয়ে প্রেমে গলে যাই।

(কেন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই রে)

এক মার ছেলে হয়ে,

একই মাকে পূজিয়ে,

(সবে) এক প্রাণ এক হৃদয়ে থাকি এক ঠাঁই।

(সবাই আমরা এক মার ছেলে রে)

মা আমাদের আমরা মায়ের,

মার জয়ে জয় আমাদের,

(ও ভাই) জয় মা জননী বলে মার পায় লুটাই।

(মা মা মা বলে রে)

(সুর ফেরতা—পাঁথার হাঁট্‌খানি জল সাঁতার দিতে হবে—সুরে)

(বল) বল বল বল রে ভাই মায়ের জয় বল।

আমার মায়ের জয় বল রে ভাই

মায়ের জয় বল।

(বল বল বল বল রে)

ও যাঁর পুণ্য বলে পরাজয় হ'ল রিপুদল।

(জয় মা জননী বলে রে)

ও যাঁয় পূজে হৃদে পাপ জীবন হইল সফল।

ও যাঁর প্রসাদেতে আমিত্ব আজ বিনাশ হইল।

(এমন মা আর হবে না রে)

ও যাঁর নাম গানে ভাই ভাই এক প্রাণ হলো।

(দলাদলি রইল না, ভেদাভেদ রইল না রে)

ও যাঁর জয় গানে স্বর্গ মর্ত্ত একাকার হলো।

ও যাঁর কৃপাগুণে মর্ত্ত আজ স্বর্গধাম হলো।

(এম্‌নি মায়ের কৃপার গুণ রে)

ও ভাই এমন মাকে ছেড়ে আর যাবে কোথা বল,

(মাকে ছেড়ে যেয়োনা যেয়োনা)

এস মায়ের ছেলে মায়ের হয়ে থাকি ভাই সকল।

(আমরা কেউ কারুর পর নয় রে)

এস আলিঙ্গন দিয়ে সবে লই শান্তি জল।

(শান্তি শান্তি শান্তি বলে রে) ২০১।

রামপ্রসাদী।

আর কি ও কাল ডরাই তোরে ?

আমি চিনেছি যে এবার মা কালভয়নিবারিণী রে।

শব সমান করেছিলি বিষয়বিষ খাওয়ায়ে মোরে,
এই দেখ শিবত্ব দেবত্ব পেলাম জননীর পা বুকে ধরে।
পাপ মোহ রক্তবীজে ভয় আর কিবা ওরে ?
আমার মা যে ওতার মুণ্ড নেছেন
নিজহাতে ছেদন করে
ত্রিকালজ্ঞা কালরূপা বৈরাগিণী বেশ ধ'রে,
এক হাতে বিনাশেন অসুর অভয় দেন মা অন্য করে।
দুঃখ-অমানিশা এবে গেল কাটি একবারে,
ঐ মা পুণ্যের-দেয়ালী জেলে দিলেন যখন হৃদয় ঘরে।
দূর হরে অলক্ষ্মী তুই লক্ষ্মী এলেন আমার ঘরে,
ও তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্পকরথে
যাবো সুখে স্বর্গ-পুরে। ২০২।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

(কোথায় রহিলে নাথ—সুর।)

কোথায় মা দুর্গতিহরা, এস ভারতে একবার ;
দেখ মা আসিয়ে অসুর করিছে কি অত্যাচার।
তোমার সন্তানগণে, মজাইয়ে বিষপানে,
মারিছে সব ধনে প্রাণে,
দেখিলে বয় অশ্রুধার।
বালক যুবক বৃদ্ধ, করি সবে মোহে মুগ্ধ,
পাপের ভীষণ অস্ত্রে করিছে বিনাশ ;—
ঘরে ঘরে আগুণ জ্বালি, দেয় শত নরবলী,
কাতরে তাই তোমায় বলি,
রক্ষ মা দেশ এবার।
শুনেছি সকলে বলে, মা তোমার পুণ্যবলে,
দুর্দ্দান্ত প্রাপ অসুর হয় পরাজয় ;

বিলম্ব আর কেন তবে, বিনাশি মাদক দানবে,
কর গো মা আসি ভবে,
তোমার রাজ্য বিস্তার। ২০৩।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।
(কতকাল পরে—সুর।)

কত দিন আর ঘুমাইবে বল,
দেখ রে চাহিয়ে দেশ ধ্বংস হল।
আসিয়ে মাদক ভারত ভূমেতে,
মোহ-মুগ্ধ করে গ্রাসিল সকল।
যুবা বৃদ্ধ দলে ধরি একে একে,
নিপাত করিল জ্বালিয়া অনল।
কত রমণীরে বিধবা করিল,
কত শিশু দেখ অনাথ হইল।
দেখ গৃহে গৃহে অনল জ্বালিল,
গ্রামে গ্রামে শুন দেশ "গেল" "গেল"।

কোথা হ'তে আহা! এরাহু আসিল,
কেমনে বলরে দেশেতে পশিল।
ধরিছে, মারিছে, গ্রাসিছে, দহিছে,
অকালে এ যে রে প্রলয় আনিল।
এদেখে কেমনে, আছ থির হয়ে,
উঠরে জাগিয়ে বিলম্বে কি ফল।
ভগবানে স্মরি বিনাশরে অরি,
নহিলে ভারত ডুবিল ডুবিল। ২০৪।

রাগিণী ললিত।—তাল যৎ।

(কি ভয় ভাবনারে মন—সুর।)

সুরাপান করিসনে রে ভাই ধরি তোদের দুটী পায়।
জানিস্ না কি সুরাপানে লোক ধনে প্রাণে মারা যায়।
কেন ক্ষণিক সুখের আসে,
মজিস্‌রে ভাই সুরা রসে (রে),
সে যে বদ্ধ ক'রে মোহ পাশে নরকেতে লয়ে যায়।

দেখ্‌ছ না কি কত লোকে,
পড়িয়ে সুরার পাকে (রে) ;
ওই জীর্ণ হয়ে রোগে শোকে, অকালে মরিছে হায়।
আবার দেখ্‌রে সুরার তরে,
হাহাকার রব কত ঘরে (রে) ;
কত দারা সুত দুঃখে মরে, হয় গৃহ মরু-প্রায়।
ও তাই বলি তোদের করযোড়ে,
থাস্‌নে মদ মোহে পড়ে (রে) ;
কেন জেনে বিষপান করে জীবনটা হারাবি তায়।
ও ভাই সত্য সুখ যদি চাও,
প্রেম-শুঁড়ির স্মরণ লও (রে) ;
ও যাঁর চরণ ভাঁটীর সুরা খেলে,
চির শান্তি পাওয়া যায়। ২০৫।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

(অবিদ্যা ঘন আঁধারে—স্থর।)

সাজরে ত্বরায় সবে মাদকদলন সংগ্রামে,
সত্যের সাঁজোয়া পরি নমি বিভুর চরণে।
চল চল ত্বরা করি, আশার পতাকা ধরি,
জগত কাঁপায়ে বল বিনাশিব অরি রণে।
মাদকের অত্যাচারে, ডুবিল দেশ একেবারে,
এস তায় উদ্ধার করে সার্থক করি জীবনে।
মাদকের মুখ না দেখিব, মাদক নাম ঘোচাইব,
(তায়) সবংশে নির্ব্বংশ করি শান্তি দিব জগৎ জনে।
চল তবে বন্ধুগণে, বিলম্ব আর কি কারণে,
আমরা আশার দল সিদ্ধিদাতা সহায় রণে। ২০৬।

রাগিণী পরজ বাহার।—রূপক।

(সাজহে রণ সাজে—সুর।)

জয় বিশ্বপতি বলে, মিলিয়ে আশার দলে,
মাদক দলনে চল বন্ধুগণ।
বিনাশি অসুর দলে, বিজয়ি রিপু কুলে,
(আজ) করিব জগতে শান্তি স্থাপন।
মাতিয়ে বীর মদে, হুঙ্কারি ভীমনাদে,
কর রে সংগ্রাম ঘোষণ ;
বাজায়ে তুরী ভেরী, (ধরি) খরসান্ তরবারি,
যেরূপে হোক্ কর বৈর নির্য্যাতন।
সুরাদি মাদক বংশ, একবারে করি ধ্বংস,
কর দেশের কণ্টক মোচন ;
পিশাচী বেশ্যাকুল, করেরে নির্ম্মূল,
বাগান নৃত্যাগার সাগরে কর বিসর্জ্জন।

পুণ্যের হোম আগুণ জেলে, (তায়) কামাদি দিয়ে ফেলে,
করয়ে দানব দহন ;
ধর্ম্মের অমৃত পানে, মাতায়ে জগজ্জনে
(কর) সংসারে স্বর্গরাজ্য আনয়ন। ২০৭।

বাউল।
(মন পাখী চল যাই—সুর।)

মদ বিনে কি বাঁচা যায়,
ও মদ বিনে কে বাঁচে কোথায় ?
মদের তরে, ভক্ত নরে, বেড়ায় পাগলের প্রায়,—
ও তার সাক্ষী নদের শ্রীচৈতন্য
কেনা বল জানে তায়।
ইমারইসেন্, কেশব সেন, সবাই মদের ভক্ত হয়,—
ঐ জ্ঞান-মদে মত্ত বলেই লোকে তাদের পিছে ধায়।
পুস্তকালয়, ধর্ম্মালয়, আদত মদের আড্ডা হয়,—
মাত্লে সেখানের মদে অন্য মদের বাঞ্ছা যায়। ২০৮।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়া।

(কি আর জানাব নাথ—সুর।)

দেশের দুর্গতি হেরি হৃদয় বিদরে হে।
সোণার ভারত হলো কলঙ্কে মলিন হে।
নাহি কারো ধর্ম্ম ভয়, পাপে সবার সুখোদয়,
অবিশ্রান্ত দুঃখ পায়, তথাপি বুঝে না হে।
হইয়ে আর্য্যসন্তান, করিতেছে সুরাপান,
নাহি কিছু কাণ্ডজ্ঞান, কি হবে উপায় হে।
অকাল মৃত্যুর আধার, মাদকসেবন ব্যভিচার,
জেনে শুনে গুণ তার, ধরে বিষধর হে।
পিতৃসম রাজা যিনি, তায় প্রশ্রয় দেন তিনি,
প্রজার হাহাকার শুনি, দয়া ত করে না হে।
কেবা শুনে কারে বলি, বলিলে সব দেয় গালি,
তাই ঈশ তোমায় বলি, রক্ষ দেশ তুমি হে।

বাউল।

(পাঠায়ে নববিধি—সুর।)

আসিয়ে মাদক-দানব, নাশিল সব,
ভারতভূমে দেখ্‌রে তোরা।
ঐ দেখ্ ইডেন্ সৃষ্টি, খোলাভাঁটী,
গরীব লোক্‌দের কল্লে সারা ;—
দেশীমদ সস্তা পেয়ে, অনেক খেয়ে,
ধনে প্রাণে ম'লো তারা।
ছাড়িয়ে সকল কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম,
করে কেবল 'সুরা' 'সুরা' ;—
দু'বেলা পায় না অন্ন, জরাজীর্ণ,
বেড়ায় যেন দিশেহারা।
দেখ্ তাদের দারাসুত, দীনের মত,
সার করিছে ভিক্ষা করা ;—

হায়! তাদের দেখ্‌লে পরে, নয়ন ঝরে,
যেন জনম বাপ মা মরা।
আবার ঐ বিলাতী মদ, করিল বধ,
ছিল যত বাবু ভায়া ;—
সাহেবী কত্তে গিয়ে, ব্রাণ্ডি খেয়ে,
হল পিলে যকৃৎ জরা।
আহা! কি মোহে পড়ে, সকল ছেড়ে,
মদের তরে হলো সারা ;—
ক'চ্ছে সার বেচে বাড়ী, ঘড়ী জুড়ী,
শুঁড়ির শেষে পায়ে ধরা।
মানুষকে পশু বানায়, ফেলে থানায়,
আরো কত করে সুরা ;—
হায়, হায়, এদেখেও কি, হয় না বুদ্ধি
ছাড়ে না মদ কেন তারা।
দেখ্‌ গাঁজা চণ্ডু খেয়ে, পাগল হয়ে,
ম'চ্ছে কত গরিবেরা ;—

দিতেছে আফিং গুলী, নরবলী,
ধরে ধরে কত তারা।
আবার ঐ মাজম চরস, তালের রস,
একবারে দেশ ক'ল্লে সারা;—
সিদ্ধিটা বুদ্ধি নেশে, হেসে হেসে,
লোককে করে চিন্তা জ্বরা।
তামাক চুরুট নস্যেতে হয়, উদরাময়,
দৌর্ব্বল্য আর মাথা ঘোরা;—
আনিয়ে যক্ষ্মা কাশি প্রাণটী নাশি,
করে হুকুম হাঁসিল তারা।
হায়! পেয়ে মানব জনম, অমূল্য ধন,
হয় কেন লোক লক্ষ্মী ছাড়া;—
করে পান আত্মা বেচে, সুধা ত্যজে,
আস্তো গরল মাদক সুরা।
তাই বলি করযোড়ে, মাদক ছেড়ে,
পিও হরিনাম মদিরা;—

অপার আনন্দ পাবে, স্বর্গে যাবে,
সত্য খবর বলি মোরা। ২১০।

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়া।

(কেন হে এমন কোরে বেঁচে আছ—সুর।)

প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি করিবনা সুরাপান।
তামাক আদি মাদক সব করিব বর্জ্জন।
চিকিৎসকের আদেশ বিনে, কথনও কোন কারণে,
ছোঁবনা কোন মাদক এই করিলাম পণ।
পবিত্র চরিত্র হতে, চেষ্টা করি সাধ্য মতে,
সার্থক করিব আমি অমূল্য মানব জীবন।
নিবারি ভাই বন্ধুগণে, ব্যভিচার মাদক সেবনে,
আশাদল সংবর্দ্ধনে সদা করিব যতন।
এথন ওহে ভগবান, কর আমায় বলদান,
যেন হে পারি রাখিতে এই পণ আজীবন। ২১১

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়া।

(কি আর জানাব নাথ—স্বর।)

কেশব আমাদের ছাড়ি গেছেন চলিয়ে রে।
"আশাদল" পিতৃহীন হইল এবার রে।
বিনাশিতে শত্রুদলে, মাদক ব্যভিচার সকলে,
উৎসাহী যুবক দলে, কে আর করিবে রে।
বিষবৈরী বলে যাঁরে, ডরিত পাপ বিকারে,
এমন সুহৃদবরে, অকালে হারা'লাম রে।
পালক-হীন মেষ প্রায়, কাঁদিতেছি মোরা হায়,
বিষাদে ভগ্ন হৃদয়, কেবা শান্তি দিবে রে।
এখন যাচি হে ঈশ্বর, কেশব-বলে বলী কর,
যেন দেশের পাপাচার পারি নিবারিতে হে।

২১২।

রামপ্রসাদী।

মদ খেলে বল কি সুখ হবে।

ওরে মদ নহে সে আস্তো গরল

খেলেই প্রাণে মারা যাবে।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু কে না বল জানে ভবে,

ঐ ক্ষণিক সুখের লোভে কিরে শেষে নরকেতে যাবে?

নর্দ্দামায় পড়িবে কিম্বা যখন পিলে যকৃৎ হবে,

(ওরে) তখনই মদেতে কি সুখ ভাল করে টেট্টা পাবে।

(হায়রে) ঘরের কড়ি দিয়ে মদ খেয়ে কেন মাতাল হবে,

ও ভাই ভরিবেনা সুখের পেট

কেবল তাতে জাত্‌টা যাবে॥ ২১৩।

প্রচার সঙ্গীত।

(চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয়—সুর।)

মাদক দলনে মোরা যাই সবে চল (রে)।

ও ভাই দেশের মলিন মুখ করি আজ উজ্জল রে।

বিনাশিয়ে শত্রুকুল, রিপুদল নির্ম্মূল,
আনন্দে করিব সবে জয়ী আশাদল রে।
তুলিয়ে আশার নিশান, গাইয়ে আশার গান,
আশার সংবাদ ঘরে ঘরে দিব চল রে;
মত্ত হয়ে বীর মদে, হুঙ্কারিয়ে ভীম নাদে,
জয় আশাদল আজ সবে মিলে বল রে।
(জয় আশাদলের জয়, জয় ভারত মাতার জয়,
জয় বিশ্বপতির জয়) ২১৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।
(ওহে দীন নাথ—সুর।)
কোথায় হে কেশব, আঁধার যে সব,
তোমার বিহনে জগত সংসার।
ঢাকি পুণ্যভাতি, আসি পাপ রাতি,
ঘেরিছে যে ভারতের মুখ আবার।

কেশব, তোমার সে উৎসাহ উদ্যম,
পাই না কোথাও আর করিতে দর্শন ;
তোমার সেই মিষ্ট উপদেশ বচন,
কেইবা আমাদের শোনাবে হে আর।
হায়! মাদক সেবন ক'রে কত লোক মরে,
তোমার মতন কেবা কাঁদের তাদের তরে ;
কেবা বল আর দ্বারে দ্বারে ফিরে,
পাপী মাতাল জনে করিবে উদ্ধার।

কেবা তোমার মত প্রকাশি বিক্রম,
মাদক বিরুদ্ধে করিবে সংগ্রাম ;
কেবা ছোঁড়ে বল ব্রহ্ম অস্ত্র বাণ,
বিনাশিতে দেশের পাপ ব্যভিচার।

তোমাহারা হয়ে কাঁদি তাই মোরা,
হয়েছি যে দেখ বল বুদ্ধি হারা ;
(এখন) যাচি দেব স্থানে যেন হে আমরা,
কেশব-বলে পারি ক'ত্তে দেশ উদ্ধার। ২১৫।

রাগিণী ললিত।—তাল যৎ।

(দেমা স্থান শান্তি নিকেতনে—সুর।)

রক্ষ দেশ যাচি হে চরণে, (হে ঈশ্বর)

নইলে দহে যে ভারত পাপাগুণে।

তুমি থাকিতে হে রাজা, কেন এত মরে প্রজা,

পাপ প্রলোভন মাদক সেবনে,

রক্ষ রক্ষ তাদের নবজীবন দানে।

অসৎসঙ্গ পাপাচারে, সুরাপান ব্যভিচারে,

সুখান্বেষণ করে তব সন্তানে ;—

এ মোহ আঁধার ঘোচাও হে কৃপাদানে।

তুমি হে সুখের আধার, জানি সবে অনিবার

ভজে যেন তব শ্রীচরণে,—

হেন শুভবুদ্ধি দাও হে সর্ব্বজনে। ২১৬।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—একতালা।

(তেমনি করে ডাক দেখিরে আমার মন—সুর।)

মানুষ ত সামান্য কেহ নয়,
ঐ সবাই যে সেই ব্রহ্ম বংশ ব্রহ্মেরই দেয় পরিচয়,
মানব জীবন আশ্রয় করি, লীলা করেন নিত্য হরি,
মানব বিনা লীলাময়ের লীলার এমন কে সহায়।
(এই) মানব হৃদেই অবতরি, স্বয়ং মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী,
দেখান ভক্তরূপ-মাধুরী আমিত্ব তার করি লয়।
(সেই) অনন্তের সন্তান মানবে, অনন্তোন্নতি সম্ভবে,
কেজানে কায় লয়ে তবে কি লীলা করবেন লীলাময়।
(তবে) কারেও নাহি তুচ্ছ করি,
সবে উচ্চ মনে করি
হেরি নরে নর-হরি, অহং করি পরাজয়। ২১৮।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা বিভাস।—একতালা।

(দাসের কিছু নাহি বাঞ্ছা আর—সুর।)

(ওমা) আমার কিছু নাহি ভিক্ষা আর।
(এবার) আমিত্ব-হীন করে
কৃপাগুণে মোরে
(কর) কর মা প্রিয় সন্তান তোমার।

(আমায়) প্রিয় নাম যদি করিয়াছ দান,
অপ্রিয় যা তোমার কর বলিদান,
কর আমায় শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ-প্রাণ,
(হয়ে) গরীব কেশব-দাস
(যেন) হই প্রিয় তোমার। ২১৮।